তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল

সূচী

পূর্বকথা

এ বিষয়ে দরকার তো ছিল যে, উলামায়ে কেরামের একটি বিশেষ টীম কর্তৃক বর্তমান যুগের ফেতনা সম্বলিত পরিস্থিতিগুলো সামনে রেখে গবেষনা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। রাসূলে কারীম সা.এর হাদিসগুলোর উপর অক্ষরে অক্ষরে নজর দেয়া। আমাদের পূর্ববর্তী সালফে সালেহীন উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে বহু গবেষনা করে গেছেন। সুতরাং এ বিষয়গুলো প্রতিটি ঈমানদারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোকে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করা প্রতিটি উলামায়ে হকের দায়িত্ব।

এ বিষয়ে কলম ধরার একমাত্র উদ্দেশ্যই হল- অলসতার মুকুট পরিহিত মুসলমানদের সামনে পরিস্থিতির ভয়াবহতার বিবরণ তুলে ধরা। নৈরাশ্যের ডাষ্টবিনে হাবুডুবু খাওয়া যুবকদের অন্তরে আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়া। পাশাপাশি এখন থেকেই তাদেরকে অদূর ভবিষ্যতের আগমনশীল ফেতনাসমূহ মুকাবেলায় প্রস্তুত করে তোলা। এতদোদ্দেশ্য সামনে রেখেই গ্রন্থে ঐ সকল পরিস্থিতিগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে রাসূলে কারীম সা. স্বীয় উম্মতকে বারংবার সতর্ক করতে থাকতেন।

তারপরও সালফে সালেহীনের পদাংক অনুসরণার্থে নিজের থেকে আগে বাড়িয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। হাদিসগুলোকে জোরপূর্বক টেনে এনে পরিস্থিতির সাথে মেলানো হয়নি; বরং হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় শুধুমাত্র ঐ সকল পরিস্থিতিই বর্ণনা করা হয়েছে, যা বর্তমান সময়ে চারদিকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এতদসত্তেও স্মরণ রাখা উচিত যে, আবশ্যক নয়- এগুলোই ঐ পরিস্থিতি, যার ব্যাপারে হাদিসে নবী করীম সা. উদ্দেশ্য করেছেন; বরং এর মাধ্যমে অন্যান্য পরিস্থিতিও উদ্দেশ্য হতে পারে। পাশাপাশি হাদিসে বর্ণিত যে সকল পরিস্থিতি এখনো স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়নি, কেবল সেগুলো সম্পর্কেই এখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে গবেষনা করা হয়েছে।

গ্রন্থে বর্ণিত হাদিসগুলোর সূত্র উল্লেখের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে যাতে করে সকল হাদিসের তাখরীজ এসে যায়। আর তাই যথাযথভাবে তা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্তেও উম্মতের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ যদি কোন হাদিস সম্পর্কে আরো অতিরিক্ত ব্যাখ্যা পেয়ে থাকেন, তবে এ সম্পর্কে অবগত করাতে অনুরোধ রইল। পাশাপাশি যদি কোন হাদিসের তাখরীজ কোথাও না পাওয়া যায়, তবে গ্রন্থের শেষে বহু কিতাবাদীর নাম সূত্রাকারে দেয়া আছে, সেগুলোতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব।

কতিপয় স্থানে যায়ীফ (দুর্বল) হাদিসগুলোকে শুধুমাত্র এজন্য আনা হয়েছে যে, জনসাধারণের সামনে যখন এরকম আরো বিভিন্ন হাদিস আসবে, তখন যেন তারা এগুলোর শক্তিশালী সনদসমূহকে চিনে নিতে পারে। কেননা অনেক সময় দেখা যায় যে, এসম্পর্কে যদি কেউ সহীহ হাদিস বর্ণনা করে, তখন অন্যকেউ এর বিপরীতে অপর হাদিস শুনিয়ে দেয়। যারফলে মানুষের ব্রেইনে পরিস্থিতি পরিপূর্ণরূপে ধরা পড়েনা।

হাদিসগুলো অধ্যয়ন করার সময় একথা মাথায় রাখা উচিত যে, ইমাম মাহদী আ. এর আবির্ভাব এবং দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে কখনো কখনো নবী করীম সা. সংক্ষিপ্ত কথায় বিশ্লেষন দিয়েছেন, কখনো বিস্তারিত বিশ্লেষন করেছেন, আবার কখনো সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূলের কাছে যতটুকু প্রশ্ন করেছেন, রাসূল সা. ততটুকুরই উত্তর দিয়েছেন। যারফলে পাঠকদের কাছে অনেকসময় হাদিসগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিপরীতমুখী ভাব ধরা পড়ে; অথচ বাস্তবে সেখানে কোন বৈপরিত্ব নেই।

রাসূলে কারীম সা. ইমাম মাহদী আবির্ভাবের সন/তারিখ নির্ধারন করে যাননি। পাশাপাশি ইমাম মাহদী ও দাজ্জালের ব্যাপারে ঘটনাগুলোকে ধারাবাহিকভাবেও বর্ণনা করেননি। এখন নিজের পক্ষ থেকে ঐ সকল ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করে ফেলা অতপর মানুষের কাছে এমনভাবে তা তুলে ধরা যে, মনে হয় স্বয়ং নবী করীম সা. বিষয়গুলোকে এভাবেই ধারাবাহিক বর্ণনা করেছেন- সমুচিত নয়।

তবে হ্যাঁ... নবী করীম সা. সবগুলো ঘটনারই কিছু না কিছু নিদর্শন বর্ণনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা ধরা পড়ে। এগুলো ছাড়া গ্রন্থের কোথাও যদি কোনপ্রকার ধারাবাহিকতা দেয়া হয়ে

থাকে, তবে তা নিতান্তই সম্ভাবনার দৃষ্টিতে। সুতরাং অন্যের কাছে বর্ণনা করার সময় পাঠককে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে হবে।

ঠিক তেমনি বিভিন্ন সেনাদল সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলো যখন আমরা অধ্যয়ন করব, তখন দেখতে পাবো যে- নবী করীম সা. ভবিষ্যদ্বানী করছেন- "তোমরা রূমকদের সাথে যুদ্ধ করবে, অতপর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। এরপর তোমরা কুস্তিনতীনীয়্যা বিজয় করবে"। কোথাও নবীজী বলেছেন- "মুসলমানদের সেনাবাহিনী তখন দামেস্কে অবস্থান করবে", অপর স্থানে- "তোমরা হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, -"বাইতুল মাকদিসে তোমাদেরকে বেষ্টন করে ফেলা হবে", -"ফুরাত নদীর কিনারায় (তথা ইরাকের ফাল্লুজায়) তোমরা যুদ্ধ করবে"। সুতরাং পাঠকদের মনে ছবি ভেসে উঠে যে, মুসলমানদের সেনাবাহিনী কখনো কুস্তানতীনীয়্যাতে(কনষ্ট্যান্টিনোপল, বর্তমান তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল), আবার কখনো হিন্দুস্তানে জিহাদ করছে। অতপর মনে মনে সে এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা দেয়ার চেষ্টা করে।

অথচ নবী করীম সা. একেক সময় একেক বৈঠকে বিভিন্ন সৈন্যদলের কথা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা আবশ্যক নয় যে, সকল বিজয়সমূহ একসাথেই এক সৈন্যদলের হাতেই অর্জিত হয়ে যাবে। গ্রন্থে উক্ত পরিস্থিতিকে স্পষ্টভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পরিস্থিতি অনেক দূর পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে উঠে। পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ স্থানের মানচিত্রও গ্রন্থে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে- যাতে করে পাঠকবৃন্দ এগুলো দেখে দেখে সহজভাবেই স্থানগুলো চিহ্নিত করতে পারে।

যেহেতু মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদিসে বর্ণিত শব্দাবলীর মাধ্যমে শুধু শাব্দিক অর্থই উদ্দেশ্য নেননি; বরং রূপক অর্থের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন। আর তাই গ্রন্থেও একই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। বিশেষত ঐ সকল স্থানে তো রূপক অর্থেরই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে- যেগুলি সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনে কারীমে রূপক অর্থের দিকে ইঙ্গিত দেয়া আছে।

দাজ্জাল পরিস্থিতি বিবরণের হক তো হল যে, শুনামাত্রই শ্রবণকারী এবং পাঠকগণের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। এসকল পরিস্থিতি শুনে অন্তরে ভয় উদয় হওয়াটাই ঈমানের নিদর্শন। সুতরাং চেষ্টা করেছি যে, হাদিসে বর্ণিত দাজ্জালের শক্তিসমূহকে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে বুঝনো হোক, যাতে করে ফেতনার রহস্য ও মারাত্মক ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষের ধারনা হয়ে যায়। কেননা মারাত্মক ভয়াবহতার কারণেই নবীজী সা. এগুলোকে বারংবার সাহাবায়ে কেরামের সামনে বর্ণনা করতেন।

গ্রন্থটি দীর্ঘ হয়ে যাবে ভেবে অনেক স্থানে সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করেছি। সুতরাং বিস্তারিত জানতে আগ্রহী পাঠকবর্গকে গ্রন্থের শেষে উল্লেখিত কিতাবাদীর দিকে মনোনিবেশ করার অনুরোধ রইল।

আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়া যে, তিনি সমস্ত ঈমানদারদের জন্য গ্রন্থটিকে উপকারের মাধ্যম বানান এবং আমাদের সবাইকে দাজ্জালের ভয়ানক ফেতনা থেকে বাঁচার তাওফীক দান করেন... আমীন...!!

--- *** ---

আরো দু'টি কথা

সকল প্রশংসা ঐ মহান সত্তার, যিনি সমগ্র জগতের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনাকে পরিচালিত করে থাকেন। এ পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি কারো সাহায্যের প্রতি মুকাপেক্ষী নন। দরূদ-সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যাঁকে বিশ্বের বুকে প্রেরণ করা হয়েছে- মুর্খতার চাদরে ঢাকা সভ্যতাকে মিটিয়ে বিশ্বময় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার করতে। পাশাপাশি নূর বর্ষিত হোক ঐ সকল মহামনীষীদের উপর, যারা মানবতার মুক্তির দূত- নবী করীম সা.এর সাথে থেকে তাঁর এ মিশনকে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে দ্বীনের কালেমাকে উঁচু করে গেছেন। রহমত বর্ষিত হোক ঐ সকল হকপন্থী উলামায়ে কেরামের উপর, যারা ইসলাম নামক বৃক্ষকে তাজা ও সমুন্নত রাখতে যুগে যুগে নিজেদের তপ্তখুন বিসর্জন দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ মদদ ও সাহায্য অবতীর্ণ হোক ঐ সকল মর্দে মুজাহিদীনের উপর, যারা হকপন্থী উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে স্বীয় কলিজার টুকরাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যুগের ফেরাউনদের ভয়ে ঠিট্টির কাঁপতে থাকা উম্মতকে পূনর্জাগরণ করে যাচ্ছেন এবং মুসলমানদেরকে সম্মানের সাথে জীবনযাপন ও সম্মানের সাথে মৃত্যু বরণ করার সবক শিখিয়ে যাচ্ছেন। সকল অনিষ্টতা ও ধ্বংস অবতীর্ণ হোক ঐ সকল ইসলামবিদ্বেষীর উপর, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

পরিস্থিতি যে দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং দাজ্জালী এজেন্টদের জোটবদ্ধ ষড়যন্ত্র যেভাবে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর বর্ষিত হচ্ছে- এহেন পরিস্থিতিতে উম্মতে মুসলিমাকে এ চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত করাটা জরুরী হয়ে পড়েছে। মুহাম্মদে আরাবী সা. এর উত্তরাধীকারীদের উপর "ফরযে আইন" হচ্ছে যে, তারা যেন স্বীয় পাঠদান এবং বক্তৃতার সময় মানুষের সামনে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে। তা না হলে তারা বিচারদিবসে (كتمان حق) তথা সত্য গোপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য হবে, যা আল্লাহ পাকের কাছে অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ এবং লা'নতের কারণ। ঠিক তেমনি কলামিষ্টগণ তাদের কলমের মাধ্যমে, গ্রন্থ এবং লিফলেটের মাধ্যমে হলেও বাতিল শক্তির চক্রান্তগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি সর্বসাধারণের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা এ গ্রন্থ আর লিফলেটগুলোকে সমাজের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছে দেয়া। ঘরোয় পরিবেশে পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে এগুলো আলোচনা করা।

সত্য প্রচারে কারো অসন্তুষ্টি বা তিরস্কারের তোয়াক্কা করলে চলবেনা- চায় সামনে অত্যাচারী প্রতাপশালী বাদশা/প্রেসিডেন্ট এসে উপস্থিত হোক বা কোন সহকর্মী বা প্রতিবেশী এতে অন্তরায় সৃষ্টি করুক। সাধারণ তো সাধারণই; আজকাল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সহকর্মীদের ভয়ে সত্যকে গোপন করে ফেলে। এমন ব্যক্তিরা যেন একটি কথা স্মরণ রাখে যে, মহান রাব্বুল আলামীনের অসন্তুষ্টি সকল বাদশা, সকল সরকার এবং সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অসন্তুষ্টি থেকেও বেশি মারাত্মক এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কারণ।

প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে এনিয়ে ভয় থাকা চাই যে, সে যেন কোন অবস্থাতেই মনের অজান্তে দাজ্জালের অনুসারী না হয়ে যাবে...। কিংবা ইমাম মাহদী আ. এর সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা তাঁর সহযোগীতা থেকে বঞ্চিত না থেকে যায়... এমতাবস্থায় যে, সৈন্যদল অনেক দূরে চলে গেছে। অধম লেখক রাসূলে কারীম সা. এর হাদিসগুলো অধ্যয়ন করার পর একথা বুকে হাত দিয়েই বলতে পারে যে, ইমাম মাহদী আ. আবির্ভাবের পর অনেক মুসলমানের খবর পর্যন্ত হবেনা যে, জিহাদের নেতৃত্ব স্বয়ং ইমাম মাহদী সামলে নিয়েছেন; বরং বর্তমান সময়ের মত তখনও মানুষেরা মুজাহিদীনের জিহাদকে ঐ দৃষ্টিতেই দেখবে, যে দৃষ্টিতে বর্তমান মিডিয়া তাদের সামনে প্রকাশ করছে। প্রত্যেক শ্রেণীর চিন্তা ও মতামত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হবে। তবে ঐ সকল ব্যক্তিরাই এথেকে নিস্তার পাবেন, যারা হককে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্রও দেরী করেননা।

আল্লাহ পাকের কাছে আমার দোয়া যে, তিনি সমস্ত মুসলমানদেরকে এ মহান ধর্মের জন্য জীবন-মরণ উৎসর্গ করার তাওফীক দান করেন। পৃথিবীর সকল খোদাদাবীদারদের বিদ্রোহ ঘোষনা করে স্বীয়

অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন- চায় তার জন্য তন, মন, ধন.. সবকিছু ত্যাগ করতে হোক... আমীন...!!

আসেম উমর

--- *** ---

ভূমিকা

الحمد لله والله أكبر ، سبحانه ما كان اسمه على عسير إلا تيسر ، ولا شيب بقلب كدر إلا تطهر ، ولا رمي به عدو إلا تكسر ، وصلى الله وسلم على المجاهد الأشجع الأبر الأطهر ، ذي الجبين الأغر ، والوجه الأزهر ، والآل والصحب والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر والمنشر.... أما بعد :

ইসলামী ইতিহাসে এটা বারংবার ঘটে আসছে যে, সময়ের সর্বশক্তিমান বাহিনীগুলো দুর্বল বাহিনীসমূহকে পরাজিত করে তাদেরকে স্বীয় গোলামে পরিণত করে রেখেছে। কিন্তু যখনই বিজয়ী জাতির সূর্য অস্তমিত হতে শুরু করেছে, তখনই গোলামীর জিঞ্জিরগুলো আস্তে আস্তে ঢিলে হয়ে পড়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে শক্তিশালী বাহিনীসমূহ কোন প্রকার দেশ বিজয় ছাড়াই দুর্বলদেরকে নিজেদের গোলামে পরিণত করে রেখেছে। এ গোলামী বা দাসত্ব এতই নিকৃষ্ট যে, বিজয়ী জাতি মিটে যাওয়ার পরও তাদের সভ্যতা এবং কৃষ্টি-কালচার বাকী রয়ে গেছে।

লক্ষ করলে দেখা যায় যে, শারীরীক দাসত্ব এতটা ক্ষতিকর এবং নিকৃষ্ট নয়, যতটুকু মস্তিস্কের দাসত্ব। কেননা, কোন জাতির দৃষ্টিভঙ্গি আর চেতনা যদি স্বাধীন হয়, তবে কখনো সে আত্মসমর্পন মেনে নেয়না। সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে নিজেকে স্বাধীন বানিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে কোন জাতি যদি মস্তিস্কের দাসত্বে পরিণত হয়, তবে এ দাসত্ব তাকে তার অন্তরে থাকা স্বাধীনচেতা মনোভাবটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে যায়।

মস্তিস্কের দাসে পরিণত হওয়া জাতিসমূহ প্রতিটি বস্তুকে না নিজের মত ভাবে, আর না পরিস্থিতিকে নিজের মনমত পরখ করতে পারে; বরং মনিবেরা তাদেরকে যেদিকে নিয়ে যেতে চায়, সেদিকেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে ঘুরিয়ে দেয়। আর দাসে পরিণত হওয়া বেচারা মনে করতে থাকে যে, আমরা স্বাধীন মনোভাব নিয়েই সবকিছু করছি।

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে বহু নাজুক পরিস্থিতিই ইসলামের সামনে বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে। মহানবী মুহাম্মদ সা. এর ইন্তেকালের পর বেড়ে উঠা মুরতাদদের ফেতনাটি কোন সাধারণ ফেতনা ছিলনা। ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোন ধর্ম হত, তাহলে তখনই তার নাম-নিশানা মরুভূমির বালুর সাথে বাতাসে উড়ে যেত। কিন্তু এরপরও মুসলমানগণ এ ভয়ানক ফেতনাকে পায়ের নিচে দাবিয়ে তবেই তারা মাথা উচু করে বিশ্বের বুকে পরিচিতি লাভ করেছে।

১২৫৮ সালে তাতারীদের ফেতনা ছিল প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুসলমানদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ফেতনা। তাতারী সম্প্রদায় একের পর এক মুসলমানদের এলাকাগুলো বিজয় করে যাচ্ছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, ধ্বংসাত্মক এ পরিস্থিতিকে মনে হয় আর থামানো সম্ভব হবেনা। কেননা, কোন জাতির নৈরাশ্যতার জন্য এর চাইতে বেশি আর কি হতে পারে যে, তাদের খেলাফত শাসনের প্রতিটি ইটকে ভেঙ্গে চূর্ণ করে দেয়া হয়েছে এবং প্রধান খলীফা/প্রেসিডেন্টকে চাটাইয়ের ভেতর ভাজ করে ঘোড়ার পায়ে রশি দিয়ে বেধে হেচড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরও মুসলমানগণ সাহসহারা না হয়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষনা দিয়ে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। পরিশেষে মুসলমানগণ তাদেরকে পরাজিত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। মোটকথা- যতদিন মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা অটল রয়েছে, ততদিন তারা কারো দৃষ্টিভঙ্গির দাসে পরিণত হয়নি। বরং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাচেতনা সবসময় স্বাধীন থেকেছে। কিন্তু এ শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার পর যেমনিভাবে একের পর এক কাফেররা মুসলমানদের এলাকাসমূহ আয়ত্বে করে ফেলেছে, তেমনি তাদেরকে দৃষ্টিভঙ্গি আর কৃষ্টিকালচারের দাসত্ব জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে ফেলেছে। আর এই দাসত্বের পরিণাম এতই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে যে, পরবর্তীতে স্বাধীনতা অর্জনের পরও মুসলমানগণ চিন্তাচেতনার দিক থেকে তাদের গোলামই রয়ে গেছে। এ দাসত্বের সবচে' ঘৃণ্য দিকটি (Adversity) হচ্ছে যে, এরকম কৃতদাস জাতি ভালকে মন্দ আর মন্দকে ভাল, উপকারকে অপকার

আর অপকারকে উপকার এবং বন্ধুকে শত্রু এবং শত্রুকে বন্ধু বলে চিনতে থাকে।

দাসত্বের এ বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের মস্তিস্কে এ দৃষ্টিভঙ্গি বসিয়ে দিয়েছে যে, আধুনিক এ যুগে ইসলামী শাসনব্যবস্থার কোন দরকার নেই। বর্তমান যুগ হচ্ছে গণতন্ত্রের যুগ। এভাবেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে ইসলামী খেলাফতের উত্তম স্থলাভিষিক্ত (Alternative) হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে।

মস্তিস্কের এ গোলামী মুসলমানদেরকে কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে পরিস্থিতি পরখ করার যোগ্যতাকে কেড়ে নিয়েছে। হায়...! মুসলিম জাতি যদি বর্তমান পরিস্থিতিকে কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ (Analysis) করত...। বরং অধিকাংশ শিক্ষিত হওয়ার দাবীদার ব্যক্তিবর্গও আজ পরিস্থিতিকে পশ্চিমা মিডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করে বিবৃতি প্রদান করে থাকে। বর্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবীদ এবং কলামিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কলমকে আপনি পশ্চিমা মিডিয়ার দেখানো পথে পরিচালিত হতে দেখবেন। অতপর এসকল বুদ্ধিজীবীগণ তাদের কলমকে দৌড়িয়ে যখন উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে, তখন তারা দেখতে পায় যে, আরে... এটাতো ঐ পর্যায় যেখানে পশ্চিমা বিশ্বের চিন্তাবীদগণ বহুপূর্বেই পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতপর বুদ্ধিজীবীগণ মনে করতে থাকে যে, তারা অনেক কষ্টসাধ্য কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমান যুগে আপনি এরকমটিই প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। উদাহরণস্বরূপ- সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্তান আগ্রাসন, আফগান মুজাহিদীনের জিহাদ এবং মহাবিজয়, তালেবান কর্তৃক ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা, মার্কিনীদের আফগানিস্তান হামলা, মার্কিন সেনাবাহিনী কর্তৃক আরব উপসাগরীয় দেশগুলোতে ঘাঁটি স্থাপন, ইরাক দখল, ইসরায়েল কর্তৃক নিরীহ ফিলিস্তীনীদের উপর নির্যাতন, ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার হামলা.... ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে তারা এমনভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করে থাকে যে, এগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধির পরিবর্তে তাদের সাহস আরো দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। আল্লাহ তা'লার শক্তিকে "সুপারপাওয়ার" সাব্যস্ত করার পরিবর্তে কোন এক কাফের রাষ্ট্রকে সুপারপাওয়ার প্রমাণ করার প্রচেষ্টা করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, বিশ্বময় যা কিছুই হবে, সেই কাফের রাষ্ট্র কর্তৃক সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই হবে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্থানের জিহাদকে সম্পূর্ণ মার্কিনী সহযোগীতা এবং রাজনৈতিক ইস্যু সাব্যস্ত করে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সাহসকে দাবানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ এতটুকু গবেষনা পর্যন্ত করা হয়নি যে, রাশিয়াকে মার্কিন অস্ত্রের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছে ?? নাকি আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতাদের সহযোগীতার মাধ্যমে এ বিজয় অর্জিত হয়েছে..!! বাস্তবেই যদি তা মার্কিনীদের উদ্দেশ্যার্জনের জিহাদ হত, তবে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের কি দরকার ছিল- এখানে মুজাহিদীনকে সাহায্য করার...!! আর একথা সবাই জানে যে, আফগানিস্তানের সম্পূর্ণ জিহাদেই ক্রমে ক্রমে আসমান থেকে ফেরশতা অবতীর্ণ হয়েছে, যা স্বয়ং রাশান অফিসারগণ পর্যন্ত বারংবার প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছে।

সুতরাং যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, উক্ত জিহাদে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ সাহায্য অব্যাহত ছিল, তবে আমাদের কলামিষ্ট ও বুদ্ধিজীবীগণ কেন এ জিহাদটিকে সম্পূর্ণ আমেরিকার ঝুলিতে ঢেলে দেয়ার চেষ্টা করছে...!! শুধুমাত্র এজন্য ?? যে, এ ধরনের বিবৃতি সর্বপ্রথম কোন এক মার্কিন বুদ্ধিজীবী প্রচার করেছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য আমেরিকা আফগান মুজাহিদদেরকে সাহায্য করছে। ঠিক তেমনিভাবে সম্পূর্ণ ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে আমেরিকার বর্তমান ক্রুসেড যুদ্ধকে অর্থনৈতিক যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে...। অথচ স্বয়ং কুফুরীবিশ্ব পর্যন্ত একে ধর্মীয় (ক্রুসেড) যুদ্ধ বলে ঘোষনা করেছে।

নামীদামী কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দাবী যে, মার্কিন প্রশাসন তেলসম্পদ কন্ট্রোলের জন্য ইরাক দখল করেছে। আর মধ্য এশিয়ার তেলসম্পদ (Mineral Resources) কে আয়ত্বে আনার জন্য তারা আফগানিস্তান দখল করেছে। এগুলো হচ্ছে সেই রিপোর্ট, যা স্বয়ং ইহুদীরা তাদের কলামিষ্টদেরকে ব্যবহার করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রচার করে থাকে। অতপর আমাদের নামীদামী চিন্তাবীদগণ (যাদের সকল প্রকার চিন্তাভাবনা "made in USA" হয়ে থাকে) উক্ত রিপোর্টগুলো

পড়ে তাদের পেছনেই কলম ঘুরানো শুরু করে দেয়। এসকল বুদ্ধিজীবী আর চিন্তাবীদদের ব্যাপারে "ইহুদী প্রোটোকোলস"এ লেখা আছে যে, "এসকল ব্যক্তিবর্গ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই গবেষনা করে থাকে। আমাদের দেখানো পথেই তারা দৌড়াতে শুরু করে।" তেলসম্পদ কন্ট্রোলকরণ বিষয়টি নিয়ে যতটুকু বলা যায়- যদি আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের যুদ্ধগুলোকে তেলসম্পদ দখল সম্পর্কীয় যুদ্ধ বলা হয়, তবে দাবীটি মেনে নেয়া সম্ভব হত। কিন্তু সাম্প্রতিককালের যুদ্ধগুলোকে এজন্য তেল বা খনিজসম্পদ দখল সম্পর্কীয় যুদ্ধ বলা যাবেনা, কারণ- আমেরিকা শাসনকারী মূলশক্তি তেল এবং খনিজ সম্পদের দিক থেকে বহু পূর্বেই যথেষ্ট উন্নতি অর্জন করে ফেলেছে। সুতরাং এখন শুধু তাদের সামনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য বাকী, সেটা হচ্ছে- বিগত চৌদ্দশত বৎসরের চলমান লড়াইকে চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত করা।

বিশ্বের সকল খনিজ সম্পদের উপর যদিও আমেরিকার দখলদারিত্ব নেই, তবে এগুলো ঐ সকল ইহুদীদের দখলে ঠিকই রয়েছে, যাদের হাতে আমেরিকার মূল ক্ষমতা বিদ্যমান। আর যখন এ বাস্তবতাও ধরা পড়ে গেল যে, আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলাকারী শক্তি ঐ শক্তিই, তবে এমন বস্তু অর্জনের জন্য তারা দ্বিতীয়বার কেন যুদ্ধ করবে, যা তাদের দখলে পূর্বে থেকেই বিদ্যমান। আমার বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এসকল তেল ও খনিজ সম্পদের সাথে আমেরিকার কোন সম্পর্ক নেই। বরং সম্পর্ক আছে, কিন্তু এথেকেও বেশি সম্পর্ক হচ্ছে- যা স্বয়ং রাসূলে কারীম সা. চৌদ্দশত বছর পূর্বেই তাদের ব্যাপারে বলে গেছেন।

ইহুদী কলামিষ্টগণ যখন এ যুদ্ধগুলোকে অর্থনৈতিক যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে থাকে, তখন এরমাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য হয়- মুসলমানগণ যাতে এগুলোকে ধর্মীয় যুদ্ধ বলে না মনে করতে থাকে। তা না হলে তাদের মধ্যে জিহাদের জযবা আর শাহাদতের কামনা পূনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। এটা হচ্ছে ঠিক ঐ পন্থা, যা ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালানোর পর একে বিজেপীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড বলে মুসলমানদেরকে ঠান্ডা করে দিয়ে ধর্মীয় কঠোরতাকে রাজনীতি এবং ভোটপলিসি বলে প্রচার করেছিল।

মানুষের এ চিন্তাচেতনা আর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন শুধু এজন্যই হয়েছে যে, মুসলমানগণ বর্তমান পরিস্থিতিকে কোরআন-হাদিসের আলোকে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেনা। বরং তাদের গবেষনার মূলভীত্তি হল পশ্চিমা মিডিয়া কর্তৃক প্রচারকৃত তথ্য আর সংবাদ। বর্তমান সময়ে একটি কথা আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের চিন্তাচেতনা পশ্চিমাবিশ্বের আন্দাজে হয়ে থাকে এবং বর্তমান মুসলিম বিশ্বের লোকেরা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ।

অথচ মুসলিম বিশ্বের বাস্তবতা হচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি স্বীয় আকীদা, চিন্তাচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মীয় মূল বিষয়াবলীর উপর অটল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন জাতির মস্তিস্কের গোলামে পরিণত হতে পারেনা। কোন জাতির মৌলিক অস্তিত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের চিন্তাচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমল-আকীদার সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকবে। চিন্তাচেতনাহীন কোন জাতির পরিস্থিতি ঐ কাফেলার ন্যায়, যাদের মালামালকে দস্যুরা লুট করে নিয়ে গেছে। ফলে তারা জনমানবহীন মরুভূমির মাঝে অসহায় হয়ে হাহাকার করছে। এরকম কাফেলার সবচে' বড় দুর্ভাগ্য এই হয়ে থাকে যে, তারা যে কোন মানুষকেই পথপ্রদর্শক মনে করে তার পিছু পিছু চলতে শুরু করে। বারবার ধোকা খাওয়ার পরও তার এই ধারনা হয় যে, এইবার তার ভ্রমণ সঠিক দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে ঐ কাফেলা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতারণার সাগরে নিমজ্জিত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা হারিয়ে যাওয়া পথকে খুজে বের না করে। সুতরাং আজকেও যদি আমরা আমাদের আসল উদ্দেশ্যে পৌছতে চাই এবং পরিস্থিতিকে সঠিক ধাচেঁ বুঝতে চাই, তবে আমাদেরকে স্বীয় মৌলিক বিষয়াদীর দিকে ফিরে যেতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কোরআন-হাদিসে কি বলা আছে, তা না জানব- ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরিস্থিতিকে মূল চেহারায় দেখতে সক্ষম হবনা।

মুসলমানদেরকে কোরআন-হাদিসের আলোকে নিজেদের দৈনন্দিন কাজ নির্ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে প্রচারকৃত কোন তথ্য শুনে তা মানুষের মাঝে ঝট করে প্রচার করা থেকে বিরত

থাকতে হবে। অন্যথায় কেয়ামত পর্যন্ত আমরা পরিস্থিতিকে সঠিক চেহারায় দেখতে পারবনা। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে কেয়ামত এসে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে। এভাবেই যদি আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকি, তবে না আমাদের চোখে স্বর্ণালী অতিতগুলো সঠিকরূপে ফুটে উঠবে, আর না ভবিষ্যতের আগমনশীল ঘটনাগুলোর বাস্তবতা আমাদের সামনে ধরা পড়বে, না ইউরোপে গঠিত "দ্বিতীয় পূণর্জাগরণ" (The Renaissance) এর কারণ বুঝা সম্ভব হবে, না প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করা সহজ হবে, আর না আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক যুদ্ধাস্ত্র মনোভাবের ড্রামা অনুধাবন করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি না বর্তমান আমেরিকা-চীন অথবা ভারত-চীন শত্রুতার বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছা সহজ হবে।

গ্রন্থটি লেখার মৌলিক উদ্দেশ্যই হল- নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত হাদিসগুলোর আলোকে পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত রোগ নির্ণয় করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসা করা কিভাবে সম্ভব হবে...!!??

নবী করীম সা. কেয়ামত পর্যন্তের জন্য ঘটিত সকল ঘটনবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছেন, যাতে মুসলমানগণ তদানুযায়ী তাদের পদক্ষেপসমূহ ঠিক করে নিতে পারে এবং আগত পরিস্থিতির মুকাবেলায় নিজেদেরকে মানসিকভাব শক্তিশালী করে নিতে পারে।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুসলিমাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন... এবং আমাদের সবাইকে দুনিয়া-আখেরাতে পূর্ণ সফলতা অর্জনের তৌফিক দান করুন...!!!

--- *** ---

নবী করীম সা. এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর আলোকে

ইমাম মাহদী আ.

ইমাম মাহদী আ. এর আবির্ভাবের ব্যাপারে "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতএর বিগত চৌদ্দশত বৎসরের আক্বীদা হচ্ছে যে, উনি সর্বশেষ যমানায় আগমন করে উম্মতে মুসলিমাকে নেতৃত্ব দেবেন। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ফলে বিশ্বময় নিরাপত্তা, ন্যায়-নিষ্ঠা এবং ইনসাফের জয়জয়কার হবে।

ইমাম মাহদী সম্পর্কিত আক্বীদার ক্ষেত্রে সবিস্তারে জানার জন্য মুফতী নিযামুদ্দীন শামযাঈ শহীদ রহ. কর্তৃক রচিত "আক্বীদায়ে ইমাম মাহদী আহাদিস কি রওশনী মে" গন্থের অধ্যয়ন অনেক উপকারে আসবে।

অবশ্য একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এই মাহদী কিন্তু ঐ মাহদী নয়, যার ব্যাপারে শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, তিনি হচ্ছেন হাসান আসকারী, যিনি "সামারা" পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। তাদের এ ধারণাকে খন্ডন করার জন্য হক্বপন্থী উলামায়ে কেরাম এযাবত বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইমাম মাহদীর বংশ...

عن أم سلمة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المهدي من عترتي ، مــن ولــد فاطمة . (أبو داود) قال العلامة الألباني : أنه صحيح. (صحيح وضعيف أبي داود: 4284)

অনুবাদ- হযরত উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি যে, মাহদী আমার বংশের ফাতেমার সন্তানদের মধ্য থেকে হবে।

হযরত আবূ ইসহাক রা. বলেন যে, হযরত আলী রা. স্বীয় পুত্র হযরত হাসান রা. এর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন- আমার এই ছেলে -যেমননাকি রাসূলে কারীম সা. বলেছেন- (জান্নাতী যুবকদের) সরদার হবে। অচিরেই তার ঔরস থেকে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যার নাম তোমাদের নবীর নামের মত হবে। স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে সে নবী করীম সা.এর ন্যায় হবে, তবে বাহ্যিক আকৃতির দিক থেতে তাঁর মত হবেনা। অতপর আলী রা. সেই ব্যক্তি কর্তৃক বিশ্বময় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করলেন।

(ضعفه الألباني. -صحيح وضعيف أبي داود:4285)

হযরত আবূ সাইদ খুদরী রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন যে, মাহদী আমার সন্তানদের মধ্য থেকে হবে, উজ্জল ও প্রশস্ত ললাটের অধিকারী, সুউচ্চ নাসিকাবিশিষ্ট। সে বিশ্বকে ন্যায়-নিষ্ঠা ও ইনসাফের মাধ্যমে ভরে দেবে, যেমনভাবে ইতিপূর্বে জুলুম-অত্যাচারে ভরে দেয়া হয়েছিল। সাত বৎসর পর্যন্ত সে মানুষের নেতৃত্ব দেবে। (আবূ দাউদ)

(قال العلامة الألباني: أنه حسن -صحيح وضعيف أبي داود)

ইমাম মাহদী আ. পিতার দিক থেকে হযরত হাসান রা.এর সন্তানদের মধ্য থেকে এবং মাতার দিক থেকে হযরত হুসাইন রা.এর সন্তানদের মধ্য থেকে হবে। (عون المعبود شرح أبو داود ، كتاب المهدي)

ইমাম মাহদীর পূর্বে বিশ্বপরিস্থিতি এবং নবী করীম সা. এর ভবিষ্যদ্বাণী...

হযরত হুযাইফা রা. বলেন- আমি খোদার শপথ করে বলছি- আমার জানা নেই যে, আমার সাথীগণ হাদিসগুলো ভুলে গেছেন (তারা তো ভুলে যাননি; বরং কোন বিশেষ কারণে) তারা এমনটি প্রকাশ করছে যে, তাদেরকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি- নবী করীম সা. এমন কোন ঘটনার বর্ণনা না দিয়ে যাননি, যা উনার সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্তের মধ্যে সংঘটিত হবে। যার উদ্ভাবনকারীর সংখ্যা তিনশ বা তিনশ থেকে কিছু বেশি হবে। রাসূলে কারীম সা. ফেতনার বর্ণনার সময় ফেতনা সৃষ্টিকারীর নাম, তার পিতার নাম এমনকি তার বংশের নাম পর্যন্ত বর্ণনা করতেন। (আবূ দাউদ)(ضعفه الألباني. -صحيح وضعيف أبي داود)

عن حذيفة رضي الله عنه ، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه ، حفظه من حفظه ، ونسيه من نسيه ، قد علم أصحابه هؤلاء. وإنه ليكون منه الشيء فأذكره ، كما يذكره الرجل وجه رجل إذا غاب عنه ، ثم إذا رآه عرفه. (أبو داود) قال العلامة الألباني : أنه صحيح. (صحيح أبي داود للعلامة الألباني)

অনুবাদ- হযরত হুযাইফা রা. বলেন- একদা নবী করীম সা. আমাদের সামনে দাড়ালেন এবং কেয়ামত পর্যন্তের জন্য ঘটিত সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। যে এগুলো স্মরণ রেখেছে, স্মরণ রেখেছে। আর যে ভুলে যাওয়ার, ভুলে গেছে। তবে অবশ্যই সাহাবায়ে কেরাম এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। আসলে ব্যাপার হচ্ছে যে, এগুলো থেকে কোন কিছু প্রকাশ হলে আমাদের স্মরণ হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে তার অনুপস্থিতিতে স্মরণ করে, অতপর যখন দেখে তখন চিনে ফেলে।

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বিশাল আগুন বের হওয়া...

হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না হেজায থেকে একটি আগুন বের হবে, যার আলোতে (ইরাকের) বসরা শহরের উটগুলোর গর্দান আলোকিত হয়ে উঠবে। (বুখারী-মুসলিম)

হাদিসে যে আগুনের কথা বলা হয়েছে, উক্ত আগুনের ব্যাপারে হাফেয ইবনে কাছীর রহ. সহ অন্যান্য ঐতিহাসিকদের দাবী যে, ঐ আগুন প্রকাশের ঘটনা অতিবাহিত হয়ে গেছে। আগুনটি ৬৫৪ হিজরীর জুমাদিউস সানীর এক শুক্রবারে মদীনা মুনাওয়ারার কোন এক উপত্যকা থেকে ভড়কে উঠে। প্রায় একমাস পর্যন্ত এ বিশাল আগুনটি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীগণ বর্ণনা করেন- হঠাৎ হেজাযের দিক থেকে আগুনটি দৃশ্যায়িত হয়। আকার দেখে মনে হচ্ছিল যে, এটি আগুনের একটি শহর এবং তার মধ্যে আগুনের বড় বড় দালানকোঠা-ঘরবাড়ী বিদ্যমান। আগুনটির দৈর্ঘ্যতা ১২ মাইল এবং প্রসস্ততা ৪ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যে পাহাড় পর্যন্তই আগুনের গতি পৌছেছে, তাকেই জ্বালিয়ে মোমের মত গলিয়ে দিয়েছে। তার স্ফুলিঙ্গ থেকে বিজলীর ন্যায় আওয়াজ এবং সমুদ্রের ঢেওয়ের মত শব্দ শুনা যেত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, তার ভেতর থেকে লাল ও নীল রঙ্গের সমুদ্র প্রবাহিত হচ্ছে। এভাবেই আগুনটি ঐ উপত্যকা থেকে বের হয়ে মদীনা মুনাওয়ারের নিকটবর্তী স্থানে এসে থেমে গিয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দিক থেকে মদীনার দিকে যে বাতাস আসত, তা সম্পূর্ণ ঠান্ডা ও শীতল ছিল। তখনকার জ্ঞানীগণ বর্ণনা করেন যে, উক্ত আগুনের আলোতে মদীনার সমস্ত উপত্যকা উজ্জল হয়ে উঠেছিল। এমনকি মদীনার প্রতিটি ঘরে সূর্যের আলোর ন্যায় আলো জ্বলজ্বল করছিল। রাত্রিকালে মানুষেরা দিনের মতই তাদের সব কাজ-কারবার চালিয়ে যেত। বরং ঐ সময় আশপাশের এলাকাগুলোর উপর সূর্য এবং চন্দ্রের আলো নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল।

আকাশ থেকে নেয়া ছবিতে পুড়ে যাওয়া পাহাড়ী এলাকার দৃশ্য এখনো স্পষ্ট

মক্কা মুকাররমার কতিপয় লোক একথার সাক্ষ দেয় যে, তারা ইয়ামামা ও বসরায় ভ্রমণরত ছিল। এ বিশাল আগুনের আলো তারা ওখানেও প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে। আগুনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট এই ছিল যে, সে পাথরকে পর্যন্ত জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিত। কিন্তু বৃক্ষসমূহের উপর এর কোন প্রতিক্রিয়া পড়তনা। বলা হয় যে, জঙ্গলে একটি বিশালাকৃতির পাথর ছিল, যার অর্ধাংশ মদীনার সীমানায় ছিল আর বাকী অর্ধাংশ মদীনার সীমানার বাইরে ছিল। আগুন পাথরের ঐ অংশটিকে পুড়ে ছাই করে দিয়েছিল, যা মদীনার সীমানার বাইরে ছিল। আর বাকী যে অর্ধাংশ মদীনার সীমানার ভেতরে ছিল, তা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সঠিক অবস্থায় ছিল। আর এদিক থেকে মদীনার দিকে ঠান্ডা বাতাস আসতে থাকত।

মদীনা থেকে প্রায় ৯৮৫ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থানকারী বসরাবাসী একথার স্বাক্ষ দিয়েছে যে, হেজায থেকে বের হওয়া ঐ আগুনের আলোতে তারা তাদের উটনীগুলোর গর্দান বহুবার আলোকিত হতে দেখেছে।

(البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله)

লাল বাতাস এবং ভূমিতে ধ্বসে যাওয়ার শাস্তি...

عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فعلتْ أمّتي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حلّ فيها البلاء قيل وما هي يا رسول الله؟ قَالَ إذا كــان المَغْنَــمُ دُوَلا والأَمَانَــةُ مُغْنَمــاً والزكاة مَغْرَماً وأطاع الرجل زوجته وعقّ أمّهُ وبَرّ صديقَه وجفا أبَاه، وارتفعــت الأصــوات فــي المســاجد وكان زعيم القوم أرْذَلَهُمْ وأكْرِمَ الرجلُ مَخافَةَ شَرِه وشُرِبت الخمــر ولُبِــسَ الحَرِيــر واتخــذت القَيْنَــاتُ والْمَعَازِفُ ولَعَنَ آخِرُ هذه الأمّة أوّلَها فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذلــكَ رِيحــاً حَمْــرَاءَ أو خَسْــفاً أو مسْــخاً " . (رواه الترمذي في: ج:4 ص:494 ، المعجم الأوسط : ج: 1 ص: 150) وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : وتُعُلّمَ لغير الدين

অনুবাদ- মুহাম্মদ বিন উমর বিন আলী বিন আবি তালিব রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন যে, যখন আমার উম্মত পনেরটি বিষয়কে অভ্যাসে পরিণত করবে, তখন তাদের উপর বিপদাপদ আবর্তিত হবে। প্রশ্ন করা হয় যে, হে আল্লাহর রাসূল! পনেরটি অভ্যাস কি কি ?? রাসূল বলেন-

১) যখন গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে।

২) আমানতের বস্তুকে গনীমতের মাল মনে করা হবে।

৩) যাকাত প্রদান করাকে জরিমানা হিসেবে মনে করা হবে।

৪) মানুষ তাদের স্ত্রীদের অনুসরণ করবে।

৫) নিজের মায়ের অবাধ্য হবে।

৬) বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদাচরণ বা দয়াশীল হবে।

৭) নিজের পিতার সাথে অসদাচরণ করে তাকে বঞ্চিত করা হবে।

৮) মসজিদগুলোতে জোরেশুরে কথাবার্তা (হৈ হোল্লোড়) করা হবে।

৯) প্রত্যেক জাতির সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি তাদেরকে নেতৃত্ব দেবে।

১০) অনিষ্টতা হতে রক্ষা পাওয়ার ভয়ে মানুষকে সম্মান করা হবে।

১১) মদ্যাপান ব্যাপক হয়ে যাবে।

১২) (পুরুষগণ) রেশমী কাপড় পরিধান করবে।

১৩) নর্তকীদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে (বিভিন্ন অনুষ্ঠানে/ক্লাবে/টেলিভিশনে) নাচগান করানো হবে।

১৪) গানবাদ্য করার জন্য হরেক রকম যন্ত্র (তবলা/গিটার/মিউজিক/আধুনিক বেন্ড) আবিস্কার করা হবে।

১৫) উম্মতের সর্বশেষ যমানার লোকজন তাদের পূর্বসূরীদেরকে অভিশাপ দেবে।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে অপর একটি বর্ণনায়-

১৬) দ্বীনের জ্ঞান ছেড়ে দিয়ে অন্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা হবে।

(রাসূল বলেন-) উপরোক্ত বিষয়গুলি যখন দেখতে পাবে, তখন তোমরা লাল বাতাস দ্বারা শাস্তি বা আকৃতি বদলে যাওয়ার শাস্তি বা ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেয়ার শাস্তির অপেক্ষা কর।

চিন্তা করুন- রাসূলে কারীম সা. থেকে বর্ণিত উপরোক্ত ষোলটি বিষয় আমাদের সমাজে প্রকাশ হয়েছে কিনা...!! যদি প্রকাশ হয়ে থাকে, তবে বর্ণিত শাস্তিগুলো সহ্য করার জন্য নিজেদেরকে তৈরী করা উচিত...!! হাদিসে মালে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)কে স্বীয় সম্পদ মনে করার বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং মুজাহিদীনকে এসম্পর্কে সদা সতর্ক থাকতে হবে। আমীরের অনুমতি ব্যতিত গনীমতের মালে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ইবলিস প্রতিটি মানুষকে মানসিকতার দিক থেকে দুর্বল করে দিতে চায়। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত ব্যক্তিদেরকে এবিষয়ে সজাগদৃষ্টি রাখতে হবে। বরং বাইতুল মালের ক্ষেত্রেও কোন প্রকার অনুমতি ব্যতিত নাক না গলানো উচিত। এভাবেই মুজাহিদীনকে শয়তানের সকল প্রকার ধোকা থেকে বেঁচে থেকে তাদের জিহাদকে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। অন্যথায়... কত লোকই আছে যারা বৎসরের পর বৎসর জিহাদ করে যাচ্ছে, কিন্তু যৎসামান্য মালের মধ্যে খিয়ানত করে তার জিহাদকে নষ্ট করে ফেলছে। সুতরাং এ পথের ভয়াবহতাকেও প্রতিটি মুজাহিদীনের স্মরণ রাখা উচিত।

বর্তমানে ব্যাপকহারে প্রকাশ্যে মদ্যপান করা হচ্ছে। বরং আধুনিকমনা জনদের পক্ষ থেকে আস্তে আস্তে এটাকে ফ্যাশন বলে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এভাবে আমাদরে দেশটিকেও তারা তিউনিশিয়া এবং তুরস্কের মত বানানোর ষড়যন্ত্র করছে, যেখানে মসজিদের গেইটের সামনেই মদের দোকান পাওয়া যায়।

bdcam 2011-03-21 10-13-10-750

মুসলিম বিশ্বের মার্কেটগুলো এভাবেই বিভিন্ন নামে দিনদিন মদের মাধ্যমে সয়লাব হয়ে উঠছে।

যাকাতকে জরিমানা হিসেবে মনে করার বিষয়টি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান যমানার মুসলিম দারিদ্রপীড়িত দেশগুলোর দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলমানদের কেন্দ্রভূমি আরববিশ্ব অর্থনৈতিক দিক থেকে এত শক্তিশালী হওয়ার পরও বিশ্বের মুসলিম জনগণ কেন দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে জীবন পার করছে..!! নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানগুলোর দিকে তাকালেই আপনারা তা অনুধাবন করতে পারবেন :-

আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুসলিম বিশ্বের প্রায় ৩৭% জনগোষ্ঠী দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে। আর এ সংখ্যাটি সারাবিশ্বের জনগোষ্ঠীর দিকে তাকালে প্রায় (৫০,৪০,০০০০০) পঞ্চাশ কোটি চল্লিশ লাখেরও বেশি মানুষ।

গবেষকদের মন্তব্য- সুদানের মত মুসলিম রাষ্ট্রের প্রায় ৯০% মানুষই দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে জীবন পার করছে। আবার এদের মধ্যে প্রায় ৬০% লোকই একেবারে কঠিন আর্থিক অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

অপর মুসলিম রাষ্ট্র মরক্কোর প্রায় (৪,৫০,০০০) চার লাখ পঞ্চাশ হাজার পরিবার ঘরবাড়ী নির্মাণে অক্ষম হয়ে লাকড়ি এবং কাপড় দিয়ে তাবু বানিয়ে জীবনযাপন করছে। এদের মধ্যে শতকরা ২৫% লোকই মরক্কোর রাজধানী “দারুল বাইযা”তে বসবাস করে। অপর সূত্রে জানা গেছে যে, মরক্কোর শতকরা ১৯% জনগোষ্ঠী প্রতিদিন এক ডলারের থেকে আরো কম পূজিঁ দিয়ে তাদের দৈনন্দিন খাবার-দাবার ও প্রয়োজনীতাকে পূরণ করে থাকে।

এদিকে ইন্দোনেশিয়া হচ্ছে সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। জনসংখ্যা প্রায় (২৩,০০০০০০০) তেইশ কোটিরও উপরে। এদের মধ্যে প্রায় (১২,০০০০০০০) বার কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে জীবন যাপন করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর একটি সূত্রমতে- ইউরোপের বাজারগুলোতে আরববিশ্ব থেকে রপ্তানীকৃত পণ্যদ্রব্যগুলোর মূল্য প্রায় (৬৫০,০০০০০০০০০) সাড়ে ছয়শত বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আর আমেরিকার বাজারগুলোতে আরববিশ্বের পণ্যদ্রব্যগুলোর মূল্য প্রায় (৯৭৫,০০০০০০০০০) নয়শত পঁচাত্তর বিলিয়ন ডলার।

যাকাত উসূলের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন যে, উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী আরববিশ্বের বাৎসরিক যাকাতের পরিমাণ হয় (৫৬,০০০০০০০০০) ছাপ্পান্ন বিলিয়ন ডলার।

এখন আপনি চিন্তা করুন যে, এ বিশাল পরিমাণ যাকাতের মূল্যটুকু যদি মুসলিম দারিদ্রপীড়ীত দেশগুলোর মধ্যে পৌছে দেয়া হত, তাহলে কি বিশ্বের কোন মুসলমান অভাবের মধ্যে থাকত...??!!

এরপরও কেন মুসলমানদের এ দুর্গতি...?? নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পড়লেই এর উত্তর পেয়ে যাবেন :-

বিগত এক বৎসরে শুধুমাত্র সংযুক্ত আরব আমিরাতেই প্রায় পয়তাল্লিশটি নতুন অত্যাধুনিক আবাসিক

হোটেল তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারগণ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও বহুল পরিমাণ পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণার্থে আরো কিছু সর্বাধুনিক মিলনায়তন (নাট্যমঞ্চ/নাচগানের ক্লাব) ও মদ উৎপাদনের বিশাল বিশাল কয়েকটি কোম্পানী তৈরীর উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

দুবাই'য়ের (আরব আমিরাতের শহর) একটি গবেষনামূলক ম্যাগাজিন কর্তৃক প্রচারকৃত তথ্যানুযায়ী জানা গেছে যে, উপসাগরীয় দেশসমূহের (সংযুক্ত আরব আমিরাত, উমান, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, সৌদি আরব) নাগরিকগণ বহির্বিশ্বে ভ্রমণের জন্য প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ডলার ব্যয় করে থাকে, তা সমস্ত ইউরোপের নাগরিকদের খরচের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। মুসলিম প্রধান এছয়টি দেশের বিলাসী জনগণ প্রতি বৎসর (২৭,০০০০০০০০০) প্রায় সাতাইশ বিলিয়ন ডলার শুধুমাত্র বহির্বিশ্বে ভ্রমণ এবং সময় অপচয়ের জন্য ব্যয় করে থাকে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি ফ্যাশন সংস্থা জানিয়েছে যে, বাসর ঘরের একরাত্রির ফুল সজ্জায় তারা প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করে থাকে।

অপর একটি সূত্রমতে- বিগত গ্রীস্মে উপসাগরীয় দেশসমূহের নারীগণ নিজেদের পোশাক ও সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য যে সকল আসবাবপত্র ক্রয় করেছেন, তার মূল্যের পরিমাণ হচ্ছে (৩০,০০০০০০০) ত্রিশ কোটি ডলার। অপর একটি সংবাদ সূত্রমতে- সৌদি আরবে প্রতি বৎসর যে সেন্ট বা সুগন্ধি বিক্রি হয়, তার মূল্যের পরিমাণ হচ্ছে এক বিলিয়ন রিয়াল।

গান আর মিউজিকের জন্য বর্তমানে এতসব যন্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে যে, মনে হয় কেউ এর সংখ্যা নির্ধারণে সক্ষম হবেনা। লক্ষ করুনঃ-

কথা লম্বা করে লাভ নেই। বর্তমান পৃথিবীতে চলমান এসকল পরিস্থিতি সম্পর্কে কমবেশি সবাই জানেন। উপরোক্ত হাদিসে যে সকল বিষয় রাসূলে কারীম সা. বলে গেছেন, এর সবই বর্তমান দুনিয়াতে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

নাচগান ও নর্তকীদের ব্যাপারে হাদিসে যে কথা বলা হয়েছে, বর্তমানে টেলিভিশনের সামনে বসলেই তার সম্পূর্ণ বাস্তবতা লক্ষ করা যায়। কোথাও এরকম মেয়েদের নাচগান-ড্যান্সের অনুষ্ঠান হলে প্রসিদ্ধ টিভি-চ্যানেল কর্তৃক সরাসরি তা প্রচার করা হয়। রং-বেরংয়ের নাচ, গান, ড্যান্স...। আজকাল তো টেলিভিশন নয়; বরং পকেটে রাখা মোবাইল সেটটিতেও গত গান, বাজনা, অডিও, অশ্লিল ভিডিওয়ের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শয়তান মানুষকে এতই পথভ্রষ্ট করার জন্য সচেষ্ট যে, গুনাহ করার জন্য আর দূরে যাওয়ার দরকার নেই। টিভি-চ্যানেল, রেডিওষ্টেশান, পছন্দের কালেকশান, মেয়েদের সাথে আলাপ করার জন্য পছন্দের নাম্বারসমূহ এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার ধ্বনি দিয়ে যে ইন্টারনেট সিষ্টেম সমাজে এসেছে, এটাতো মূলত বিশ্বের সকল অশ্লিলতা, বেহায়াপনা, মানুষরূপী শয়তানের আড্ডাখানা এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করার ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়। আর নিরীহ

মানুষেরাও আজ -কেউ শখে আর কেউ অপরাগ হয়ে- ক্রমে ক্রমে এসবের দিকে ঝুকে পড়ছে। ফলে মুসলমানদের ঘরোয়া ও সামাজিক চেহারা দিনদিন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।

পূর্ববর্তীদেরকে লা'নত করার যে বিষয়টি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তা বর্তমান যমানাতেই ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সৌদি আরবের অনেক উলামায়ে কেরাম হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. কে কাফের বলে আখ্যায়িত করে থাকে (নাঊযুবিল্লাহ)। প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ও বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল বারী"র লেখক আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সম্পর্কে তাদের অনেকেরই মন্তব্য যে, তার আক্বীদা গলদ ছিল। এমনিভাবে মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ও রিয়াযুস সালেহীনের মুসান্নিফ আল্লামা ইমাম নববী রহ. সম্পর্কেও তাদের মন্তব্য যে, আক্বীদা ঠিক ছিলনা। যাদের মাধ্যমে আমরা ইসলাম পেয়েছি, ইসলামকে রক্ষা করার জন্য যারা জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে গেছেন, উম্মতের দরদে এত বিশাল বিশাল গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, যুগে যুগে যারা ইসলামকে বুকে নিয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন, আজ তাদেরকেই কিনা গালী শুনতে হচ্ছে। গালী তো শুনতে হবেই... কারণ, সত্যনবী সত্যায়তি নবী স্বয়ং রাসূলে কারীম সা. এর ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। সুতরাং সদা সচেতন থাকতে হবে যে, সালফে সালেহীন বা পূর্ববর্তী যমানার হকপন্থী উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে যাতে মুখ থেকে কুরুচিসম্পন্ন বা বেয়াদবীমূলক কোন বাক্য না বের হয়ে যায়। অন্যথায় জীবনের সকল পুঞ্জিই পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। বরং তাদের জন্য সবসময় দোয়া করতে হবে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনই শিখিয়ে দিচ্ছেন:-

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم. (سورة الحشر)

তাদের জন্য সবসময় এই দোয়া করতে হবে যে, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন, তাদেরকে মাফ করে দাও! তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিওনা। হে আল্লাহ! তুমি তো পরমকরুণাময় ও দয়ালু প্রভূ!!!"

সর্বশেষ যে কথাটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, দ্বীনী শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করা হবে। আমাদের বর্তমান সমাজে কয়জন দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত পাওয়া যাবে ?? কতজন আলেম খুজে বের করা যাবে..?!! আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে আমরা যে স্কুলে বা কলেজে পড়াই, তাতে ধর্মীয় শিক্ষা কি পরিমাণ বিদ্যমান রয়েছে!! আমাদের মুসলিম সমাজে এমন বহু মানুষ রয়েছে, যারা ইসলাম কাকে বলে.. বলতে পারবেনা। ঈমান কোন জিনিসের নাম... বলতে পারবেনা। ইসলামের স্তম্ভ কয়টি... কালেমা কাকে বলে.... "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বাক্যটির অর্থ কি...!! এর কিছুই তারা জানেনা। অথচ তারাই দেশের বড় বড় ইউনিভার্সিটি ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। এদেরকেই আমরা সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বলে আখ্যায়িত করে থাকি। রাসূলে কারীম সা. ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন-

يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ

অর্থাৎ বলা হবে যে, "লোকটি কতইনা ভাল! কতইনা ভদ্র! কতইনা শিক্ষিত বা জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী! অথচ তার অন্তরে বিন্দুমাত্রও ঈমান বিদ্যমান নেই।" (হাদিসের এ অংশটি হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত একটি লম্বা হাদিস থেকে নেয়া, যা বুখারী শরীফের ৬৬৭৫ ও মুসলিম শরীফের ৩৮৪ নং হাদিসে বর্ণিত হয়েছে)

পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতিদের পদাংক অনুসরণ...

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتتبعن

سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في حجر ضب لاتبعتموهم ، قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى..؟ قال: فمن...!! (صحيح البخاري: ج:3ص: 1274 ، مسلم: ج:4ص:2054 ، صحيح ابن حبان:ج:15ص:195)

অনুবাদ- হযরত আবূ সাঈদ খূদরী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন যে, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী যমানার লোকদের পদাংক অনুসরণ করবে সমান সমান ভাবে...(উদাহরণ স্বরূপ বলেন- একহাত একহাত এবং একবিঘা একবিঘা করে । এমনকি যদি তারা কোন গুইসাঁপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাদের অনুসরণার্থে সেখানে প্রবেশ করবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তী লোকদের বলতে আপনি কি পথভ্রষ্ট ইহুদী আর খৃষ্টানদের বুঝাচ্ছেন ? উত্তরে রাসূল বলেন- তা না হলে আর কারা...!!! (অর্থাৎ তারাই উদ্দেশ্য)

বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে বেশিরভাগ ঐ সকল দোষ বা ত্রুটিই পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যিনা-ব্যাবিচার, মদ্যপান, জোয়া, বেঈমানী, অন্যায়ভাবে হত্যা, আল্লাহর কালামে বিকৃতি সাধন, নবী করীম সা.এর জীবনেতিহাস ও শিক্ষাদিক্ষাকে ভিন্নধাচে বিশ্লেষণ, ইহুদীদের মত ধর্মের ঐ সকল বিষয়ে শুধু আমল করা যা মনের অনুকুলে হয়, আর যে গুলিকে কঠিন মনে করা হয় সেগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করে দেয়া, এতিম-বিধবাদের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলা, নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে বা শিল্পপতি লোকদের থেকে পয়সা অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের মনমত ব্যাখ্যা করা... ইত্যাদি ইত্যাদি।

মসজিদগুলোকে সুসজ্জিত করা...

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. (صحيح ابن خزيمة:ج:2ص:282، صحيح ابن حبان:ج:4ص:493)

অনুবাদ- হযরত আনাছ বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন যে, কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না লোকেরা মসজিদগুলো নিয়ে পারস্পরিক অহংকারের প্রতিযোগীতা শুরু করে।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, লোকেরা মসজিদে আসার সময় এমনভাবে আসবে যে, একজন আরেকজনকে স্বীয় ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি দেখানো উদ্দেশ্য হবে। পাশাপাশি মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও একজন আরেকজনকে দেখানো উদ্দেশ্য হবে যে, কার মসজিদটি বেশি বড় ও বেশি সুন্দর। প্রতিটি এলাকার লোকজন পাশের এলাকার তুলনায় অধিক সৌন্দর্যমন্ডিত মসজিদ বানাতে চেষ্টা করবে।

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إذا زخرفتم مساجدكم ، وحليتم مصاحفكم ، فالدمار عليكم.

(رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي الدرداء ، ووقفه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في المصاحف عن أبي الدرداء)-كشف الخفاء :ج:1ص:95

অনুবাদ- হযরত আবূ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন তোমরা মসজিদগুলোকে কারুকার্যমন্ডিত করবে এবং কোরআনে কারীমকে সুসজ্জিত করবে, তখন তোমাদের অবনতি এবং ধ্বংস অনিবার্য হবে।

عن بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ما كثرت ذنوب قوم إلا زخرفت مساجدها ، وما زخرفت مساجدها إلا عند خروج الدجال. فيه إسحاق الكعبي وليث بن أبي سليم ، وهما ضعيفان (السنن الواردة في

الفتن، ج:4ص:819)

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন কোন জাতির অপরাধ বেড়ে যায়, তখন তাদের মসজিদগুলো অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর করে বানানো হয়। আর মসজিদগুলোকে একমাত্র দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের সময়ই সৌন্দর্যমন্ডিত করে বানানো হবে।

আরব বিশ্বের কয়েকটি মসজিদের চিত্র

ইবনে আব্বাস রা. ঠিকই বলেছেন...। অন্যের দাসত্বে পড়ে তাদের চিন্তাচেতনাও পর্যন্ত বিকৃত হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে কোন এলাকায় যদি সুন্দর মসজিদ না পাওয়া যায়, তাহলে মনে করা হয় যে, আল্লাহ তা'লার সাথে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। পক্ষান্তরে যে সকল এলাকায় সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, ঐ এলাকার লোকদেরকে বলা হয় যে তারাই দ্বীনদার এবং খোদাভীরু। কিন্তু একথা তো কারো জানা নেই যে, আল্লাহ পাকের কাছে কে সবচে' বেশী খেদাভীরু ও মর্যাদাবান।

যদি কোন খোদাভক্ত লোক এসকল হাদিসকে প্র্যাকটিক্যালভাবে যাচাই করতে চান, তারা যেন কিছুদিন গ্রামের সাধারণ মসজিদগুলোতে নামায পড়ে দেখেন। অবশ্যই তিনি সেখানে সেজদার মধুরতা অনুভব করতে পারবেন।

عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ، ولا من القرآن إلا رسمه ، يعمرون مساجدهم وهي من ذكر الله خراب ، شر أهل ذلك الزمان علماءهم ، منهم

تخرج الفتنة وإليهم تعود. (تفسير قرطبي،ج:12 ص:280)

অনুবাদ- হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, অচিরেই মানুষের উপর এমন সময় আসবে, যেসময় ইসলামের নামটি ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকবেনা (শুধু নামে থাকবে, কোন ক্ষেত্রেই এর বাস্তবায়ন হবেনা)। কোরআনের শুধু হরফ বাকী থাকবে (বিধানগুলো বাস্তবায়ন করা হবেনা)। তখন লোকেরা মসজিদ নির্মাণ করবে, কিন্তু মসজিদগুলো আল্লাহর স্মরণ থেকে খালী থাকবে। ঐ সময়ের সর্বনিকৃষ্ট লোক হবে আলেম সম্প্রদায়। কারণ, তাদের থেকেই ফেতনার সূচনা হবে এবং তাদের কাছেই তা ফিরে আসবে।

যদিও বর্তমান সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা এক বিলিয়ন চল্লিশ কোটিরও উপরে। কিন্তু ইসলামের অবস্থা কি...!! অসংখ্য মুসলিম রাষ্ট্র বিদ্যমান, কিন্তু কোথাও কোরআনের শাসন প্রতিষ্ঠিত নেই। মুখের মাধ্যমে তো কালেমা উচ্চারিত হচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই-আল্লাহ ছাড়া কাউকে বিচারক মানা যাবেনা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে, আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে অজস্র মা'বূদ (বিচারক) বানিয়ে রাখা হয়েছে। সেজদায় পড়ে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষনা করার মত লোক তো অনেক আছে, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে- আল্লাহর নাযিলকৃত পরিপূর্ণ শাসনব্যবস্থাকে তারা গণতান্ত্রিক কুফুরী শাসনব্যবস্থার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। পবিত্র যে কালেমা মুসলমানগণ পড়ে থাকে, সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা'লার সাথে একটি প্রতিশ্রুতি যে, আল্লাহ তা'লা ছাড়া প্রতিটি শক্তি, প্রতিটি বিধান এবং প্রতিটি কুফুরীকে অস্বীকার করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা। প্রকাশ্যে মুখে মুখে বা স্বীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে ঐ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করে যাওয়া। কিন্তু আজকালের মুসলমান আল্লাহ তা'লাকেও সন্তুষ্ট রাখতে চায়, পাশাপাশি কুফুরীকেও অসন্তুষ্ট করতে চায়না। কোরআনে কারীমে এ সকল ব্যক্তিদের পরিচয় এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر.

অর্থাৎ এ পথভ্রষ্টতা এজন্য যে, তারা ঐ সকল কাফেরদের (যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কোরআনকে অস্বীকার করেছে) তাদেরকে বলে দিয়েছে যে, আমরা কিছু কিছু বিষয়ে তোমাদেরই অনুসরণ করব (অর্থাৎ কোরআনের সকল বিধান আমরা মেনে নেবনা, বরং তোমাদের থেকেও কিছু কিছু মানব)।

উপরোক্ত হাদিসে উল্লেখিত আলেম সম্প্রদায় বলতে পথভ্রষ্ট আলেম সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। পথভ্রষ্ট আলেমদের ব্যাপারে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন- যদি পথভ্রষ্ট আলেমদের পরিচয় জানতে চাও, তবে বনী ইসরাঈলের উলামায়ে ছু' (পথভ্রষ্ট)দেরকে দেখে নাও। (আলফাউযুল কাবীর)

সুদী কারবারী ব্যাপক হয়ে যাওয়া...

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا ، قال: قيل له: الناس كلهم ؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره. (أبو داود، ج:3ص:243 ، مسند أحمد، ج:2ص:494، مسند أبي يعلى ج: 11 ص:106)

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন যে, মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে- যখন তারা ব্যাপকহারে সুদ খাওয়া শুরু করবে। প্রশ্ন করা হল যে- সবাই কি ?? বললেন- যে সুদ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে, সুদের ধুলাবালী (বাতাস) হলেও তার গায়ে লাগবে।

হাদিসটি বর্তমান যুগের সাথে কতইনা মানানসই। বর্তমান সময়ে যদি কেউ সুদ থেকে বাঁচার চেষ্টাও করে, তবে তার গায়ে সুদের বাতাস হলেও লাগে। পাশাপাশি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের ব্যবহার করে সুদী কারবারীগুলোতে ইসলামী লেবেল লাগিয়ে উম্মতকে সুদ খাওয়ানোর অপচেষ্টা করা হচ্ছে।

মুনাফিক ব্যক্তিও কোরআন পড়বে...

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على أمتي زمان تكثر فيه القراء وتقل الفقهاء ، ويقبض العلم ويكثر الهرج ، قالوا وما الهرج يا رسول الله ؟ قال: القتل بينكم ، ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم ، ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمنَ بمثل ما يقول. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي رحمه الله. (المستدرك على الصحيحين، ج:4ص:504)

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, যে নবী করীম সা. এরশাদ করেন- আমার উম্মতের উপর এমন এক যমানা আসবে, যখন ক্বারীদের সংখ্যা বেশি এবং দ্বীনের প্রকৃত বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যা কমে যাবে। দ্বীনের জ্ঞানকে উঠিয়ে নেয়া হবে এবং ফ্যাসাদ অত্যাধিক বেড়ে যাবে। প্রশ্ন করা হল- কি রকম ফ্যাসাদ হে আল্লাহর রাসূল ?? উত্তরে বললেন- তোমাদের পরস্পরিক খুন-খারাবী বেড়ে যাবে। এরপর এমন এক যমানা আসবে যে, মানুষেরা কোরআন পড়বে, কিন্তু কোরআনের আয়াত (এর বাস্তবায়ন) তাদের গলার নিচে নামবেনা। এরপর এমন এক যমানা আসবে যে- কাফের, মুনাফেক ও মুশরিক দ্বীনের ব্যাপারে মুমিনদের সাথে তর্কবিতর্ক করবে।

বর্তমান সময়ে চারিদিকে তো অসংখ্য শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সাবজেক্টে ডিগ্রী ও মাষ্টার্স কমপ্লেট করা। কিন্তু দ্বীনের প্রকৃত বোধসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কম। আমাদের পুর্ববর্তী সালফে সালেহীনের যে বৈশিষ্ট ছিল যে, হাজারো পর্দার আড়ালে থাকলেও বাতিলকে তারা ঠিকই চিনে ফেলত- এমন বৈশিষ্টের অধিকারী নজরে পড়েনা। কোরআনের বোঝ এবং কোরআনের এলেমসম্পন্ন শিক্ষিত শ্রেণী আজ অদৃশ্য। অথচ সর্বপ্রকার জ্ঞানই আজ যথেষ্ট গুরুত্ব ও মনযোগ সহকারে পড়ানো হচ্ছে। তথ্য ও বিদ্যার সাগর পাওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞানের কোন পাত্তা নেই।

হযরত আবূ আমের আশআরী রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. বলেন- উম্মাতের উপর সবচে' বেশি যে বিষয়টি নিয়ে আমি শঙ্কিত, সেটি হচ্ছে- তাদের জন্য সম্পদকে অধিকহারে বাড়িয়ে দেয়া হবে। যারফলে একে অপরকে হিংসার চোখে দেখবে, পরস্পরে লড়াইয়ে মেতে উঠবে। কোরআন পাঠ করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। ফলে দ্বীনদার, ফাসেক, পাপিষ্ঠ এবং মুনাফিক সকলেই কোরআন পড়বে। মুনাফিক ও পাপিষ্ঠরা কোরআনের অপব্যাখ্যা ও ফেতনা ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মুমিনদের সাথে ঝগড়া (বাকবিতন্ডা) করবে। অথচ আল্লাহ পাক ছাড়া এর সঠিক ব্যাখ্যা ও তাফসীর কেউ জানেনা (অর্থাৎ ঐ সকল আয়াত, যেগুলোর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই জানা) তখন গভীর জ্ঞানের অধিকারীগণ (ঐ সকল আয়াতের ব্যাপারে) বলবে যে, আমরা এগুলোর উপর ঈমান আনলাম। (الأحاديث المثاني ، ج:4ص: 435)

বর্তমান যমানায় উম্মত ধন-সম্পদের ফেতনায় নিমজ্জিত। আরববিশ্ব তো বর্তমানে বিশ্বের ধনি দেশগুলোকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করে চলেছে। ফলে সেখান থেকে সকল প্রকার ফেতনার জন্ম হচ্ছে। কোরআন পড়া এখন এতই সহজ হয়েছে যে, বর্তমানে বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলেও আরবী মূললিপি সহ ইংলিশধাচে আয়াতগুলোকে পেশ করা হচ্ছে। এভাবে যদি কেও আরবীতে না পড়তে পারে, তবে নিচে ইংলিশ লেখা দেখে দেখে সহজেই কোরআনে কারীম পড়তে পারছে। মুনাফিক, ফাসিক, পাপিষ্ঠ সকলকেই আজ কোরআন পড়তে দেখা যায়- বরং অনেককে তো ন্যুনতম জ্ঞান ছাড়াই এতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে দেখা যায়। তুরস্ক, মিসর, তিউনিশিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের পর এখন আমাদের দেশেও ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ কোরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছে যাদের কাছে আরবী "আলিফ" অক্ষরটির পরিচয়ও পর্যন্ত নেই। তারা হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তি, যারা একদিকে ফিল্ম এবং ড্রামায় কাজ করে উম্মতকে নির্লজ্জতার শিক্ষা দিচ্ছে, আর অপরদিকে আল্লাহর নাযিলকৃত ঐ সকল আয়াত নিয়ে অপব্যাখ্যা প্রচার করছে,

যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকের কাছেই বিদ্যমান।

সর্বপ্রথম মুসলমানদের খেলাফত তথা শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবে...

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة ، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها ، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. (شعب الإيمان،ج:4ص:326 ، المعجم الكبير ج:8ص:98 ، موارد الظمآن ج:1ص:87)

অনুবাদ- আবূ উমামা বাহেলী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- ইসলামের ভিত্তিগুলো অবশ্যই এক এক করে ভেঙ্গে পড়বে। যখনই একটি খুটি ভাঙ্গবে, তখনই লোকেরা পরের খুটিতে ধরে ফেলবে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম যেটি ভাঙ্গা হবে, সেটি হচ্ছে শাসনব্যবস্থা। আর সর্বশেষটি হচ্ছে নামাজ।

অর্থাৎ মানুষেরা সর্বপ্রথম যে বিষয়টিকে ছেড়ে দেবে, সেটি হচ্ছে ইসলামী শাসনব্যবস্থা। অন্য বর্ণনায় সর্বপ্রথম ভেঙ্গে পড়া বিষয়টি হবে “আমানত”। শরীয়তের পরিভাষায় “আমানত” শব্দটি বহুল অর্থবাহক। যেমনটি কোরআনে কারীম বর্ণিত হয়েছে-

إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها

অর্থাৎ "আমি আমানতকে যমিন, আসমান এবং পাহাড়ের কাছে পেশ করেছি, আর তারা দায়িত্বের সঠিক ব্যবহার করতে পারবেনা ভয়ে তা বহন করতে অপরাগতা প্রকাশ করেছে"। প্রখ্যাত মুফাছ্ছির হযরত কাতাদাহ রা. "আমানত" শব্দের ব্যাখ্যায় الدين والفرائض والحدود এনেছেন। অর্থাৎ মানুষের হক, মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদ বন্টনব্যবস্থা এবং আল্লাহর দেয়া পূর্ণ ইসলামী শাসনব্যবস্থাই হচ্ছে "আমানত"এর সারমর্ম। সুতরাং সর্বপ্রথম যে বিষয়টি মুসলমানদের সামাজিক পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাবে, সেটি ইসলামী শাসনব্যবস্থা। আর সর্বশেষ যেটি হারাবে, সেটি হচ্ছে নামাজ।

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ অস্বীকার...

عن ابن عباس رضي الله عنه : خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم ، ويكذبون بالدجال ، ويكذبون بعذاب القبر ، ويكونون بالشفاعة ، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. (فتح الباري،ج:11ص:426)

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, একদা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জনসমক্ষে ভাষন দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বলতে লাগলেন- অচিরেই এই উম্মতের মধ্যে একদল লোকের জন্ম হবে, যারা “রজম” (যিনার শাস্তিস্বরূপ পাথর মেরে হত্যা করা)কে অস্বীকার করবে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশকে অস্বীকার করবে, হাশরের ময়দানের সুপারিশকে অস্বীকার করবে এবং এমন লোকদের (অপরাধী মুসলমানদের) ব্যাপারে অস্বীকার করবে, যাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও যদি "রজম" বাস্তবায়ন করে ফেলা হয়, তবে সারাবিশ্বের মিডিয়া তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে দেয়। "রজম" তো অনেক দূরের কথা; এমনকি যিনার অপরাধের কারণে কোথাও যদি কোন ছেলে বা মেয়েকে গ্রামের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তে বেত্রাঘাত করা হয়, পরের দিন দেখবেন- পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে ছাপা হয়ে গেছে (সুযোগ পেলে ছবিও সংযোজন করে দেবে) যে, বর্তমান আধুনিক যুগেও ফতোয়াবাজীর আশ্রয় নিয়ে অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে এভাবে নির্মমভাবে প্রকাশ্যে

নির্যাতন করা হচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান সত্তেও নারী ও শিশুদেরকে আজও দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে। ইসলামের বিধানগুলো নিয়ে মিডিয়া আজ এভাবেই খেল-তামাশায় মেতে উঠছে। বিষয়গুলোকে এভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যে, পড়ামাত্রই পাঠকবর্গ এটাকে অমানবিক বলে মেনে নিচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে আমাদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার অভাব। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিশ্ব ইহুদী মিডিয়া মুসলমানদেরকে আজ যেদিকেই চাইছে, সেদিকেই গাঁধার ন্যায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ইহুদীদের টাকায় লালিত এনজিও গোষ্ঠী তাদের গুরুজনদের ইশারায় প্রতিদিন ইসলামের নিয়ম-কানূনগুলো নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে। মধ্যযুগীয় পুরাতন ব্যাপার বলে ইসলামের নাম-নিশানাকে বাতাসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টার করছে।

বর্তমান সময়ে অর্ডিনেন্সের আলোচনা চারিদিকে শুনা যায়। মিডিয়াকে ব্যবহার করে একে এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যে, মনে হয় এটি একটি মানুষের তৈরী ব্যবস্থা। এমনিভাবে কতিপয় আরব দার্শনিকদের পক্ষ থেকে রজম ও অন্যান্য ইসলামী কানূনগুলোকে বর্তমান যুগে (নাঊযুবিল্লাহ) অচল এবং (Old Fashioned) পুরাতন ফ্যাশান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পাশাপাশি দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ অস্বীকারকারী ব্যক্তিবর্গও বর্তমান যমানায় বিদ্যমান। সামনের আগত দিনগুলিতে এটিকে একটি মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় বানিয়ে উম্মতকে পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা করা হবে।

আমাদের মধ্যে এমনিতেই ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের প্রচন্ড অভাব। শতে একজন পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং এহেন ফেতনার যমানায় সকল জ্ঞানবান ও শিক্ষার্থীদেরকে নবী করীম সা.এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর উপর সুগভীর গবেষণা করে উম্মতকে এসম্পর্কে অবগত করতে হবে। নিজের ও জাতির ঈমান রক্ষার্থে আপনাকেই এগিয়ে আসতে হবে। এখানে যৎসামান্য অলসতার পরিচয় দিলে সামনের পরিস্থিতিতে জাতিকে রক্ষা তো দূরের কথা; নিজের ঈমান রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। (আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন...)

উলামাদের ব্যাপকভাবে হত্যা...

حدثنا ابن عفان قال حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا سعيد قال حدثنا نصر قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عمن حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليأتين على العلماء زمان يقتلون فيه كما يقتل اللصوص فيا ليت العلماء يومئذ تحامقوا. (رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن،ج:3ص:661) ضعيف ، في سنده الوضين بن عطاء وهو خزاعي صدوق سيئ الحفظ (التقريب ، ج:2 ص:331 ، والميزان،ج:4ص:334)

অনুবাদ- রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- উলামাদের উপর অবশ্যই এমন সময় আসবে, যখন তাদেরকে চুর-ডাকাতের ন্যায় নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। হায়! ঐ সময় যদি উলামাগণ মনের ইচ্ছাতেই বোকা বনে যেত।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত- অবশ্যই উলামাদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন মৃত্যু তাদের কাছে লাল স্বর্ণ থেকেও বেশি প্রিয় হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে কেহ আপন ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতে থাকবে- হায়! আমি যদি তার স্থানে (মৃতাবস্থায় কবরে) থাকতাম! (مستدرك حاكم:8581)

হাকিম রহ. বর্ণনাটিকে শায়খাইনের শর্তে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী রহ.ও উনার সাথে একমত পোষন করেছেন।

বর্তমান সময়ে কতইনা নির্মমভাবে ঐ সকল মহামনীষীদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, যারা বিশ্বকে জুলুম-অত্যাচার এবং ফেতনা ফ্যাসাদ থেকে মুক্ত করার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যাদের সারাটি জীবনই মানবতার মুক্তির চিন্তার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। আল্লাহর যমিনকে মানবতার চিরশত্রুদের অনিষ্টতা থেকে পবিত্র করাই যাদের একমাত্র মিশন হয়। মনুষ্যত্ব পেরেশান হয়ে রয়েছে, বিবেক-বুদ্ধি লুপ পেয়ে গেছে, জ্ঞানের উচুমিনার সমূহ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে যে, তাহলে উম্মতের এ মহান স্তরের লোকদের সাথে কারো কি শত্রুতা থাকতে পারে...!!?? যাদেরকে বিশ্বময় হক-বাতিল, মঙ্গল-অমঙ্গল, জুলুম-ইনসাফের মাঝে শক্তির পাল্লায় অনেক ভারী মনে হয়। যদি স্তরটির অস্তিত্ব না থাকে, তবে পৃথিবীর প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে যাবে। যমিন-আসমানে শক্তির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। সকল অনিষ্ট শক্তি বিশ্বকে এক মহা অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে। মানবতা শয়তানের দাসে পরিণত হয়ে যাবে।

উম্মতের উলামাদেরকে হত্যা করার বিষয়টিকে সকলেই স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করে থাকে। হায়..! নবী করীম সা. এর উত্তরাধীকারীগণ যদি বিষয়টিকে হাদিসের আলোকে যাচাই করত। বর্তমান সময়ে যেখানে সমস্ত বাতিলশক্তি হক্কের মুকাবেলায় সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের ঘোষনা করেছে। ইবলিস বিশ্বজুড়ে প্রকাশ্যে উলঙ্গ নেচেগেয়ে উল্লাস করতে চাইছে। আল্লাহ তা'লার গোলামী থেকে মানুষকে বের করে দাজ্জালী ও ইহুদীদের তৈরী ওয়ার্ল্ড অর্ডার অধিপতিদের গোলামীতে আবদ্ধ করতে চাইছে। তাহলে ইবলিসের ইশারা ও পরামর্শে চালিত ব্যক্তিবর্গ ঐ সকল সত্যের নিশানতুল্য এবং মহাসম্ভাবনাময় ব্যক্তিদেরকে কিভাবে সহ্য করে নেবে..??!! যাদের সামান্য ইশারা এবং কলমের অল্প খুচাতেই দাজ্জালের শক্ত প্রাচীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। ঐ সকল পবিত্র আত্মার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ- যারা সকল অনিষ্ট শক্তির মহাক্ষমতাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং বর্তমান যুগেও কালেমায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"এর সেই সারমর্ম বর্ণনা করে যাচ্ছে, যার সূচনা আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে সাফা পর্বতের গোহায় হয়েছিল। তো তাদের বর্তমানে দাজ্জালের সম্মুখ সৈনিক (Advance Force) কি করে শান্তিতে ঘুমাতে পারে..!!??

উলামায়ে হককে হত্যা করার জন্য ইহুদীদের গোপন সংগঠন "ফ্রীমেসন" বহু পূর্বে থেকেই তৎপর রয়েছে। আমাদের একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় যে, অমুক হত্যাকান্ডটি কে ঘটিয়েছে..! বরং সামনের আগত দিনগুলিতে কথাগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ঐ সকল হকপন্থী উলামায়ে কেরাম জীবিত থাকলে "ফ্রীমেসন" তার কার্যকলাপকে অবশ্যই আগে বাড়িয়ে নিতে পারতনা।

মাওলানা আ'জম তারেক শহীদ রহ., মুফতী নেযামুদ্দীন শামযাঈ শহীদ রহ., মুফতী জামীল খান শহীদ রহ., মাওলানা নযীর তিউনিশী শহীদ রহ. এবং মুফতী আতিকুর রহমান শহীদ রহ... এসকল মনীষীদের শাহাদতের ব্যাপারে শপথ করেই বলা যেতে পারে যে, উনারা যে পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগুচ্ছিলেন, তা বিশ্ব ইহুদী শক্তির জন্য অস্বস্তিকর এবং তাদের অস্তিত্বের জন্য বিরাট হুমকি ছিল। সুতরাং এসকল ব্যক্তিদের শাহাদতের ক্ষেত্রে সংগঠনভিত্তিক কোন মতামত পেশ করা উপরন্তু তাদের দ্বীনী খেদমতগুলো খাটো করার শামিল। যাদের মিশন বড় হয়, তাদের শত্রুও বড় ও শক্তিশালী হয়।

মহামারী...

হযরত আনাছ বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- রোগব্যাধী অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি লোকেরা একে মহামারী বলে মনে করতে থাকবে (দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণে)।(مصنف عبد الرزاق،ج:3ص:597)

কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন-

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس

অর্থাৎ মানুষের অর্জিত গোনাহের ফলে জলে-স্থলে ফ্যাসাদ (বিশৃঙ্খলা) ছড়িয়ে পড়েছে।

হতে পারে যে, মানবতার শত্রুদের পক্ষ থেকে মানুষের উপর এমন সব ভাইরাস (জীবাণু) ছড়িয়ে দেয়া হবে, যা মহামারীর আকার ধারণ করবে। অথবা এখন থেকেই মানুষকে/শিশুদেরকে এমনসব ভ্যাক্সিন বা পোলিও টীকা জোরপূর্বকভাবে খাওয়ানো হবে, যা পরবর্তীতে ঐসকল মরণব্যাধির আকার ধারণ করবে। বর্তমান সময়ে এমন সব মেশিন তৈরী করা হয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে মহাশূন্যে বিদ্যমান বিভিন্ন জীবাণুকে একত্রিত করে জৈবাণিক অস্ত্র বানানো সম্ভব। এগুলির মাধ্যমে মানুষের মাঝে দ্রুত রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।

সুতরাং যদি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে আন্তর্জাতিক ইহুদী সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য হস্তান্তর করা হয়, তবে প্রথমে একে নিজেদের গবেষণাগারগুলোতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপরই জনগণ পর্যন্ত পৌছানো উচিত। পাশাপাশি ফর্মুলা লেখা নেই এমন ঔষধ কখনোই গ্রহণ না করা উচিত।

পোলিও ভ্যাক্সিনের বিষয়টি যেভাবে ব্যাপকহারে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে পৌছে দেয়া হচ্ছে... এ ব্যাপারে সরকারী কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক নজরদারী করা উচিত। কেননা এর ফর্মুলা সম্পর্কে কারোরই জানা নেই। যেহেতু অজানা ভ্যাক্সিনগুলোর সংবাদ পত্র-পত্রিকায় আসছে, যেগুলোর মাধ্যমে পোলিওর ব্যাধি বেড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি ব্রিটেন এবং যৌথরাষ্ট্রভিত্তিক বৈজ্ঞানিকদের পক্ষ থেকে গবেষণান্তে পোলিওর ফোটাকে এইডস, হাড্ডির ক্যান্সার, যৌন দুর্বলতা এবং অগণিত ধ্বংসাত্মক রোগের মৌলিক উপকরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ জাতিয় বস্তু সামনে আসলে সাথে সাথে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা চাই।

দ্রুত গতিতে সময় পার...

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্নিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না কাল পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অতিবাহিত হতে থাকবে। যারফলে এক বৎসর এক মাসের সমান, এক মাস এক সপ্তাহের সমান, এক সপ্তাহ এক দিনের সমান, একদিন একঘন্টার সমান, এবং এক ঘন্টা খেজুরের পাতা ঝড়ে যাওয়ার মত মনে হবে। (ابن حبان، ج:15ص:256)

সময়ের বরকত হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি আজকাল সবাই অনুভব করতে পারেন যে, কত দ্রুতগতিতে সপ্তাহ-মাস আর বৎসরগুলো পার হয়ে যাচ্ছে। রূহানিয়্যত থেকে গাফেল ব্যক্তিবর্গ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, সময়ে বরকত দ্বারা কি উদ্দেশ্য ?? কেননা, পূর্বের মত এখনও চব্বিশ ঘন্টায় এক দিবস হয়..??!! সাত দিনে এক সপ্তাহ হয়...??!!

সময়ের বরকত হওয়ার দ্বারা কি উদ্দেশ্য- তা বুঝতে হলে আপনি সারাদিনের কাজগুলো সকালে ফজরের নামাজের পর করে দেখুন। তাহলেই বুঝে আসবে যে, যেই কাজের মধ্যে আপনি সারাদিন ব্যায় করে ফেলতেন, এসময় অতি অল্পক্ষণের মধ্যে তা আপনি শেষ করে ফেলেছেন।

চাঁদে অস্বাভাবিক পরিবর্তন...

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ، وأن يرى الهلال لليلة ، فيقال: هو ابن ليلتين. (المعجم الصغير:ج:2ص:115)

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শনসমূহের একটি হচ্ছে চাঁদ মোটা ও প্রশস্ত হয়ে যাওয়া। মানুষ প্রথম তারিখের চাঁদকে দেখে বলতে থাকবে যে, আরে.. এটিতো দ্বিতীয় তারিখের চাঁদ।

উলামায়ে কেরামের জন্য হাদিসটিতে বহু চিন্তা গবেষনার বিষয় রয়েছে। বর্তমানে চাঁদ নিয়ে যে মতানৈক্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তা নিঃশেষ করে দেয়া চাই।

আধুনিক যুগের অত্যাধুনিক টেকনোলোজী...

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ، لا تقوم الساعةُ حتى تكلم السباعُ الإنسَ ، وحتى تكلم الرجلَ عذبةُ سوطه وشراكُ نعله ، وتخبره فخذُه بما أحدث أهلُه من بعده. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي (مستدرك حاكم،ج:4ص:515 ، والترمذي-2108)

অনুবাদ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত..! কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না হিংস্র প্রাণীরা মানুষের সাথে কথা বলতে থাকবে। যতক্ষণ না চাবুকের অগ্রভাগ ও জুতার ফিতা- মালিকের সাথে কথা বলতে থাকবে। উড্ডুর পেশি মানুষকে সংবাদ দেবে যে, তার অনুপস্থিতিতে পরিবারের সদস্যরা কি কাজে লিপ্ত হয়েছে..।

ইমাম হাকিম রহ. হাদিসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ.ও উনার সাথে একমত পোষন করেছেন। পাশাপাশি তিরমিযী শরীফের বর্ণনাটিকেও নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. সহীহ বলেছেন।

সমগ্র জগতের দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর উপর, যিনি সার্বিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে উম্মতকে সর্ববিষয়ে অবগত করে গেছেন। বর্ণনাটিকে রাসূলের মু'জেযা হিসেবে ধরা যেতে পারে যে, এমন এক যুগে তিনি এর ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, যেখানে অত্যাধুনিক টেকনোলোজীর কল্পনাও কারো মনে উদয় হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ইলেক্ট্রনিক চিপ (Electronic Chip)এর বর্তমান এই যুগটি ঠিকই রাসূলে কারীম সা.এর বর্ণনাটিকে চিৎকার করে সত্যায়ন করে যাচ্ছে। উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে এমনসব চীপ তৈরী করা হয়েছে; বরং ব্যবহারও হচ্ছে যে, চীপটি কোথাও স্থাপন করলে দূরে বসে থাকা কোন মানুষ তার সকল কথাবার্তা শুনতে পারবে, ইচ্ছা করলে তা দেখতেও পারবে। তাছাড়া ঐ চীপের অভ্যন্তরে থাকা মেমরীকে যদি কম্পিউটারে লাগিয়ে সকল ডাটা ডাউনলোড করা হয়, তবে সবকিছু জেনে নেয়া যাবে যে, তার অনুপস্থিতিতে সে কি কি কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমান সময়ে এটাকে কেউ পায়ে কেউ বাহুতে আর কেউ উড্ডুতে স্থাপন করে ব্যবহার করছে।

প্রাণীদের সাথে মানুষের কথা বলার ব্যাপারে যতদূর জানা যায় যে, আপনি শুনে থাকবেন- পশ্চিমা বিশ্বে প্রাণীদের কথা বুঝা এবং তাদের সাথে কথা বলার জন্য নিয়মিত গবেষনা চালু রয়েছে। টেলিভিশনের "ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক" (National Geographic) চ্যানেলে নিয়মিতই তাদের গবেষনা আর ফলাফলগুলো প্রকাশ করা হয়।

স্যাটেলাইট টিভি-চ্যানেল আবিস্কার...

বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে প্রায় তেরহাজার স্যাটেলাইট টিভিষ্টেশন রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে বিশ্বময় ফেতনা আর অশ্লিলতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সর্বপ্রকার ফেতনা সম্পর্কেই হাদিসে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে।

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ليوشكن أن يصيب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي. قال: قيل: وما الفيافي يا أبا عبد الله ؟ قال: الأرض القفر.

হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, অচিরেই আকাশ থেকে অনিষ্টকর বিষয় বর্ষিত হবে

এমনকি তা জনশূন্য সুদূর মরুভূমিতেও গিয়ে পৌঁছবে।

উপরোক্ত হাদিসে السماء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ আকাশ। আর আকাশ বলতে মানুষের মাথার উপর থেকে নিয়ে আসমানের সকল কিছুকেই বুঝায়। বর্তমান স্যাটেলাইট ষ্টেশনও আকাশে স্থাপিত। টেলিভিশন চালু করলে যে সকল দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, সবই ঐ স্যাটেলাইটের কল্যাণে।
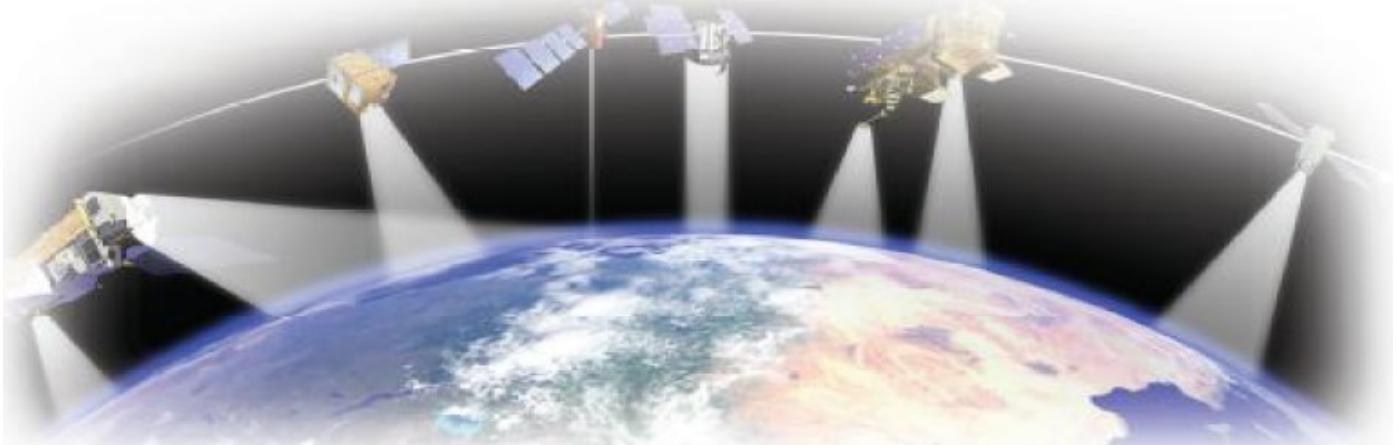
এমনকি নির্জন মরুভূমিতেও বর্তমানে ডিশছাতা বসিয়ে দিলে সহজেই সবকিছু দেখা যাচ্ছে। নিচের ছবিতে..

বর্তমানে কোথাও নিরাপত্তা নেই। যেখানেই যাবেন- অশ্লীলতা আর ফেতনা আপনার পিছু ধাওয়া করবে। আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার ফেতনা থেকে রক্ষা করুন...।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতা-ই মুনাফিক হবে...

عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قوم منافقوهم. (المعجم الأوسط،ج:4ص:355)

অনুবাদ- হযরত আবূ বাকরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক জাতিকে তাদের মুনাফিকেরা নেতৃত্ব দেবে।

রাসূলে কারীম সা. হাদিসটিতে উম্মতের সরলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, তাদের মধ্যে তো কাপুরুষতা, অলসতা এবং ঈমানী দুর্বলতা সৃষ্টিই হবেই। উপরন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মুনাফিক থাকায় জনগণের ঈমানকে তারা কখনোই তাজা হতে দেবেনা।

আজ আমাদের সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দিকে তাকালে এমনই গুনাগুণ দেখতে পাবেন।

সমাজের চেয়ারম্যান, মেম্বার, শাসনকর্তা, নির্বাচিত সংসদ সদস্য সবাই আজ সরলমনা মুসলমানদেরকে একটিচেটিয়া শাসন করে যাচ্ছে। তারা যদি বাস্তবে মুনাফিক নাই হয়ে থাকে, তবে বাংলাদেশের মত গরীব রাষ্ট্রে নির্বাচনের পূর্বে এত কোটি কোটি টাকা খরচ করে মানুষের সেবা করার লোভ করে কেন..??!! বিনা পয়সাতেও তো কেউ গরীব দুঃখী মানুষের সেবা করতে চায়না!! আর মুনাফিকের প্রধান আলামত হচ্ছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। সুতরাং আপনারাই যাচাই করে দেখুন- নির্বাচনের পূর্বে মুখের বড় বড় বুলি দিয়ে, ইশতেহার প্রকাশ করে তারা জনগণের সামনে কতকিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। বাড়ীর দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দোয়া নিয়ে আসে। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হয়ে গেলে পূর্বের সকল প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে নির্বাচনে খরচকৃত টাকা পুণরোদ্ধার, সামনের দিবসগুলির জন্য যথেষ্ট পুঞ্জি মজুদ এবং যেই লোভে সে নির্বাচন করেছিল, সেই লোভ পূরণ করার প্রতি মনোনিবেশ করে। আর আমাদের জনগণও কতইনা সরলমনা!! প্রতিবার নির্বাচনের সময় তারা জানে যে, প্রতিশ্রুতিগুলো সম্পূর্ণ ভুয়া, তারপরও সাময়ীক কিছু টাকা অর্জনের আশায় দলাদলি করে তাদেরকে ভোট দিয়ে থাকে।

মুনাফিকদের ফেতনা...

হযরত আবূ য়াহয়া বলেন- হযরত হুযায়ফা রা. এর কাছে মুনাফিকদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় (মুনাফিক কারা ??) উত্তরে বলেন- যে ব্যক্তি ইসলামের প্রশংসা করে, কিন্তু এর উপর আমল করেনা।(مصنف ابن أبي شيبة،ج:15ص:115)

বর্তমান যুগ খুবই আশ্চর্যের এক যুগ; মুনাফিকেরা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে মেনেও নিচ্ছেনা পাশাপাশি নিজেদেরকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ মুক্তও ঘোষনা করছেনা। বরং কথা বলার সময় ইসলামের প্রশংসা করতে করতে কয়েক ঘন্টা পার করে দেয়- ইসলামই সত্যিকারের জীবনব্যবস্থা, ইসলামই সফলতা ও মুক্তির একমাত্র পথ, ইসলামই একমাত্র সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম। কিন্তু যখনই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আসে, তখন তারাই ইসলামী বিচারব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করে- "ইসলামের চৌদ্দশত বৎসরের এই পূরাতন জীবনব্যবস্থা অত্যাধুনিক কম্পিউটারের এই যুগে গ্রহনযোগ্য নয়"। যদি কখনো কোন অঞ্চলে কেহ আবূ বকর-উমরের ইসলামকে বাস্তবায়ন করে ফেলে, তাহলে দুনিয়ার সমস্ত অশালীন অনিষ্টকর বাক্য তার জন্য ব্যবহৃত হয়- "মৌলবাদী", "মতলববাজ", "ফতোয়াবাজ","সমাজবিরোধী","নারী নির্যাতনকারী", "মোল্লাদের ইসলাম প্রত্যাখ্যাত" ইত্যাদি সকল প্রকার বিশ্রি পরিভাষা এদের বরণ করতে হয়। তাদের এমন ইসলাম দরকার যা তাদের মনোচাহিদাগুলি পূরণ করে দেবে। তাদের কাছে সবচে' ঘৃণিত ইসলাম হচ্ছে- যা তাদের চোখের সামনে থেকে সমাজের মা বোনদেরকে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখে।

তারা ঐ সকল লোক, যাদের শরীরের উপরের চামড়াটা তো ঠিকই মানুষের, কিন্তু অন্তরটা পশুর চরিত্র দিয়ে ঢাকা। হিংস্র ও মনপূজারী এ মুনাফিকেরাই তাদের লোভী চোখ দু'টিকে সান্তনা দেবার আশায় মা-বোনদেরকে ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করেছে। তাদের বাসনা হচ্ছে যে, সবসময় তাদের সামনে অপরিচিত সুন্দরী মহিলারা তাদের মন জুড়াতে থাকুক। এই হচ্ছে আমাদের মুসলমান...। ইসলাম নারীদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছে..., ইসলামই পরিপূর্ণ জীবনবিধান..., এগুলো হচ্ছে তাদের মুখের বুলি। অন্যথায় তাদের অবস্থাতো কুরআনে কারীমেই বর্ণিত হয়েছে

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. (سورة النساء)

অর্থাৎ যখনই মুনাফিকদেরকে বলা হয়- "এসো! আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম আহকামের দিকে। এসো! আল্লাহর রাসূলের আনীত জীবনব্যবস্থার দিকে। তখন আপনি দেখবেন যে, তারা আপনাকে কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে।" অন্য একস্থানে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে-

بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين (سورة النساء)

অর্থাৎ হে নবী! আপনি মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে। (তাদের পরিচয়)- তারা মুসলমানদের মোকাবেলায় কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে।

এতদসত্তেও মুনাফিকদের অবস্থা এই...

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون

অর্থাৎ মুনাফিকেরা যখন ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে- আমরা তো মুসলামান..। পক্ষান্তরে যখন তারা তাদের কাফের সরদারদের সাথে গোপনে সাক্ষাত করে, তখন বলে- আরে! আমরা তো তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো মুসলমানদের সাথে ঠাট্টা করি..।

وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين (سورة النساء)

অর্থাৎ যদি কখনো কাফেরদের বিজয় হয়ে যায়, তখন মুনাফিকরা তাদেরকে বলতে থাকে- আমরা (মুসলমানগণ) তোমাদের উপর তো বিজয়ী হয়েই গিয়েছিলাম (কিন্তু এরপরও আমরা তোমাদের সাহায্য করেছি) এবং আমরাই তোমাদের থেকে মুসলমানদের বাধা দিয়েছি। (মুনাফিকদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক)

চাঁপাবাজ মুনাফিকদের ফেতনা...

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أخْوَفَ ما أخافُ على أمتي كلُّ منافقٍ عليمِ اللسان.(مسند أحمد، ج:1ص:22) قال المحقق شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন- যে, নবী করীম সা. বলেছেন- আমার উম্মতের উপর সবচেয়ে বেশি যে ফেতনাটি নিয়ে আমি শংকিত, তা হল প্রত্যেক চাঁপাবাজ মন্তব্যকারী মুনাফিকের ফেতনা।

বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবেন যে, মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আজ প্রতিটি ক্ষেপে ক্ষেপে চাঁপাবাজ মুনাফিক বসে আছে। একজন থেকে অপরজন বেশি ফেতনাবাজ। কেউ আল্লাহর নাযিলকৃত জীবনবিধান নিয়ে ছেড়াছেড়ি করছে, কেউ জিহাদকে সন্ত্রাস বলে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করছে, কেউ লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরলমনা লোকদেরকে ধোকা দিচ্ছে আর কেউ রাসূলে আরাবী সা. এর আনীত শাসনব্যবস্থা ছেড়ে মডার্ন শাসনব্যবস্থার দিকে লোকদেরকে আহবান করছে।

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة منافق ، يقرأ القرآن لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا ، يجادل الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى ، وزلة عالم ، وأئمة مضلين. (صفة المنافق الفريابي ج:1ص:54)

অনুবাদ- হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন- তোমাদের ব্যাপারে সবচে' বেশি যে বিষয়টি নিয়ে আমি শংকিত, তা হচ্ছে- তিন প্রকার মুনাফিক। (১) ঐ মুনাফিক যে কুরআনে কারীম উত্তমরূপে পড়ে, এমনকি তাতে واو، ألف পর্যন্ত ভুল করেনা। সে মুসলমানদের সাথে (ধর্মীয় বিষয়ে) বাকবিতন্ডা করে, বুঝাতে চায় যে, সেই সবচে' বেশি জ্ঞানী। এর দ্বারা মানুষকে সে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (২) আলেমের পদস্খলন (ভুল ফতোয়া)। (৩) পথভ্রষ্টকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

হযরত যায়েদ বিন ওয়াহব রহ. বলেন- একদা একজন মুনাফিকের মৃত্যু হলে হযরত হুযাইফা রা. তার জানাযার নামাযে শরীক হননি। তা দেখে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন-

ব্যক্তিটি কি মুনাফিক ? উত্তর দিলেন- হ্যাঁ..। এরপর উমর রা. জিজ্ঞাসা করলেন: -আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি- আপনি বলুন- আমিও কি এদলের অন্তর্ভূক্ত ?? হুযাইফা রা. জবাব দিলেন- না। অতপর তিনি বললেন- এধরনের জবাব আপনার পরে আমি আর কাউকে বলবনা। (ابن أبي شيبة:7\481)

হাদিসের সনদ সহীহ।

নবী করীম সা. সমস্ত মুনাফিকদের নাম হুযাইফা রা. এর কাছে বর্ণনা করে গিয়েছিলেন। মদীনার সকল মুনাফিককে উনি অক্ষরে অক্ষরে চিনতেন। একারণেই সাহাবায়ে কেরাম রা. উনাকে রাসূলে কারীম সা. এর "সি.আই.ডি" বলে জানতেন। অথবা বলতে পারেন যে, উনি মুসলমানদের ইন্টেলিজেন্স প্রধান ছিলেন। যেহেতু উমর রা.'র অন্তরে আখেরাতের ভয় বেশি ছিল, তাই তিনি প্রায়ই উনার কাছে এসকল প্রশ্ন করতেন।

একবার হযরত হাছান বসরী রহ. কে কেহ জিজ্ঞাসা করল- নেফাক কি আজও বিদ্যমান ? উত্তরে বললেন- বসরার অলিগলি থেকে যদি সকল মুনাফিক বের হয়ে যায়, তাহলে বসরা বিরানভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।(صفة المنافق-جفعر بن محمد الفريابي)

আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়- "আল্লাহর শান! এই উম্মতকে কত মারাত্মক ধরনের মুনাফিকরা আক্রমন করছে, এমনকি তারা সমাজের অধিপতিও হতে চাইছে!!"

মুআল্লা বিন যায়েদ বলেন- আমি হযরত হাছান বসরী রহ. কে এই মসজিদে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলতে শুনেছি যে, "কোন মুমিন এমন অতিবাহিত হয়নি, যে নিজের সম্পর্কে কোন নেফাকীর ভয় করেনি, আর কোন মুনাফিক এমন অতিবাহিত হয়নি, যে নিজেকে নেফাক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিরাপদ ভাবেনি"। তিনি আরো বলেন- "যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে নেফাকীর ভয় না করে, সেই প্রকৃত মুনাফিক। (صفة المنافق-جفعر بن محمد الفريابي)

আইয়ূব রহ. বলেন- আমি হযরত হাছান বসরী রহ. কে বলতে শুনেছি যে, "কোন মুমিন ব্যক্তি এই পেরেশানী ব্যতিত সকাল-সন্ধ্যা যাপন করেনা যে, কখন নেফাকী আমার ভেতরে প্রবেশ করে যাবে আর আমি গুমরাহ হয়ে যাবো।"

একস্থানে কালের মানুষ নিরীক্ষা আর সাহাবায়ে কেরামের যমানা স্মরণের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন- "হায় আফসোস! নিরাশার কালো ছায়া আর মনের সুধারণা মানুষকে পশুত্বে পরিণত করেছে। সর্বস্থানে শুধু মুখের বুলি; আমলের কোনই নাম-নিশানা নেই। জ্ঞান আছে, কিন্তু (জ্ঞানের চাহিদা পূরনার্থে) ধৈর্য নেই। ঈমান আছে, কিন্তু বিশ্বাস নেই। মানুষ অনেক ভাসে চোখে, কিন্তু সঠিক বুঝ নেই। শুরগোল অনেক শুনা যায়, কিন্তু কারো প্রতিই মনের ভক্তি-শ্রদ্ধা উদয় হয়না। মানুষ আসে আর যায়। তারা সবকিছু জেনেও প্রতারিত হয়েছে। তারাই প্রথমে একে হারাম বলেছে, পরে তারাই আবার হালাল বলে তা ব্যবহার করতে শুরু করেছে...। এই যদি হয় তোমাদের পরিচয়..., তবে তোমাদের ধর্ম কি ??!! মুখে অনেক রস... চাঁপা অনেক মারতে পারে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়- তোমরা বিচারদিবস বিশ্বাস কর ?? তখন বলে- হ্যাঁ... হ্যাঁ...! কেন বিশ্বাস করবনা...!!

পাঁচটি বিশ্বযুদ্ধ..

عن عبد الله بن عمرو قال: ملاحم الناس خمس ، فثنتان قد مضتا ، وثلاث في هذه الأمة : (1) ملحمة الترك ، (2) وملحمة الروم ، (3) وملحمة الدجال ، ليس بعد الدجال ملحمة. (الفتن نعيم ابن حماد،ج:2ص:548 ، السنن الواردة في الفتن) جميع رواة الحديث ثقات ، إلا أن أبا المغيرة القواس فمجهول.

অনুবাদ- আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- (পৃথিবীর সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত) সর্বমোট পাঁচটি বিশ্বযুদ্ধ রয়েছে। তন্মধ্যে দুটি পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে আর বাকী তিনটি এই উম্মতের যমানায় হবে। এক- তুরস্কের বিশ্বযুদ্ধ। দুই- রোমকদের সাথে বিশ্বযুদ্ধ। তিন- দাজ্জালের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ। দাজ্জালের পরে আর কোন বিশ্বযুদ্ধ নেই।

যদিও বিশ্বের মুসলমানগণ তাদের অলসতা আর অবহেলার দরুন অদূর ভবিষ্যতের একটি চরম বাস্তবতা প্রতিরোধের জন্য নিজেদের তৈরী করছেনা। কিন্তু কুফরী শক্তি ঠিকই প্রকাশ্যে ঘোষনা দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং যদি কেউ এই অপেক্ষায় থাকে যে, ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করলে তারপরই যুদ্ধের ঘোষনা করব, তবে এমন ব্যক্তিরা শুধু অপেক্ষাতেই থাকবে। কেননা, ইমাম মাহদীর আবির্ভাব এমন এক সময় ঘটবে, যখন যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ের রূপ ধারন করবে।

ফেতনাসমূহের বর্ণনা...

إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، من تشرف لها تستشرفه ، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. (بخاري ومسلم)

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন- অচিরেই ফেতনাসমূহ প্রকাশ হবে, ফেতনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। আর দাড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। চলমান ব্যক্তি দৌড়তে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। যেই ফেতনার দিকে একটু ঝুকে যাবে, ফেতনা তাকে টেনে ভেতরে নিয়ে যাবে। সুতরাং তখন তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বাঁচার জন্য কোন আশ্রয়স্থল পেয়ে যাও, তবে সেখানেই আশ্রয় নিয়ে নিও।"

"ফেতনার সময় বসে থাকা-দাড়িয়ে থাকা-চলতে থাকা" এগুলোর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হল- ফেতনার ক্ষেত্রে কম চেষ্টা করা এবং ফেতনায় কম প্রবেশ করা। ফেতনাটি এমন হবে যে, যে যতই চেষ্টা করবে, সে ততই ফেতনায় পতিত হবে। এ ফেতনা অনেক ধরনের হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সম্পদের ফেতনা, যেটাকে নবী করীম সা. উম্মতের জন্য সবচে' ভয়ানক বলে আখ্যায়িত করে গেছেন। বর্তমান সময়ে সুদী সিস্টেমের অধীনে যে যতই সম্পদ কামানোর চেষ্টা করবে, সে ততই নিজেকে সুদের মধ্যে প্রবেশ করাবে। আর যে কম চেষ্টা করবে, সে কম প্রবেশ করবে। এভাবেই দাড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হতে, চলমান ব্যক্তি দৌড়তে থাকা ব্যক্তি হতে উত্তম বলে বিবেচিত হবে। এ কারণেই নবী করীম সা. বলেছেন- যার কাছে তখন বকরী/মেষপাল থাকবে, সে যেন তার বকরীগুলো নিয়ে পাহাড়ে বা দূরের (ফেতনাহীন) কোন এলাকায় চলে যায়।

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ، الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني. (سنن الترمذي:ج:4ص:526)

অনুবাদ- হযরত আনাছ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- মানুষের উপর এমন এক কাল আসবে, যে কালে দ্বীনের উপর অটল থাকা হাতে আগুনের আংড়া নিয়ে দাড়িয়ে থাকার মত কঠিন হবে।

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ، يبيع دينه بعرض من الدنيا. (مسلم ،ج:1ص:110 ، صحيح ابن حبان،ج:15ص:96)

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন- রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেছেন- ফেতনাসমূহ প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই যা নেক আমল করার, দ্রুত করে ফেলো!! কেননা, ফেতনাসমূহ অন্ধকার রাত্রির অংশের মত (কালো) হবে (বুঝা যাবেনা- ফেতনায় পতিত হচ্ছে কিনা..)। ঐ ফেতনার সময় মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, সন্ধায় কাফের হয়ে যাবে। অথবা সন্ধায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় স্বীয় দ্বীনকে বিক্রি করে দেবে।

বর্তমান সময়ে মানুষ কিভাবে ফেতনায় পতিত হচ্ছে, কেউ টের পাচ্ছেনা। দ্বীনের সঠিক বোঝ না থাকার দরুন মনের অজান্তেই কত কিছু করে বসছে। ফেতনার সবচে' বিপদজনক দিকটি হল- সকালে মুমিন থাকবে আর সন্ধায় কাফের হয়ে যাবে। অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠার সময় তো মুমিন থাকবে, কিন্তু সারাদিন সে এমন সব কথা আর কার্যকলাপে লিপ্ত হবে- যদ্দরুন সে কাফের হয়ে সন্ধায় ঘরে ফিরবে। আজকাল মানুষকে ইসলামের কথা বললে, তাবলীগের দাওয়াত দিলে বা অন্য কোন সংশোধনমূলক কথা শুনালে ইসলামের বিষয়গুলো নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করতে থাকে। পাপ করার সময় মানা করলে হাসি তামাশায় বলতে থাকে যে, মরার পর যা হওয়ার হবে, কেউ তো দেখতে পাবেনা। নামাযের দাওয়াত দিলে বলতে থাকে- আল্লাহকে পেতে হলে এত ঘন ঘন নামায পড়ার দরকার নেই; বরং অন্তরের ধ্যানই যথেষ্ট। আবার কেউ বলতে থাকে- সমস্যা নেই! একদিন না একদিন তো অবশ্যই আমরা বেহেশ্তে যাব।

ওহে মুসলমান ভাইয়েরা! ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা বা হাসি-তামাশা করা কুফরীর শামিল। এধরনের কোন কথা মুখ থেকে বের হলে আপনার ঈমানের কোনই গ্যারান্টি নাই। এসকল কথা বলে সন্ধায় বাড়ীতে ফিরলে অবশ্যই আপনি ঈমান নিয়ে বাড়ীতে ফিরলেননা। ইহুদীদের টাকায় লালিত বর্তমান মিডিয়া ও পত্র-পত্রিকার কোন খবরকে কেন্দ্র করে ইসলামের বিষয়গুলো নিয়ে বাকবিতন্ডা করবেন না। ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে কোন হকপন্থী আলেমের শরণাপন্ন হোন। ব্যক্তিগত চিন্তাচেতনা আর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ইসলামের বিধানগুলোর বিশ্লেষণ করবেন না। আল্লাহ তা'লা কর্তৃক নাযিলকৃত ইসলামের ব্যাপারে কোনই হাসি-তামাশা বা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবেন না। মনে রাখবেন- মৃত্যুর পর আমাদের সবারই কিন্তু আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন আল্লাহ তা'লা এ সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন। মনে রাখবেন- আল্লাহ তা'লা যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণ করে আমাদের উপর বিরাট দয়া করেছেন। দুনিয়ার সবাই যদি আল্লাহর আনুগত্যশীল হয়ে যায়, তবে আল্লাহর রাজত্বে কোন কিছু বৃদ্ধি পাবেনা। পক্ষান্তরে সবাই যদি আল্লাহর শত্রু হয়ে যায়, তবে আল্লাহর রাজত্বে বিন্দুমাত্রও কমতি হবেনা। বরং নেক আমল করলে আমাদেরই ফায়দা হবে। পরকালে তা আমাদেরই উপকারে আসবে। আর বদ আমল করলে হাশরের ময়দানের নিজেকেই তিরস্কার করতে হবে। জাহান্নামে গেলে আমাদেরই কষ্ট হবে ভেবে আল্লাহ তা'লা সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। এত বিরাট দয়া ও মহা নেয়ামত পেয়েও যদি আমরা ইসলামের বিষয়গুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলি, হাসি-ঠাট্টা করি, তবে অবশ্যই আমাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। সদা সজাগ থাকবেন যে, ইসলামের বিষয়গুলো নিয়ে যাতে কোন সময় মনের অজান্তে মুখ থেকে কোন কথা বের না হয়ে যায়। অন্যথায় আপনার সারাজীবনের নেকআমল পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।

ফেতনায় পতিত হওয়ার নিদর্শন...

عن حذيفة رضي الله عنه قال: تعرض الفتنة على القلوب ، فأي قلب كرهها نكتت فيه نكتة بيضاء ، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. (السنن الواردة في الفتن،ج:1ص:227 ، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي،ج:4ص:515)

অনুবাদ- হযরত হুযাইফা রা. বলেন যে, ফেতনাসমূহ অন্তরের উপর পেশ করা হবে। সুতরাং যে ফেতনাটিকে ঘৃণা করে এথেকে দূরে সরে যাবে, তার অন্তরে একটি সাদা রেখা একেঁ দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যে

ফেতনাকে (না চিনে) তাতে প্রবেশ করে বসবে, তার অন্তরে একটি কালো রেখা এঁকে দেয়া হবে।

ইমাম হাকিম রহ. বর্ণনাটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ.ও উনার সাথে একমত পোষন করেছেন।

عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا..!! فلينظر.. فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما ، فقد أصابته الفتنة ، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. (مستدرك،ج:4ص: 515)

অনুবাদ- হযরত হুযাইফা রা. বলেন- তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফেতনায় পতিত হওয়া সম্পর্কে জানতে চায় যে, লোকটি ফেতনায় পড়েছে কিনা... তবে সে যেন দেখে যে, লোকটি পূর্বে যে বস্তুটিকে হারাম মনে করত, তা এখন সে হালাল মনে করছে কিনা..। যদি সে হারাম জানা বস্তুটিকে হালাল মনে করতে শুরু করে, তবেই সে ফেতনায় পড়ে গেছে। পাশাপাশি যদি সে হালাল জানা বস্তুটিকে হারাম মনে করতে শুরু করে, তবেও সে ফেতনায় পতিত হয়েছে।

হযরত হুযাইফা রা. যেহেতু ফেতনায় পতিত হওয়ার নিদর্শন বলে দিয়েছেন। সুতরাং এখন প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, তার মনের পরিস্থিতি কি...!!! চিন্তা করলে হাদিসটিতে আমাদের সংশোধনের জন্য অনেক পাথেয় বিদ্যমান রয়েছে।

ফেতনাকালে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি...

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرُ الناس في الفتن رجلٌ آخذٌ بعِنَانِ فَرَسِه أو قال: بِرَسْنِ فَرَسِه خلفَ أعداءِ الله ، يُخيفهُم ويُخيفُونَه ، أو رجلٌ معتزلٌ في باديته يؤدِّي حق الله الذي عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي رحمه الله. (المستدرك على الصحيحين،ج:4ص:510)

অনুবাদ- হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. বলেন- ফেতনার যুগে সবচে' উত্তম ঐ ব্যক্তি হবে, যে স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর শত্রুদেরকে ধাওয়া করতে থাকে। দুশমনদেরকে সে ভীত করতে থাকে, আর দুশমনেরাও তাকে ভয় দেখাতে থাকে। অথবা ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় গ্রামে পড়ে থেকে দুনিয়ার খবর থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর হকসমূহ আদায় করতে থাকে।

ইমাম হাকিম রহ. হাদিসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ.ও উনার সাথে একমত পোষন করেছেন।

حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن طاووس عن أم مالك البهزية قالت : ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم فتنة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها ؟ قال رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل أخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أم مبشر و أبي سعيد و ابن عباس و هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد رواه الليث بن أبي سليم عن طاووس عن أم مالك البهزية عن النبي صلى الله عليه و سلم . قال الشيخ الألباني : صحيح

অনুবাদ- উম্মে মালেক বাহযিয়া রা. বলেন যে, নবী করীম সা. একদা ফেতনাসমূহের বর্ণনা দিলেন। খুলে খুলে সবকিছুর বিবরণ পেশ করলেন। তখন আমি আরয করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! তখন সবচে'

উত্তম ব্যক্তি কে হবে ?? রাসূল বললেন- ঐ ব্যক্তি, যে তার ঘরবাড়ী ও গরুছাগল দেখাশুনা করে এবং আল্লাহ তা'লার হক আদায় করতে থাকে। অথবা ঐ ব্যক্তি, যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখে (অর্থাৎ সবসময় জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকে) এবং আল্লাহর শত্রুদেরকে ভীত করতে থাকে, শত্রুরাও তাকে ভয় দেখাতে থাকে।" আল্লামা আলবানী রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

(১) তখন সর্বোত্তম হবে ঐ ব্যক্তি, যে জিহাদের মধ্যে লিপ্ত থাকবে। শত্রুদেরকে ভীত করতে থাকবে এবং শত্রুরাও তাকে ভয় দেখাতে থাকবে। স্বয়ং নবী করীম সা. যবানে মুবারক দ্বারা এখানে জিহাদ শব্দের ব্যাখ্যা বলে দিয়েছেন। অতপর বলেছেন- অথবা ঐ ব্যক্তি উত্তম হবে, যে ফেতনাসমূহের সময় নিজের মালছামানা, গরুছাগল নিয়ে পাহাড় বা কোন দূরবর্তী এলাকায় চলে যাবে। নবী করীম সা. এখানে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, যে সকল স্থানে দাজ্জালী ষড়যন্ত্রসমূহের প্রভাব থাকবে, ওখান থেকে হিজরত করে দূরে চলে যাওয়াটাই ঈমানের আলামত।

(২) উপরোক্ত হাদিস এবং অন্যান্য বর্ণনায় একথা পাওয়া যায় যে, ফেতনার সময় দুই প্রকার লোক দাজ্জালের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। এক- দ্বীনের মুজাহিদীন, যারা আল্লাহর দ্বীনকে উচুঁ করার জন্য জিহাদ করতে থাকবে। দুই- যারা নিজেদের আসবাবপত্র ও গরুছাগল নিয়ে পাহাড় কিংবা গহীন (নিরাপদ) গ্রামে চলে যাবে এবং আল্লাহর হুকুমসমূহ (যেমন- নামায রোযা ইত্যাদি) পালন করতে থাকবে। দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র ঈমান বাঁচানোর জন্য পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে। ফেতনার সময় ঈমান রক্ষার্থে ঘরবাড়ী ছেড়ে দেয়াও আল্লাহ তা'লার কাছে বিরাট সম্মানের ব্যাপার। অপরদিকে মুজাহিদীন শুধু নিজেদের ঈমানই নয়; বরং সমস্ত উম্মতের ঈমান রক্ষা ও দাজ্জালের ফেতনার কোমর ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা দাজ্জালের এজেন্টদেরকে হত্যা করতে থাকবে। নিজেদের ঘরবাড়ী, মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান, দেশ ও ধনসম্পদকে উম্মতের ঈমান বাঁচানোর আশায় কুরবান করে দেবে। একারণেই সবচে' বেশি মর্যাদা মুজাহিদীনের হবে।

দ্বীন ও ঈমান রক্ষায় ফেতনাসমূহ থেকে পলায়ন করার তাগিদ...

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا. (صحيح مسلم،ج:1ص:131)

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- নিশ্চয় ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। অচিরেই ইসলাম অপরিচিত পরিস্থিতে ফিরে আসবে- যেমনটি সূচনার সময় ছিল। ইসলাম দুই মসজিদের মধ্যে ফিরে যাবে (সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে), ঠিক যেমনভাবে সাঁপ তার গর্তের দিকে আস্তে আস্তে ফিরে যায়।

হাদিসে উল্লেখিত "গারীব" শব্দের তরজমা "অপরিচিত পরিস্থিতি"র মাধ্যমে করা হয়েছে। যেমনভাবে সূচনালগ্নে ইসলামকে মানুষেরা অপরিচিত ও অসাধু মনে করত। বর্তমান যুগেও অধিকাংশ মুসলমান ইসলামের বিধানাবলীকে অপরিচিত ও অসাধু মনে করছে। পাশাপাশি ইসলামের বিধানাবলীর সাথে তারা এমন আচরণ করছে, মনে হচ্ছে তারা জানেনা যে, নামায রোযার মত এই সকল বিধানাবলীর সাথেও তাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বলে থাকে যে, বর্তমান আধুনিক যুগে এর দরকার নেই। অথচ শরীয়তের বেশিরভাগ বিধান (বাণিজ্যিক ও বিচারব্যবস্থা)কে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ধরনের চেতনা বিবর্তনের ফলে বিশ্বের বুকে এক বিলিয়ন চল্লিশ কোটি মুসলমান থাকা সত্তেও আজ ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে রহমাতুল্লিল আলামীন সা. মুবারকবাদ জানিয়েছেন, যারা ঐ সকল স্থান থেকে পলায়ন করেছেন, যেখানে ইসলাম অপরিচিত হয়ে পড়ে রয়েছে। এমন স্থানে চলে গেছেন, যেখানে ইসলাম এখনো তরুতাজা রয়েছে। বরং ঐ সকল এলাকার মুসলমানগণ এখনো ইসলামকে ঠিক সেভাবেই চিনে, যেমননাকি মুহাম্মাদে আরাবী সা. তাদেরকে চিনিয়েছিলেন। আজও তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে- সাহাবায়ে কেরামের রেখে যাওয়া মতাদর্শ। তারা নামায রোযার পাশাপাশি ইসলামের অন্যান্য বিধানাবলীকেও বক্ষে ধারণ করে রেখেছে। এক্ষেত্রে তারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করছেনা। এ প্রতিশ্রুতির উপর জান কুরবান করার জন্যও তারা সদা প্রস্তুত। যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম রা. নিজেদের তাজা খুনের বিনিময়ে ইসলামকে অপরিচিত থেকে পরিচিত করে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আমরাও ইনশাআল্লাহ ইসলামকে যুগের অপরিচিত পরিস্থিতি থেকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাব, যেখানে ইসলাম অপরিচিত থাকবেনা।

হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা আবুল হাসান হানাফী রহ. المعتصر من المختصر গ্রন্থে লেখেন-

الإسلام طرا على أشياء ، ليست من أشكاله ، فكان بذلك معها غريبا ، كما يقال لمن نزل على قوم لا يعرفونه : أنه غريب بينهم. (المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج:2ص:266)

"অর্থাৎ ইসলাম যদি এমন অবস্থায় পড়ে যায়, যেখানে ইসলামের সাথে কোন কিছুর মিল পড়েনা, তাহলেই ইসলাম বাহ্যিক পর্যায়ে "গারীব" বা অপরিচিত হয়ে পড়বে। যেমন- কোন ব্যক্তি যদি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছে, যারা তাকে চেনেনা, তাহলে তাদের মাঝে তাকে "অপরিচিত" বলা হয়ে থাকে।"

এখানে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ তাদের অবহেলা ও অলসতার আশ্রয় নিয়ে হাদিসটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর দুশমনদের মুকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর, তখন বলে যে, "ইসলাম তো প্রতিটি যুগেই গরীব বা অসহায় রয়েছে" এবং হাদিসটিকে দলীল হিসেবে উত্থাপন করে। তারা হাদিসের "গারীব" শব্দটিকে বাংলা "গরীব" (অসহায়) অর্থে নিয়ে থাকে, যা সঠিক নয়।

قال أبو عياش: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بـدأ غريبا ، وسيعود غريبا ، فطوبى للغرباء !! قال: ومن هم يا رسول الله ! قال: الذين يُصلِحون حيـن يفسُـدُ الناسُ. (المعجم الأوسط،ج:5ص:149، وج:8ص:308)

অনুবাদ- আবূ আইয়াশ বলেন- আমি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. কে বলতে শুনেছি যে, নবী করীম সা. বলেন- নিশ্চয় ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থার মধ্যদিয়ে। আবার অচিরেই তা অপরিচিত পরিস্থিতির দিকেই ফিরে আসবে। সুতরাং সুসংবাদ ঐ সকল অপরিচিত ব্যক্তিদের জন্য..!! জিজ্ঞেস করলেন- অপরিচিত কারা ?? বললেন- যারা মানুষের ফেতনা-ফ্যাসাদে লিপ্ত হওয়ার সময় পরিস্থিতি সংশোধন করবে।

হাদিসে রাসূলে কারীম সা. শুধু ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্যই সুসংবাদ বর্ণনা করেছেন, যারা ব্যাপক ফেতনা ছড়িয়ে পড়ার সময় পরিস্থিতি সংশোধন করতে থাকবে। আর সবচে' বড় ফ্যাসাদ হচ্ছে আল্লাহ তা'লাকে ছেড়ে মানুষকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে আল্লাহর বাতানো জীবনব্যবস্থার দিকে মানুষকে আহবান করাকেই সর্বোৎকৃষ্ট সংশোধন বলে গন্য করা হবে। এর অধীনেই সত্যের দিকে আহবান-মিত্যার প্রতি ঘৃণাসৃষ্টির ফরযিয়তকে আদায় করা হবে। কথাটি নিজের বানানো নয়; বরং কোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাপারে-

كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর তাফসীর এর সাক্ষী। পাশাপাশি তাফসীরে রূহুল মা'আনী এর লেখক মোল্লা আলী ক্বারী রহ.ও বলেন যে, এখানে "অপরিচিত" বলতে মুজাহিদীন উদ্দেশ্য।

غرباء "অপরিচিত" শব্দের ব্যাখ্যা "مختصر تاريخ دمشق" গ্রন্থের ঐ হাদিস থেকে পরিপূর্ণ রূপে পাওয়া যায়, যা বর্তমান যমানার সাথে পরিপূর্ণ মানানসই। হাদিসটি নিম্নরূপ-

حدث أبو الحسن الخولاني القزاز المكفوف حدث عن محمد بن سليمان المنقري بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوماً: " طوبى للغرباء " ، قيل:يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: " أناس صالحون قليل في ناس كثير، من يبغضهم أكثر ممن يحبهم، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ".

অনুবাদ- আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম সা. একদা বলতে লাগলেন- সুসংবাদ ঐ সকল অপরিচিত ব্যক্তিদের জন্য..!! তখন জিজ্ঞাসা করা হল- হে আল্লাহর রাসূল! অপরিচিত কারা..?? উত্তরে বললেন- তারা হচ্ছে অনেক মানুষের মধ্যে কতিপয় নেককার বান্দা। (তাদের পরিচয় হচ্ছে) তাদের উপর রাগান্বিত ব্যক্তিদের সংখ্যা মহব্বতকারীদের তুলনায় বেশি হবে এবং তাদের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সংখ্যা অনুসরণকারীদের তুলনায় অধিক হবে।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء ، قيل: من الغرباء ؟ قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليهما السلام. (حلية الأولياء ، أبو نعيم،ج:1ص:25 ، كتاب الزهد الكبير،ج:2ص:116)

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. বলেন- আল্লাহ তা'লার কাছে সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে "গুরাবা" বা অপরিচিত ব্যক্তিবর্গ। জিজ্ঞাসা করা হয়- অপরিচিত কারা..? বলেন- যারা তাদের দ্বীন নিয়ে দূরে পলায়ন করবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লা তাদেরকে ঈসা আ. এর সাথে উঠাবেন।

المجاهدون يتجهون إلى خنادق القتال في ولاية غزني

منظر أحد مقرات المجاهدين في ولاية زابول

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خيرَ مال المسلم غنم يتبع بها شعفَ الجبال ومواقع القطر يفرُّ بدينه من الفتن. (صحيح البخاري،ج:1ص: 15 ، مصنف ابن أبي شيبة،ج:7ص:448 ، مسند أبي يعلى،ج:2ص:271)

অনুবাদ- হযরত আবূ সাইদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন যে, খুব কাছে সে সময়, যখন মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট মাল হবে ঐ সকল বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের গর্তসমূহে এবং (দূরদূরান্তের) বীরান এলাকাগুলোতে চলে যাবে। দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য এভাবে সে ফেতনাসমূহ থেকে পলায়ন করবে।

এই হাদিসেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐ সকল স্থানে বাস করে ঈমান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে, যেখানে ইবলিসী মুর্খ সভ্যতা এবং শয়তানী বাণিজ্যিক ব্যবস্থা ব্যাপক হয়ে যায়। কেননা, সে যদি ওখানেই থাকে, তবে অবশ্যই তাকে সুদী কারবারীতে লেনদেন করতে হবে অথবা কমছেকম নিশ্চুপ থাকতে হবে। আর এমন স্থানে চুপ থাকাও সন্তুষ্টির নিদর্শন।

বাস্তবেই সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ, যারা বর্তমান সময়ে ঘরবাড়ী, ধনদৌলত এবং সর্বস্ব ত্যাগ করে দিয়ে নিজেদের ঈমান বাঁচানোর তাগিদে পাহাড়ের গুহাকে আশ্রয়স্থল বানিয়েছে। এমন এক সময়ে, যখন ইবলিসী বাণিজ্য ব্যবস্থা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের নামে প্রতিটি মুসলমানকেই সুদী কারবারীর সাথে জড়িয়ে দিয়েছে। যদি কেও প্রকাশ্যে সুদী কারবারীতে অংশীদার নাও হয়ে থাকে, তবে অন্ততপক্ষে তার গায়ে সুদের হাওয়া হলেও লাগছে। এমন এক সময়ে, যখন উম্মতের সর্বসম্মানিত স্তর, দ্বীনের ধারক বাহক উলামায়ে কেরামকে শরিয়তবিরোধী ফতোয়া প্রদান করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সমস্ত দাজ্জালী শক্তি "মানুষই সকল ক্ষমতার উৎস" ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ্য কুফরীর ঘোষনা করছে। আর শুধুমাত্র আল্লাহর সামনে মাথা নত করার প্রতিশ্রুত মুসলমানগণ আজ ইবলিসী জীবনব্যবস্থাকে সঙ্গী করে প্রকাশ্যে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করছে। বক্তাগণ নিশ্চুপ...। ইল্লা মা..শাআল্লাহ কতিপয় কলমসৈনিক ব্যতিত..!! সকলেই আজ হয়তবা কলমের পবিত্রতাকে বিক্রি করে দিয়েছে, আর নাহয়ত বাতিল শক্তির এজেন্টগণ তাদের কলমের কালি কেড়ে নিয়েছে। তারা আজ কোরআনে কারীমের ঐ সকল আয়াতকে ঘোলাটে করে দিয়েছে, যা মুসলমানদেরকে বাতিলের সামনে মাথা উচুঁ করে দাড়ানোর শিক্ষা দিয়ে থাকে। যেভাবে মুসলমানগণ আজ সামাজিক কল্যাণের নামে প্রতারণার সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিচ্ছে, যদি তাদের যুগেই দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে খোদায়ীর ঘোষনা করে, তবে অবশ্যই তারা এসকল কল্যাণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চাইবেনা। কেননা, এখনই দাজ্জালের এজন্টগণ মুখ থেকে উচ্চারণ করতে শুরু করেছে যে, হয়ত আমাদের কাতারে শামিল হয়ে যাও! আর না হয় দুশমনদের কাতারে..! অপরদিকে মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর হাদিসগুলোও আজ

মুসলমানদেরকে আহবান করছে যে, ওহে মুসলমান! প্রতিশ্রুত সময় এসে গেছে! এখনই সময়...! যাও!! আল্লাহওয়ালাদের কাতারে গিয়ে শামিল হয়ে যাও। মাঝখানে আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই।

সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা ঈমান বাঁচানোর তাগিদে পাহাড়কে আশ্রয়স্থল বানিয়েছে।

জিহাদ কি বন্ধ হয়ে যাবে...??

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. (أبو داود،ج:3ص:18 ، كتاب السنن،ج:2ص:167 ، مسند أبي يعلى:4311 ، سنن البيهقي الكبرى)

অনুবাদ- হযরত আনাছ বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- আল্লাহ তা'লা যে মুহুর্ত থেকে আমাকে প্রেরণ করেছেন, সেই মুহুর্ত থেকে জিহাদ চলছে। (জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত জারী থাকবে) যতক্ষণ না আমার উম্মতের সর্বশেষ দল দাজ্জালকে হত্যা করে ফেলে। এই জিহাদকে কেউ রুখতে পারবেনা... না কোন অত্যাচারী বাদশার অত্যাচার। আর না কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের ইনসাফ।

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. (مسلم،ج:3ص:1524)

অনুবাদ- হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- এই দ্বীন বাকী থাকবে। দ্বীনকে রক্ষা করতে কেয়ামত পর্যন্ত একটি দল সর্বদায় শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে।

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا أخضر ما قطر القطر من السماء ، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا زمان جهاد ، فمن أدرك ذلك الزمان ، فنعم زمان الجهاد. قالوا: يا رسول الله: واحد يقول ذلك ؟ قال: نعم.. من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. (السنن الواردة في الفتن،ج:3ص:751) وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف.

অনুবাদ- আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম রা. উনার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন- যতদিন পর্যন্ত আসমান হতে বৃষ্টির ফোটা পড়বে, ততদিন পর্যন্ত জিহাদ তরতাজা থাকবে (অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত)। মানুষের উপর এমন এক যমানা আসবে- যে যমানায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও

বলতে থাকবে যে, এটা জিহাদের যমানা নয়। (রাসূল বলেন-) তোমরা যারা ঐ যমানা পাবে, সে যমানায় জিহাদ জারী রাখবে। সেটি জিহাদের জন্য অতি উত্তম যমানা হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! এ কথা কি কোন শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে পারবে..?? রাসূল বলেন- হ্যাঁ...! ঐ শিক্ষিত ব্যক্তিই এ কথা বলতে পারবে, যার উপর আল্লাহর অভিশাপ, সকল ফেরেশ্তার অভিশাপ এবং সমগ্র মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।

عن الحسن رضي الله عنه ، أنه قال: سيأتي على الناس زمان يقولون: لا جهاد ، فإذا كان ذلك فجاهدوا، فإن الجهاد أفضل. (كتاب السنن،ج:2ص:176)

অনুবাদ- হযরত হাছান রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মানুষের উপর এমন এক যমানা আসবে, যখন মানুষেরা বলতে থাকবে- এখন আর জিহাদের দরকার নেই। (রাসূল বলেন) সুতরাং তোমরা ঐ সময় জিহাদ করতে থাক। কেননা, সেটা জিহাদের জন্য উত্তম যমানা হবে।

হযরত ইবরাহীম রা. থেকে বর্ণিত যে, মানুষেরা উনার সামনে বলতে লাগল যে, অনেকেই বলে- এখন আর কোন জিহাদ নেই। একথা শুনে তিনি বলতে লাগলেন- এ কথাটি শয়তানের পক্ষ থেকে ছড়ানো হয়েছে। (مصنف ابن أبي شيبة:ج:6ص:509)

যদিও উপরোক্ত হাদিসের যথাযথ প্রয়োগ উসমানী খেলাফত ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী যুগের উপর প্রযোজ্য হয়। তারপরও এক্ষেত্রে বর্তমান যমানা থেকে সুস্পষ্ট যমানা আর কোনটি হতে পারে ? মুর্খ লোকদের কথা বাদ দিন- আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মুখ থেকেও ঐ কথা শুনা যায়, যার ব্যাপারে নবী করীম সা. ইঙ্গিত করে গিয়েছেন। বিশেষত তালেবানদের পতনের পর তো মনে হচ্ছিল যে, পৃথিবীর আবহাওয়াটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে।

সুতরাং জিহাদকারীদেরকে কারো কোন কথা, বিরুদ্ধাচারণ বা কোন তিরস্কারের প্রতি কর্ণপাত না করা চাই। কেননা, তাদেরকে তো প্রিয়নবী সা.-ই সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন যে, ঐ সময় জিহাদ করাটা উত্তম জিহাদ বলে বিবেচিত হবে। মুজাহিদীনকে পূর্ণ একনিষ্ঠতা এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

মুসলমানদের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ...

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم درهم و لا قفيز قالوا : ممَّ ذاك يا أبا عبد الله ؟ قال : من قبل العجم يمنعون ذاك ، ثم سكت هنيهة ثم قال : يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم دينار و لا مد قالوا : ممِّ ذاك يا أبا عبد الله ؟ قال : من قبل الروم يمنعون ذلك ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يكون في أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا ثم قال : و الذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدأ ، ليعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ منها حتى يكون كل إيمان بالمدينة ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه ، و ليسمعن ناس برخص من أسعار و ريف فيتبعونه و المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياق ، إنما أخرج مسلم حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : يكون في آخر الزمان خليفة يعطي المال لا يعده عدا، وسكت عنه الذهبي في التلخيص. (المستدرك،ج:4ص:456)

অনুবাদ- হযরত জাবের রা. বলেন- ঐ সময় খুবি নিকটবর্তী, যখন ইরাকবাসীর কাছে ধনসম্পদ বা খাদ্যদ্রব্য পৌছার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। জিজ্ঞেস করা হয়- কাদের পক্ষ থেকে এ নিষেধাজ্ঞা

আরোপ করা হবে ? বললেন- অনারব (Non Arabs) দের পক্ষ থেকে। অতপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে পূণরায় বলতে লাগলেন- ঐ সময়ও খুব নিকটবর্তী, যখন শামবাসীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। জিজ্ঞেস করা হল- এটা তাহলে কার পক্ষ থেকে করা হবে ? বললেন- রূমক (পশ্চিমা)দের পক্ষ থেকে করা হবে। অতপর বলেন যে, নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন- আমার উম্মতের মধ্যে একজন খলীফা (শাসক) হবে, যে মানুষকে দু'হাত ভরে ধনসম্পদ প্রদান করবে, কোন হিসাব করবেনা। রাসূল সা. আরো বলেন যে, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ নিহীত! অবশ্যই ইসলাম তার প্রাথমিক অবস্থার দিকে ফিরে আসবে, ঠিক যেমনভাবে মদীনা থেকে সূচনা হয়েছিল। এমনকি পরিপূর্ণ ঈমান শুধু মদীনার গন্ডির ভেতরেই রয়ে যাবে। রাসূল সা. বলেন- যখনই কোন মানুষ বিমুখতা নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবে, তখনই আল্লাহ তা'লা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদেরকে ওখানে আবাদ করে দেবেন। মদীনার কিছু মানুষ শুনবে যে, অমুক স্থানের খাদ্যদ্রব্যগুলো খুবই সস্তা এবং ওখানে খুব বেশি ফসল ফলে থাকে। একথা শুনে মদীনা ছেড়ে তারা ওই এলাকায় চলে যাবে। অথচ তারা এটা জানেনা যে, মদীনাই তাদের জন্য উত্তম বাসস্থান ছিল।

ইরাকের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ভবিষ্যদ্বানীটি বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং হে ঈমানদারগণ! এখন আর কিসের অপেক্ষায় বসে আছেন ??!!

মদীনাতে কোন মুনাফিক বসবাস করতে পারবেনা। শুধুমাত্র ঐ সকল ব্যক্তিরাই ওখানে থাকতে পারবে, যারা আল্লাহর দ্বীনকে উচুঁ করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার হিম্মত বুকে লালন করবে। কেননা, মুসলিম শরীফে হযরত আনাছ রা. হতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে নবী করীম সা. বলেছেন যে, দাজ্জাল যখন মদীনার বাইরে এসে গর্জন শুরু করবে, তখন মদীনায় তিনটি মারাত্মক ভূমিকম্প হবে। যার ভয়ে দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকেরা মদীনা থেকে বের হয়ে কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে যাবে।

হযরত আবূ নাযরা (তাবেয়ী) বলেন- আমরা জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. এর খেদমতে বসা ছিলাম। এমনসময় তিনি বলতে লাগলেন যে, খুব কাছে সে সময়, যখন শামবাসীদের কাছে না দীনার এসে পৌছাবে, না খাদ্যদ্রব্য এসে পৌছাবে। আমরা জিজ্ঞাস করলাম- কাদের পক্ষ থেকে এ নিষেধাজ্ঞা অর্পিত হবে ? বললেন- রূমকদের পক্ষ থেকে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে পূণরায় বলতে লাগলেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- আমার উম্মতের মধ্যে একজন খলীফা হবে, যে মানুষের কাছে প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পদ বন্টন করে দেবে, কোন হিসাব করবেনা। (مسلم شريف،ج:2ص:395)

হযরত আবূ সালেহ (তাবেয়ী) আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, মিসরের উপরও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। (مسلم شريف:2896 ، أبو داود:3035)

আরবদের উপর সামুদ্রিক নিষেধাজ্ঞা...

عن كعب رضي الله عنه ، قال: يوشك أن يزيح البحر الشرقي حتى لا يجري فيه سفينة وحتى لا يجوزَ أهل قرية إلى قرية ، وذلك عند الملاحم ، وذلك عند خروج المهدي. (السنن الواردة في الفتن)

অনুবাদ- হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, অচিরেই পূর্বদিকের সমুদ্র দূরবর্তী হয়ে যাবে, এমনকি তাতে কোন সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল করতে পারবেনা। যারফলে লোকেরা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাতায়াত করতে সক্ষম হবেনা। এ পরিস্থিতি বিশ্বযুদ্ধের সময় সামনে আসবে। আর বিশ্বযুদ্ধ ইমাম মাহদীর সময় সংঘটিত হবে।

পূর্ব দিকের সমুদ্র বলতে এখানে আরব সাগর উদ্দেশ্য। দূরবর্তী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে, ওখানে পৌছা দুস্কর হয়ে যাবে। যারফলে আরব সাগরে আমদানী-রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাবে।

এখন আপনি পৃথিবীর মানচিত্র হাতে নিন এবং আরবদ্বীপের চতুর্পার্শ্বে মার্কিন সামুদ্রিক বাহিনী কর্তৃক

নিয়ন্ত্রিত স্থানগুলো লক্ষ করুন, কোথায় কোথায় মার্কিনীদের পক্ষ থেকে সেনাঘাটি এবং বিমানঘাটি স্থাপন করা হয়েছে। তাহলেই উপরোক্ত বর্ণনাটি আপনার সহজে বুঝে আসবে। করাচী বন্দর থেকে নিয়ে সোমালিয়া পর্যন্ত সকল সামুদ্রিক বন্দরগুলো এখন কুফরী শক্তির দখলে। নাইন-ইলেভেনের পর থেকে ভারতসাগর এবং আরবসাগরে চলাচলকারী সামুদ্রিক জাহাজগুলোকে কঠোরভাবে চ্যাকিং করা হচ্ছে। বিশেষত পাকিস্তান থেকে আসা জাহাজগুলোকে অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। সামনের দিনগুলিতে এ চ্যাকিং আরো কঠিন হয়ে উঠবে। ফলে একস্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত করা দুস্কর হয়ে পড়বে।

বিশ্বের মানচিত্রের উপর যদি নজর দেয়া হয়, তবে দেখবেন- বর্তমান সময়ে দাজ্জালী শক্তিগুলো মক্কা ও মদীনাকে চতুর্পার্শ্ব দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছে। সামুদ্রিক বন্দরগুলোতে ঘাটি করে নৌপথগুলোকে দখলে নিয়ে নিয়েছে। জলভাগের পাশাপাশি স্থলভাগেও জাগায় জাগায় বিমানঘাটি করে এ দু'টি শহরকে তারা পরিপূর্ণরূপে ঘিরে রেখেছে। লক্ষ করুন.. (পতাকা চিহ্নিত স্থানসমূহে কুফুরী শক্তি ঘাটি গেড়ে বসে আছে..)
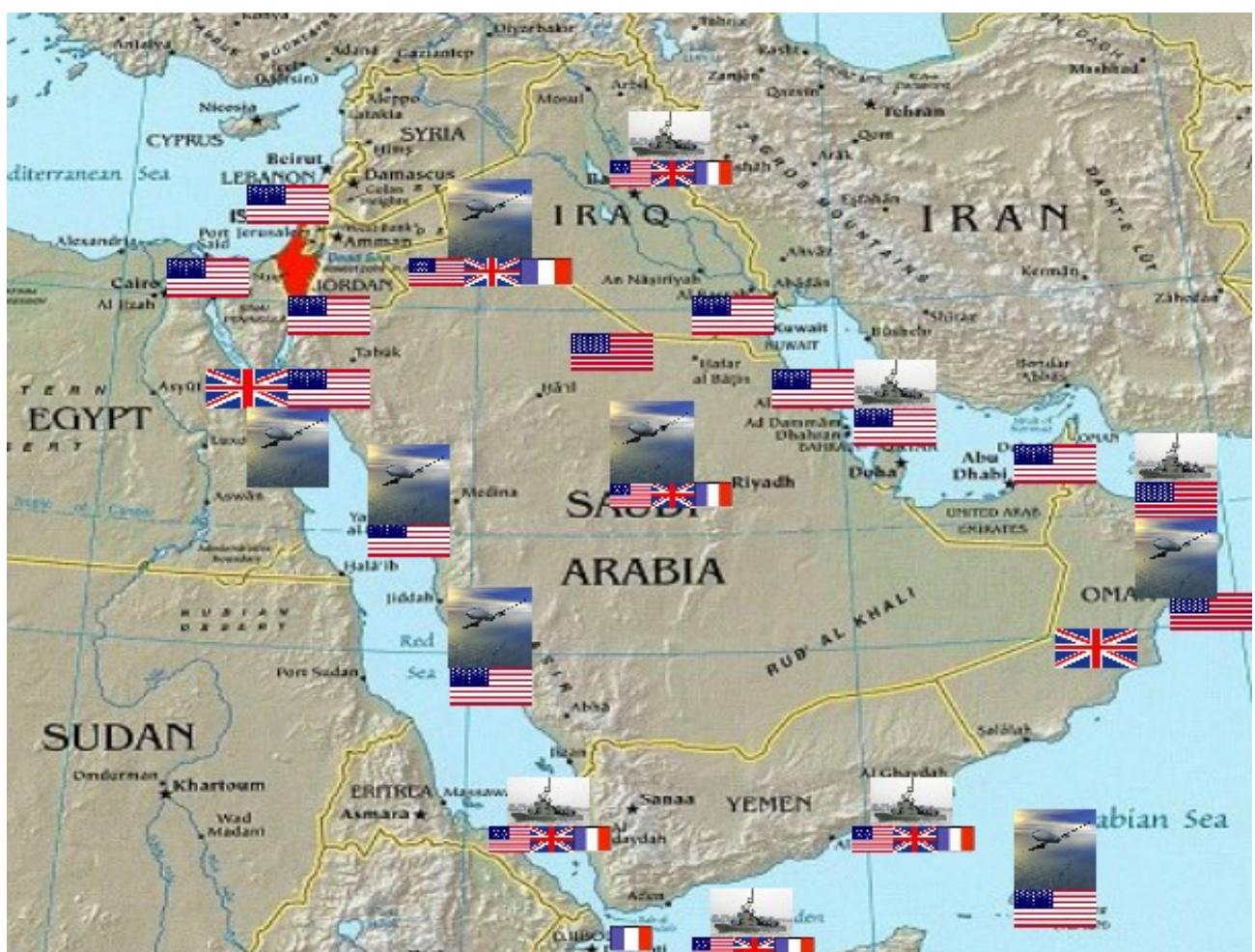
অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, দাজ্জালের শক্তিগুলো ইমাম মাহদী পর্যন্ত পৌছতে পারে- এমন সকল রসদ ও ক্যামিক'কে সর্বদিক দিয়ে রুখে দিতে চায়। পাশাপাশি বিশেষ স্থানগুলোতে তারা পূর্ণ কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখান থেকে ইমাম মাহদী আ. এর দলকে শক্তিশালী করার জন্য মুজাহিদীন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারা অবরোধ...

أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع : عن ابن عمر : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يوشك المسلمون أن يحصروا بالمدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. قال شعيب الأرنؤوط :

(إسناده صحيح على شرط البخاري. (مشكاة، باب الملاحم ، رواه أبو داود ، صحيح ابن حبان:6771)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন, অচিরেই মুসলমানদেরকে মদীনার ভেতরে অবরোধ করে ফেলা হবে। শেষপর্যন্ত "ছালাহ" নামক স্থানে এসে চূড়ান্ত পর্যায়ের অবরোধ করা হবে। "ছালাহ" হচ্ছে খায়বার অঞ্চলের একটি নিচু এলাকার নাম।

"খায়বার" হচ্ছে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি এলাকা। বর্তমানে মার্কিন সেনাবাহিনী মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মাত্র কয়েক কিঃ মিঃ দূরেই অবস্থান করছে।

হযরত মিহজান বিন আদরা' রা. বলেন- নবী করীম সা. একদিন মানুষের সামনে ভাষন দেয়ার জন্য দাড়ালেন। বললেন- يوم الخلاص ، يوم الخلاص ، يوم الخلاص ، কেহ জিজ্ঞাসা করল- يوم الخلاص কি ?? উত্তরে নবী করীম সা. বলতে লাগলেন- দাজ্জাল আসবে। উহুদ পর্বতের উপর আরোহন করে মদীনার দিকে ইঙ্গিত করে সাথীদেরকে বলবে- "তোমরা কি ঐ সাদা প্রাসাদটি দেখতে পাচ্ছো ?? এটি হচ্ছে আহমদের মসজিদ! অতপর সে মদীনার দিকে আসতে থাকলে মদীনায় প্রবেশ করার প্রতিটি রাস্তায় সে ধারালো তরবারী নিয়ে দাড়ানো ফেরেশ্তাদের দেখতে পাবে। ফলে সে سبخة الجرف নামক স্থানে স্বীয় তাবু (ঘাটি)তে ফিরে এসে সর্বশক্তি দিয়ে ভূমিতে আঘাত করবে। ফলে মদীনাতে বড় ধরনের তিনটি ভূমিকম্প অনুভূত হবে। জানপ্রাণের ভয়ে সকল ফাসিক-মুনাফিক নারী-পুরুষ মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে চলে যাবে। এভাবেই মদীনা সকল প্রকার পাপিষ্ঠকে দূরে নিক্ষেপ করে পূতপবিত্র হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে يوم الخلاص বা মুক্ত করার দিন। (হাদিসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, ইমাম যাহাবী রা. এ ব্যাপারে একমত পোষন করেছেন। পাশাপাশি আলবানী রহ.-ও বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। (مستدرك على الصحيحين،ج:4ص:586)

স্যাটেলাইট থেকে তুলা ছবিতে মদীনা শরীফ। ঠিক সাদা প্রাসাদের মত।

দাজ্জাল মসজিদে নববীকে দেখে বলবে- "এটা হচ্ছে আহমদের সাদা প্রাসাদ। রাসূলে কারীম সা. যখন কথাটি বলছিলেন, তখন মসজিদে নববী সম্পূর্ণ সাদামাটা অবস্থায় ছিল। খেজুরের পাতা আর মাটির দেয়ালে বানানো সাধারণ একটি ঘরের মত। আর বর্তমান যমানায় যদি মদীনার মসজিদকে কোন উঁচু জায়গা থেকে প্রত্যক্ষ করা হয়, তবে অন্যান্য বিল্ডিংগুলোর মাঝে এটিকে ঠিক একটি বড় প্রাসাদের মত মনে হয়। স্যাটেলাইটে মদীনার মানচিত্র প্রত্যক্ষ করলে লক্ষ করবেন যে, মসজিদে নববী সম্পূর্ণ সাদা দেখা যায়। পাশাপাশি অপর একটি বর্ণনায় দাজ্জালের আগমনের সময় মদীনার সাতটি দরজা থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে মদীনাকে রক্ষা করার জন্য তখন মদীনার প্রতিটি দরজায় একজন করে ফেরেশ্তা তরবারী হাতে নিয়ে দাড়িয়ে থাকবে, যাদেরকে দেখে দাজ্জাল ভয়ে পলায়ন করবে। এর মাধ্যমে মদীনার সাতটি রাস্তা-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর বর্তমান সময়ে মদীনা শহরে ঢুকার জন্য সাতটি বড় সড়ক বিদ্যমান :-

(১) জেদ্দা থেকে আসা সড়ক।

(২) মক্কা মুকাররমা থেকে আসা সড়ক।

আশপাশের এলাকা থেকে মদীনা নগরীতে ঢুকার প্রধান সড়কসমূহ

(৩) "রাবীগ" এলাকা থেকে আসা সড়ক।

(৪) এয়ারপোর্ট থেকে আসা সড়ক।

(৫) "তাবুক" অঞ্চল থেকে আসা সড়ক।

(৬) ও (৭) আশপাশের এলাকা (Outskirts) থেকে আসা দু'টি সড়ক।

ঈমানদারদের জন্য খুবই চিন্তা-গবেষনার বিষয়...।

ইয়েমেন ও শামবাসীদের জন্য রাসূলের দোয়া...

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يمننا ، قالوا: وفي نجدنا ؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يمننا ، قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا ؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن ، وبها يطلع قرن الشيطان. (صحيح البخاري:6681، مسند أحمد:5987)

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. একদা দোয়া করছিলেন- হে আল্লাহ! আমাদের শাম এলাকায় তুমি বরকত দান কর! হে আল্লাহ! আমাদের ইয়েমেন এলাকায় তুমি বরকত দান কর! উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন- আমাদের "নাজদ" এলাকার জন্য দোয়া করলেন না ? তখন রাসূল পূণরায় দোয়া করতে লাগলেন- হে আল্লাহ! আমাদের শাম এলাকায় তুমি বরকত দান কর! হে আল্লাহ! আমাদের ইয়েমেন এলাকায় তুমি বরকত দান কর! সাহাবায়ে কেরাম আবার বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের "নাজদ" এলাকার জন্য দোয়া করলেন না ? (বর্ণনাকারী বলেন-) আমার ধারণা যে, রাসূলে কারীম সা. তৃতীয়বার বলেছিলেন যে, নাজদ হচ্ছে ভূমিকম্প ও ফেতনাসমূহের স্থান এবং নাজদের দিক থেকেই শয়তানের শিং উদিত হয়।

শাম বলতে বর্তমান ফিলিস্তীন, ইসরায়েল, লেবানন, সিরিয়া ও জর্ডানকে বুঝানো হত। শাম এবং ইয়েমেন এলাকাদ্বয়ের জন্য রাসূলের দোয়ার বরকত তো বর্তমান সময়েও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন হক-বাতিলের সর্বশেষ এ যুদ্ধে ফিলিস্তীন, শাম ও ইয়েমেনের মুজাহিদনীকে যে অংশ দান করেছেন, তাতে রাসূলের দোয়ার বরকত অক্ষরে অক্ষরে অনুভূত হয়। বর্তমান সময়ে কুফুরী শক্তিদের আরামের ঘুম হারামকারী সিংহভাগ ব্যক্তিবর্গই শাম এবং ইয়েমেনের সাথে সম্পর্ক রাখেন। স্বয়ং উছামা বিন লাদেন-ও ইয়েমেনের বংশোদ্ভূত। শেখ আইমান আল জাওয়াহীরী-ও ইয়েমেন থেকে এসেছেন। চেচনিয়ার সুপ্রসিদ্ধ কমান্ডার শহীদ খাত্তাব রহ.এর সম্পর্কও ইয়েমেনের সাথে। "নাজদ" বলতে বর্তমান সৌদী আরবের রাজধানী "রিয়াদ" ও তার আশপাশের এলাকাকে বুঝায়।
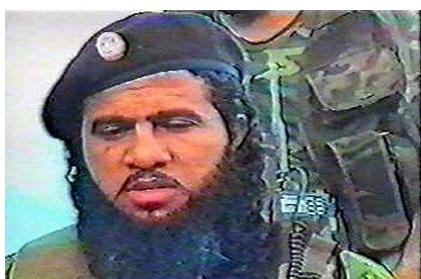
বিভিন্ন এলাকায় অবনতি ও ধস...

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب ، وخراب يثرب خروج الملحمة ، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية ، وفتح القسطنطينية

خروج الدجال ، قال: ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ، ثم قال: إن هذا الحق كما أنك قاعد هاهنا أو كما أنت قاعد. قال العلامة الألباني عن رواية أبي داود: حسن. (أبو داود،ج:4ص:110 ، مسند أحمد،ج:4ص:245 ، مصنف ابن أبي شيبة)

অনুবাদ- হযরত মুআয বিন জাবাল রা. বলেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- বায়তুল মাকদিস আবাদ হওয়া মানেই মদীনা বিনাশ হওয়া। মদীনা বিনাশ হওয়া মানেই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া মানেই মুসলমানদের হাতে কুস্তানতীনীয়্যা বিজয় হওয়া। কুস্তানতীনীয়্যা বিজয় হওয়া মানেই দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করা। অতপর তিনি বর্ণনাকারী সাহাবীর উড়ুতে বা কাধেঁ হাত মেরে বললেন যে, এ ঘটনাগুলি এমনই বাস্তব ও সত্য, যেমননাকি তোমার এখানে বসে থাকাটি বাস্তব ও সত্য। (অথবা বলেছেন) যেমননাকি তুমি এখানে বসা।

বিভিন্ন অঞ্চলের বিনাশ ও ধ্বংসের ব্যাপারে যে সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এর সবগুলোতেই আরবী "খারাব" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার মাধ্যমে সার্বিক বিনাশ বা আনুসাঙ্গিক বিনাশ- সবই উদ্দেশ্য হতে পারে।

বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম) আবাদ হওয়ার অর্থ হল- ইহুদীরা ওখানে শক্তিশালী হওয়া এবং মসজিদের আশপাশের এলাকায় জনবসতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধনসম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেওয়া। বর্তমান সময়ে এর সবগুলোই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। বাইতুল মাকদিসে ইসরায়েলী করায়ত্ব প্রতিষ্ঠার পর ইহুদীদের অশুভ দৃষ্টি এখন মদীনার দিকে রয়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাবাহিনীদের আরব উপদ্বীপে (জাযীরাতুল আরবে) আগমন মূলত এতদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল- যার ভবিষ্যদ্বানী রাসূলে কারীম সা. করে গিয়েছিলেন। আর একারণেই ঈমানদারগণ ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্রটিকে বুঝতে পেরেছিলেন। আল্লাহর খাটিঁ বান্দাগণ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষনা করেছিলেন। এভাবেই বর্তমান সময়ে চলমান হক বাতিলের এ সর্বশেষ যুদ্ধটি ধীরে ধীরে চূড়ান্ত পর্যায়ের সীমানায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে।

عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال: الجزيرة آمنة من خراب حتى يخرب مصر ، ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة ، فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت القسطنطينية على يد رجل من بني هاشم ، وخراب الأندلس وخراب الجزيرة من سنابك الخيل واختلاف الجيوش فيها ، وخراب العراق من قبل الجوع والسيف ، وخراب أرمينية من قبل الرجف والصواعق ، وخراب الكوفة من قبل العدو ، وخراب البصرة من قبل الغرق ، وخراب أبلة من قبل العدو ، وخراب الري من قبل الديلم ، وخراب خراسان من قبل تبت ، وخراب تبت من قبل سند ، وخراب السند من قبل الهند ، وخراب اليمن من قبل الجراد والسلطان ، وخراب مكة من قبل الحبشة ، وخراب المدينة من قبل الجوع. (السنن الواردة في الفتن،ج:4ص:885)

অনুবাদ- হযরত ওয়াহব বিন মুনাব্বাহ রা. বলেন- আরব উপদ্বীপ ততক্ষণ পর্যন্ত অধঃপতনের সম্মুখীণ হবেনা, যতক্ষণ না মিসর অধঃপতনের সম্মুখীন হবে। বিশ্বযুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত শুরু হবেনা, যতক্ষণ না কূফা'র (ইরাকের একটি শহর) বিনাশ ঘটবে। যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে, তখন বনী হাশেম গোত্রের একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে কুস্তানতীনীয়্যা বিজয় হবে। স্পেন ও আরবদ্বীপের অধঃপতন ঘটবে ঘোড়ার পা এবং সেনাবাহিনীদের পারস্পরিক মতানৈক্যের কারণে। ইরাকের অধঃপতন ঘটবে ক্ষুধা (অভাব) ও তরবারীর কারণে। আরমেনিয়ার অধঃপতন ঘটবে ভূমিপকম্পন ও বজ্রাঘাতের মাধ্যমে। কূফার অধঃপতন ঘটবে শত্রুদের পক্ষ থেকে। বসরা'র অধঃপতন ঘটবে ডুবে যাওয়া/নিমজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে। "উবলা"র অধঃপতন ঘটবে শত্রুদের পক্ষ থেকে। "রাই" এর অধঃপতন ঘটবে "দাইলাম" (তুর্কী কুর্দীদের একটি জনগোষ্ঠী) এর পক্ষ থেকে। খোরাসানের অধঃপতন ঘটবে তিব্বতের পক্ষ থেকে। তিব্বতের অধঃপতন ঘটবে সিন্ধের পক্ষ থেকে। সিন্ধ (পাকিস্তানের একটি শহর) এর অধঃপতন ঘটবে হিন্দুস্তানের পক্ষ থেকে। ইয়েমেনের অধঃপতন ঘটবে টিড্ডী (পঙ্গপাল) এবং বাদশাহীকে কেন্দ্র করে। মক্কার অধঃপতন ঘটবে হাবাশার পক্ষ থেকে। আর মদীনার

অধঃপতন ঘটবে ক্ষুধার কারণে।

ইমাম কুরতুবী রহ. এমনই একটি হাদিস হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। যেখানে নবী করীম সা. বলেছেন যে, বিশ্বব্যাপী অধঃপতন শুরু হবে। এমনকি মিসর অধঃপতনের সম্মুখীন হবে। আর মিসর নিরাপদ থাকতে থাকতেই বসরার অধঃপতন ঘটবে। বসরা'র অধঃপতন ঘটবে ডুবে যাওয়া/নিমজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে। মিসরের অধঃপতন ঘটবে নীলনদ শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। মক্কা-মদীনার অধঃপতন ঘটবে ক্ষুধার কারণে। ইয়েমেনের অধঃপতন ঘটবে পঙ্গপালের কারণে। উবলা'র অধঃপতন ঘটবে অবরোধের মাধ্যমে। পারস্যের অধঃপতন ঘটবে রিক্তহস্ত/চোরডাকাতের মাধ্যমে। তুরস্কের অধঃপতন ঘটবে দাইলামীদের পক্ষ থেকে। দাইলামের অধঃপতন ঘটবে আর্মেনীয়দের পক্ষ থেকে। আর্মেনীয়দের অধঃপতন ঘটবে "খাযার" (তুর্কীদের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ গোত্র) এর পক্ষ থেকে। খাযারীদের অধঃপতন ঘটবে তুর্কীদের পক্ষ থেকে। আর তুরস্কের অধঃপতন ঘটবে বজ্রাঘাতের মাধ্যমে। সিন্ধ (পাকিস্তান) অধঃপতন ঘটবে হিন্দুস্তান (ভারত) এর পক্ষ থেকে। হিন্দুস্তানের অধঃপতন ঘটবে চীনের পক্ষ থেকে। চীনের অধঃপতন ঘটবে "রুমুল"দের পক্ষ থেকে। হাবাশার অধঃপতন ঘটবে ভূমিকম্পের মাধ্যমে। "যাওরা" (বাগদাদ)এর অধঃপতন ঘটবে সূফিয়ানীর তান্ডবের মাধ্যমে। "রাওহা" (বাগদাদের একটি শহর) অধঃপতন ঘটবে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে। আর সম্পূর্ণ ইরাকের অধঃপতন ঘটবে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে।

অতপর ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন যে, বর্ণনাকারী আবুল ফারাজ হুযাইফা রা. কে এ-ও বলতে শুনেছেন যে, স্পেনের অধঃপতন ঘটবে অশুভ বাতাসের মাধ্যমে।

(التذكرة للإمام القرطبي ، النهاية في الفتن والملاحم للإمام ابن كثير، السنن الواردة في الفتن- باب ما جاء في خراب البلدان)

হাদিসের সকল স্থানেই "খারাব" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অনুবাদ বাংলা "অধঃপতন" শব্দের মাধ্যমে করা হয়েছে। এই অধঃপতন সবদিক দিয়েই হতে পারে- যেমন- হত্যাযজ্ঞ, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, ঝটিকা আক্রমণ, সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে দেশ দখল... ইত্যাদি। জ্ঞান অন্বেষকদের জন্য হাদিসদ্বয়ে বহু চিন্তার বিষয় রয়েছে।

হযরত কা'ব রা. বলেন- আরবদ্বীপ অধঃপতন হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে, যতক্ষণ না আর্মেনিয়া অধঃপতন থেকে নিরাপদ থাকবে। মিসর অধঃপতন থেকে নিরাপদ থাকবে, যতক্ষণ না আরবদ্বীপ নিরাপদ থাকবে। কূফা নিরাপদে থাকবে, যতক্ষণ না মিসর নিরাপদে থাকবে। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবেনা, যতক্ষণ না কূফা (ইরাকের একটি শহর)'র অধঃপতন ঘটবে। আর দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবেনা, যতক্ষণ না কাফেরদের শহর (কুস্তানতীনীয়্যা) বিজয় হয়ে যাবে। (509:ص4:مستدرك،ج)

হযরত মাছজূল বিন গাইলান রহ. আব্দুল্লাহ বিন সামেত রা. থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, একদা আমি ও আমার পিতা- আব্দুল্লাহের সাথে মসজিদ থেকে বের হলাম। তখন আব্দুল্লাহ বলতে লাগলেন যে, সবচে' দ্রুত যে এলাকাদ্বয়ের অধঃপতন ঘটবে, তা হচ্ছে বসরা আর মিসর। জিজ্ঞাস করলাম- কিসের কারণে এতদুভয়ের অধঃপতন ঘটবে ?? অথচ সেখানে তো প্রতাপশালী আর শিল্পপতি লোকেরা বাস করে। তিনি উত্তরে বললেন- ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ আর প্রচন্ড ক্ষুধা। (একথা আমি এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলছি, যেমননাকি) আমি বসরার মধ্যে আছি আর বসরা আমার সামনে উটপাখীর ন্যায় বসে আছে। অপরদিকে মিসরের অধঃপতন ঘটবে নীলনদ শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। নীলনদ পানিশূন্য হয়ে যাওয়াই তাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ হবে। (709:ص4:السنن الواردة في الفتن،ج)

হযরত আবূ উসমান নাহদী রহ. বলেন- একবার আমি জারীর বিন আব্দুল্লাহ রা. এর সাথে "কুতরাব্বুল" এলাকায় ছিলাম। উনি জিজ্ঞেস করলেন- এই এলাকার নাম কি ? বললাম- কুতরাব্বুল। আবূ উসমান রা. তখন বললেন- অতপর জারীর বিন আব্দুল্লাহ "দুজাইল" এর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ঐ এলাকার

নাম জানতে চাইলে আমি বললাম- ওটা হচ্ছে দুজাইল। অতপর তিনি "দাজলা নদী"র দিকে ইঙ্গিত করে তার নাম জানতে চাইলে বললাম- এটা হচ্ছে দাজলা নদী। অতপর তিনি "আসসুরাত" এলাকার দিকে ইঙ্গিত করলে আমি বললাম- ওটা হচ্ছে আসসুরাত। অতপর তিনি (জারীর বিন আব্দুল্লাহ) বলেন- আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি যে, দাজলা, দুজাইল, কুতরাব্বুল ও আসসুরাতের মাঝামাঝিতে একটি শহর নির্মিত হবে, যেখানে দুনিয়ার সকল ধনদৌলতের ভান্ডার এবং প্রতাপশালী-অহংকারী লোকদেরকে একত্রিত করা হবে। শহরবাসী মাটির নিচে ধ্বসে যাবে। (জেনে রেখো!) শহরটি লোহার কীলের চেয়েও অতিদ্রুতগতিতে মাটির নিচে ধ্বসে যাবে।

ফায়দা- দুজাইল হচ্ছে বাগদাদ এবং তিকরীতের মাঝামাঝি সুমারা এলাকার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম।

عن إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن الأوزاعي قال: إذا دخل أصحاب الرايات الصفر مصرَ ، فليحفر أهل الشام أسرابا تحت الأرض.(الرواية ضعيفة ، السنن الواردة في الفتن)

অনুবাদ- আওযাঈ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন হলুদ ঝান্ডাবাহী লোকেরা মিসরে প্রবেশ করে ফেলবে, তখন শামবাসী যেন (নিজেদের নিরাপত্তার জন্য) মাটির নিচে সুরঙ্গ তৈরী করে রাখে।

হযরত হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি মিসরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- যখন তোমাদের কাছে পশ্চিম দিক (মাগরিব) থেকে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আসবে, তখন সে আর তোমরা মিলে "কানতারা"দের সাথে যুদ্ধ করবে। ফলে তোমাদের মধ্যে সত্তর হাজার নিহত হয়ে যাবে। তোমাদেরকে মাতৃভূমি মিসর এবং শামের প্রতিটি বস্তি খুজে খুজে বহিস্কার করে দেয়া হবে। দামেস্কের রাস্তায় আরবী মহিলাকে পচিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা হবে। অতপর তারা হিমস এলাকায় প্রবেশ করে ওখানে আঠারো মাস অবস্থান করবে। সেখানে তারা ধন-সম্পদ বন্টন করতে থাকবে। ওখানকার পুরুষ-মহিলাদেরকে গণহাতে হত্যা করবে। অতপর তাদের বিরুদ্ধে একজন শিররী লোক আত্মপ্রকাশ করবে। সে তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে দেবে। শেষপর্যন্ত তাদেরকে মিসরে প্রবেশ করিয়ে দেবে। (الفتن نعيم بن حماد،ج:1ص:267)

عن سعيد بن سنان عن الأشياخ قال: تكون بحمص صيحة ، فليلبث أحدكم في بيته ، فلا يخرج ثلاث ساعات. فيه شيوخ سعيد وهم مجهولون. (الفتن نعيم بن حماد،ج:1ص:414)

অনুবাদ- সাঈদ বিন সিনান রা. বলেন- (শামের একটি প্রসিদ্ধ শহর) হিমসে বিকট একটি আওয়াজ হবে। তখন সবাই যেন ঘরের ভেতরে অবস্থান করে, তিনঘন্টা পর্যন্ত কেউ বাইরে না বের হয়।

ফায়দা- উপরোক্ত সকল বর্ণনাতেই স্পষ্ট করে বলা আছে যে, মুসলমানগণ যেন শত্রুদের দেখে অলসতার ঘুমে অচেতণ না হয়ে পড়ে। একটি মুসলিম দেশের অধঃপতন দেখে অন্যান্য মুসলমানগণ যেন এটা না ভাবে যে, আমাদের পালা এখনও আসেনি। বরং সবাইকেই আগে থেকে পরিস্থিতি মুকাবেলার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত থাকা চাই।

عن كعب رضي الله عنه قال: إذا رأيتَ الرايات الصفر نزلت الإسكندرية ، ثم نزلوا سُرَّةَ الشام ، فعند ذلك يُخسف بقرية من قُرى دِمشق يقال لها : حَرَسْتَا.(الفتن نعيم بن حماد،ج:1ص:272)

অনুবাদ- হযরত কা'ব রা. বলেন- যখন তোমরা দেখতে পাবে যে, হলুদ ঝান্ডাবাহী লোকেরা আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে গেছে, অতপর তারা শামের মাঝামাঝি এলাকায় এসে উপনীত হয়েছে। তখন দামেস্কের এলাকাগুলোর মধ্যে একটি এলাকা -যার নাম "হারাস্তা"- মাটির নিচে ধ্বসে যাবে।

ফায়দা- হারাস্তা হচ্ছে বর্তমান দামেস্কের নিকটবর্তী হিমসের রাস্তার ধারে অবস্থিত একটি এলাকা।

ইরাক দখলের ভবিষ্যদ্বাণী...

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: يوشك بنو قنطوراء أن يخرجوكم مـن أرض العـراق ، قلت: ثم نعود ؟ قال: أنت تشتهي ذاك ؟ قلت: أجل ! قال: نعم.. ويكون لهم سلوة من عيش.(الفتن نعيم بن حماد،ج:2ص:679)

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ঐ সময় খুব নিকটবর্তী, যখন বনূ কান্তূরা (পশ্চিমাগণ) তোমাদেরকে ইরাক থেকে বহিস্কার করে দেবে। (বর্ণনাকারী বলেন-) আমি জিজ্ঞাসা করলাম- এরপর কি আমরা পূণরায় ইরাকে ফিরে আসতে সক্ষম হব ?? বললেন- তুমি কি এমনটি কামনা কর ?? বললাম- হ্যাঁ...। বললেন- অবশ্যই ফিরে আসবে...। আর তখন তাদের জন্য ইরাকের মাটিতে স্বচ্ছলতা আর সানন্দের জীবনযাপন হবে।

শাম ও ইয়েমেনের ব্যাপারে অন্যান্য বর্ণনাসমূহ...

عن عبد الله بن مسلمة سمع أبا قبيل يقول: إن صاحب المغرب وبني مروان وقضاعة تجتمـع علـى الرايات السود في بطن الشام. (الفتن ، نعيم بن حماد،ج:1ص:267)

অনুবাদ- আব্দুল্লাহ বিন মুসলিমা থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ কুবাইলকে বলতে শুনেছেন যে, মরক্কো থেকে আসা ব্যক্তি, বনী মারওয়ান এবং কুযাআ গোত্র শামের অভ্যন্তরে কালো ঝান্ডাসমূহের নিচে সমাগত হবে।

عن كعب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى يمد أهل الشام إذا قاتلهم الروم فـي الملاحـم بقطعـتين دفعة سبعين ألفا ، ودفعة ثمانين ألفا من أهل اليمن ، حمائل سيوفهم المسد ، يقولون: نحن عباد الله حقـا حقا ، نقاتل أعداء الله ، رفع الله عنهم الطاعون والأوجاع والأوصاب ، حتى لا يكون بلـد أبـرأ مـن الشـام ، ويكون ما كان في الشام من تلك الأوجاع والطاعون في غيرها.(الفتن نعيم بن حماد،ج:2ص:469)

অনুবাদ- হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন রূমবাসী বিশ্বযুদ্ধের সময় শামবাসীদের সাথে লড়াই করবে, তখন আল্লাহ তা'লা দু'টি বিশাল সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে শামবাসীকে সাহায্য করবেন। প্রথমবার- সত্তর হাজার এবং দ্বিতীয়বার আশি হাজার ইয়েমেনী মুজাহিদীনের মাধ্যমে। যারা স্বীয় বদ্ধ তরবারীগুলো (অত্যাধুনিক অস্ত্র) বহন করে নিয়ে আসবে। তারা বলতে থাকবে- "আমরা আল্লাহর সত্যনিষ্ঠ বান্দা, আমরা আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবো"। আল্লাহ পাক তাদের উপর থেকে সর্বপ্রকার মহামারী, অভাব-অনটন এবং দুঃখকষ্টকে উঠিয়ে নেবেন। শেষপর্যন্ত শাম ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রই মহামারী থেকে অধিক নিরাপদে থাকবেনা। তখন শাম দেশে যত মহামারী এবং অভাব-অনটন দেখা দেবে, তা অন্যান্য দেশেও থাকবে (অর্থাৎ মহামারী এবং অভাব-অনটন সকল দেশেই হবে, কিন্তু শাম দেশে তা অনেক কম হবে, আর মুজাহিদীনকে আল্লাহ তা'লা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন)।

ফায়দা- রাসূলে কারীম সা. এর যুগে শাম বলতে বর্তমান জর্দান, ফিলিস্তীন, লেবানন ও সিরিয়াকে বুঝানো হত।

একই বর্ণনায় হযরত কা'ব রা. আরো বলেন- পশ্চিমা বিশ্বে ভেড়ার গর্ভ ধারণকাল পরিমাণ এক বাদশাহ হবে, সে শামবাসীদের বিরুদ্ধে এক হাজার রণতরী তৈরী করবে। সুতরং যখনই সে জাহাজ তৈরী করা সমাপ্ত করবে, তখনই আল্লাহ তা'লা একে ধ্বংস করার জন্য প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ করে দেবেন। শেষপর্যন্ত আল্লাহ তা'লা ঐ সকল যুদ্ধজাহাজকে বের হওয়ার অনুমতি দিয়ে দেবেন। যারফলে যুদ্ধজাহাজগুলি "আকা" এবং "নাহর" এর মাঝামাঝি স্থানে এসে নোঙ্গর ফেলবে। অতপর সকল সেনাবাহিনী একজন আরেকজনের সাহায্য করবে। (বর্ণনাকারী বলেন-) আমি কা'বকে জিজ্ঞাসা করলাম- ওটা কোন নদী (যেখানে পশ্চিমারা এসে নোঙ্গর ফেলবে) ?? বললেন- "দরিয়ায়ে আরনাত" তথা হিমসে'র নদী।

ফুরাত (Euphrates) নদীকেন্দ্রিক যুদ্ধ...

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب ، فمن حضره فلا يأخذ منه.(صحيح البخاري،ج:6ص:2605 ، سنن الترمذي،ج:4ص:698)

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- অচিরেই ফুরাত নদী থেকে স্বর্ণের খনি বের হবে। সুতরাং ঐ সময় যারা সেখানে উপস্থিত থাকে, তারা যেন কেউ (ঐ স্বর্ণের খনি থেকে) কোন অংশ না নেয়ার চেষ্টা করে।

রাসূলে কারীম সা. ধনসম্পদকে স্বীয় উম্মাতের জন্য সবচে' ভয়ানক ফেতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। বলেছেন- لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال "প্রত্যেক উম্মাতের জন্যই একটা না একটা ফেতনা থাকে, আর আমার উম্মাতের ফেতনা হচ্ছে ধনসম্পদের ফেতনা। আর ফেতনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এথেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা। একারণেই নবী করীম সা. আমাদেরকে ধনসম্পদ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছেন। হাদিসটি ঐ সমস্ত লোকদের জন্য বিরাট উপদেশ রয়েছে, যারা আল্লাহ তা'লার বিধানসমূহকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার তুচ্ছ ধনসম্পদ উপার্জনে স্বচেষ্ট।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না ফুরাত নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় বের হবে। (স্বর্ণের পাহাড় দখলের জন্য) লোকেরা সেখানে যুদ্ধ

করবে। যুদ্ধকারীদের একশভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগ নিহত হয়ে যাবে। আর যে বেঁচে যাবে, সে মনে করবে যে, শুধুমাত্র আমিই বেঁচে আছি, আর সবাই মারা পড়েছে। (مسلم،ج:4ص:2219)

ফায়দা- ফুরাত নদীর কিনারে অবস্থিত "ফাল্লুজা" শহরে জোটসেনা এবং মুজাহিদীনের মধ্যে কয়েকটি মরণযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এখনও সেখানে প্রচন্ড গর্জন ও দফায় দফায় লড়াই চালু রয়েছে। তবে, জানা নেই যে, এই স্বর্ণের পাহাড় সম্পর্কে আমেরিকান বা কাফেরদের জ্ঞান রয়েছে কিনা..!! নাকি... হাদিসে স্বর্ণের পাহাড় বলতে অন্যকিছু উদ্দেশ্য...!!?? (আল্লাহই একমাত্র ভাল জানেন)।

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة ، كلهم ابن خليفة ، ثم لا يصير إلى واحد منهم ، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق ، فيقاتلونكم قتالا لم يقاتله قوم ، ثم ذكر شيئا فقال: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج ، فإنه خليفة الله المهدي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي.(مستدرك،ج:4ص:510 ، سنن ابن ماجة،ج:2ص:1367)

অনুবাদ- হযরত ছাওবান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- তোমাদের খনিজ ভান্ডারের কাছে তিন ব্যক্তি (তিনটি বড় বাহিনী) যুদ্ধ করবে। তিনজনই শাসকের ছেলে হবে। খনিজভান্ডার কারো কাছেই স্থানান্তরিত হবেনা। এরপর পূর্ব দিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা আগমণ করবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এত কঠোরভাবে যুদ্ধ করবে যে, এমন যুদ্ধ ইতিপূর্বে কেউ করতে সক্ষম হয়নি। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর তিনি কি যেন বললেন, আমি বুঝে উঠতে পারিনি। (ইবনে মাজা'র বর্ণনায় এর বিবরণ এসেছে যে,) অতপর আল্লাহর প্রতিনিধি ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তিনি বলেন যে, যখন তোমরা তাকে দেখতে পাবে, তখন তার হাতে বায়আত হয়ে যেও! (অর্থাৎ তার বাহিনীতে এসে শরীক হয়ে যেও!) যদিও তা করার জন্য তোমাদেরকে দূরদূরান্ত এলাকা থেকে বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে হাতপায়ে ভর দিয়ে ক্রলিং করে আসা লাগে।

(হাদিসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবী রহ.ও একে নির্ভরযোগ্য বলেছেন)

ফায়দা- উপরোক্ত খনিজভান্ডার দ্বারা হয়ত ফুরাত নদীর স্বর্ণের ভান্ডার উদ্দেশ্য। নাহয়ত কা'বা শরীফের খনিজভান্ডার উদ্দেশ্য, যা ইমাম মাহদী এসে উদ্ধার করবেন। এখানে উভয় দলই খনিজভান্ডারের আশায় পূর্বে থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে। অতপর পূর্ব দিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা আসবে, যারা পূর্ণ ইসলামী শাসনব্যবস্থা দাবী করবে। এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ..।

عن أبي الزاعِراءِ قال: ذُكر الدجال عند عبد الله بن مسعود ، فقال: يفترق الناس عند خُروجِه ثلاث فرقٍ ، فرقة تتبعه ، وفرقة تلحق بأهلها منابت الشيْحِ ، وفرقة تأخذ شطّ هذا الفراتِ ، يقاتلهم ويقاتلونه حتى يقتلون بغربيْ الشام ، فيَبْعثون طليعةً فيهم فرس أشقر أو أبلق ، فيقتتلون فلا يرجع منهم أحد. (مستدرك على الصحيحين،ج:4ص:641)

অনুবাদ- আবু যা'রা বলেন- একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. এর সামনে দাজ্জালের আলোচনা উঠলে তিনি বলতে লাগলেন যে, তার আত্মপ্রকাশের সময় মানুষ তিনদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল দাজ্জালের অনুসরণ করে তার পিছু পিছু চলে যাবে। দ্বিতীয়দল অভিভাবক হয়ে নিজেদের পরিবারকে নিয়ে ঘরে বসে যাবে। তৃতীয়দল ফুরাত নদীর কিনারায় লড়াইয়ে অটল থাকবে, দাজ্জাল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তারাও দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে। (লড়াই করতে করতে) শেষপর্যন্ত শামের পশ্চিমে গিয়ে যুদ্ধ করবে। অতপর তারা একটি অগ্রসেনানী প্রেরণ করবে, যাদের মধ্যে একজনের ঘোড়া হবে সাদাকালো দাগযুক্ত ও সুন্দর কেশবিশিষ্ট। তারা গিয়ে সেখানে যুদ্ধ করবে। সুতরাং তাদের থেকে কেউ আর ফিরে আসবেনা।

ফুরাত নদী এবং বর্তমান পরিস্থিতি...

দেখো...! কাফেলা যাতে ছুটে না যায়...।

ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা পাওয়া যায়, যেগুলো প্রকাশের মূল সময় কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অথচ পরবর্তীতে গিয়ে সেগুলোর প্রতিক্রিয়াসমূহ অনুভূত হয়েছে। বর্তমানেও আমাদের সামনে অন্তর্জাগানীয়া এবং মস্তিস্কে নাড়াদানকারী বহু ঘটনাই ঘটে চলেছে। যমানা কেয়ামতের চাল চেলে যাচ্ছে। পরিস্থিতি চিৎকার করে করে মানুষকে গভীর চিন্তাভাবনার দিকে আহবান করছে। কিন্তু অলসতার মরুভূমিতে পড়ে থাকা মুর্খ ব্যক্তিবর্গ আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবে। নবী করীম সা. এর হাদিসগুলোর উপর আমল করা তো দূরের কথা; বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানই এসকল বিষয়ে চিন্তাভাবনা করাটাকেও অনর্থক সময় নষ্ট করা বলে মনে করে থাকে। যখন তাদেরকে বলা হয় যে, নিজেদেরকে সামনের সে পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত কর, যে পরিস্থিতিতে জিহাদই হবে ঈমানেরে একমাত্র নিদর্শন। যে জিহাদ থেকে পেছনে থাকবে, তার ঈমানই তখন গ্রহনযোগ্য হবেনা। তখন সে বলে- এখনও সে সময় অনেক দূরে..। অথচ বাস্তবে সে নিজের দুর্বলতা, কাপুরুষতা আর দুনিয়ার মহব্বতের কারণে জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছেনা। কেননা, সে যদি তার কথায় সত্যবাদী হত, তবে অবশ্যই কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত। পাশাপাশি ঐ সকল পরিস্থিতি নিয়েও চিন্তাভাবনা করত, যার বিস্তারিত বিবরণ রাসূলে কারীম সা. চৌদ্দশত বছর পূর্বে দিয়ে গেছেন এবং বর্তমান যমানায় তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ফুরাত নদীর ব্যাপারে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বাঞ্ছনীয় ছিল যে, যখনই ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত ফাল্লুজা শহরে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তখনই ঈমানদারগণ তাদের চিন্তা-গবেষনার মনযোগকে ঐদিকে মনোনিবেশ করা। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, মুসলমানরাও আজ পরিস্থিতিগুলোকে পশ্চিমা মিডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত ফাল্লুজা শহরে সাম্প্রতিক সময়ে কতিপয় মরণযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। পাশাপাশি পূর্বদিক থেকে আসা কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরাও এখানে লড়াই করে চলেছে। তারা এমনভাবেই সেখানে লড়াই অব্যাহত রেখেছে, যা ইতিপূর্বে কখনো এমনভাবে অব্যাহত রাখা হয়নি। যদিও আমি দাবী করিনা যে, এটাই সেই বাহিনী; যার ব্যাপারে হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। হতে পারে- হাদিসে বর্ণিত সৈন্যদল পরবর্তীতে এসে উপস্থিত হবে। তবে, যে দু'টি কথা আমি উল্লেখ করেছি, তা সারাবিশ্বের মানুষই জানে যে, তা সত্য ও বাস্তব। যুদ্ধটিও ফুরাত নদীর তীরে হচ্ছে, কালো ঝান্ডাবাহী আল-কায়েদা মুজাহিদীনের একটি বড় অংশও সেখানে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। তারাই হচ্ছে ঐ সকল আরব মুজাহিদীন, যারা তালেবান অধঃপতনের পর পূর্ব (আফগানিস্তান) থেকে আরববিশ্বে ফিরে এসেছিল। এখন বিস্তারিত গবেষনা করা হচ্ছে উলামায়ে কেরামের কাজ। বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ, আবার সমস্ত মিডিয়াও কাফেরদের দখলে।

ঈমানদারদের কাছে একটিই অনুরোধ- বর্তমান পরিস্থিতিকে হাদিসে নববীর আলোকে বুঝতে চেষ্টা করুন...!! এখন থেকেই নিজেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রাখুন...! যদি অন্তরে সামান্যতম ঈমান অবশিষ্ট থাকে, আর ঈমান নিয়েই আল্লাহ তা'লার সাথে সাক্ষাত করতে চান। অন্যথায়- একটি কথা ভালো করে স্মরণ রাখবেন- ইমাম মাহদী এসে কাফেরদের সাথেই যুদ্ধ করবেন, তখন আর তরবিয়ত নেয়া বা কোন চিন্তাভাবনা করার সুযোগ মিলবেনা। শুধুমাত্র তারাই ইমাম মাহদীর দলে শরীক হতে সক্ষম হবে, যারা আগে থেকেই জিহাদের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে। এখনই সময় জাগ্রত হওয়ার..., এমনটি যাতে না হয় যে, অজানা কোন ঠিকানার দিকে ভ্রমণ চলছে... যখন হুশ এসেছে, তখন দেখি- কাফেলা অনেক দূরে চলে গেছে...।।

ইরাকের ফাল্লুজায় যুদ্ধরত মুজাহিদীন

ইমাম মাহদী আ. আবির্ভাবের নিদর্শনাবলী

হজ্বের মওসুমে মীনা প্রান্তরে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ...

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ذي القعدة تجاذب القبائل وتغادر ، فَيُنْهَبُ الحاجُّ ، فتكون ملحمةٌ بمِنَى ، يُكثر فيها القتلى ، ويسيل فيها الدماء حتى تسيل دمائهم على عَقْبَة الجمْرة ، وحتى يهربَ صاحبُهم فيأتي بين الركن والمقام ، فَيُبايَع وهو كارهٌ ، يُقال له: إن أبيتَ ضربْنا عنقَك ، يبايعه مثل عدة أهل بدر ، يَرضَى عنهم ساكنُ السماء وساكنُ الأرض. (المستدرك على الصحيحين،ج:4ص:549)

অনুবাদ- হযরত আমর বিন শুআইব, তার পিতা, তারা দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- যিলকা'দা মাসে বংশীয় গোত্রসমূহের মাঝে পারস্পরিক মতানৈক্য দেখা দেবে। প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে দেয়া হবে। ফলশ্রুতিতে হাজ্বিদেরকে লুট করা হবে। মিনা প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তাতে প্রচুর পরিমাণে হত্যাযজ্ঞ হবে। রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। শেষপর্যন্ত "আকবাতুল জামরা"তেও রক্ত বইতে থাকবে। পরিস্থিতি এই পর্যন্ত পৌছবে যে, তাদের সাথী (ইমাম মাহদী) পালিয়ে কা'বা শরীফের "রুকুন" এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে আসবে। অতপর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁর হাতে সকলকে বায়আত করা হবে। তাকে বলা হবে যে, আপনি আমাদের বায়আত নিতে অস্বীকার করলে আমরা আপনার গর্দান উড়িয়ে দেব। অতপর বদর যুদ্ধাদের সংখ্যা পরিমাণ (৩১৩ জন) লোক উনার হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি আসমান ও যমিনের বাসিন্দাগণ সকলেই খুশি থাকবে।

মুস্তাদরাকের দ্বিতীয় বর্ণনায় নিম্নোক্ত বিষয়টি যোগ হয়েছে- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন- যখন লোকেরা পলায়ন করে ইমাম মাহদীর কাছে আসবে, তখন ইমাম মাহদী কা'বার চাদর গায়ে জড়িয়ে ক্রন্দনরত থাকবেন। (আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন) মনে হয় যে, আমি মাহদীর চোখের অশ্রু প্রত্যক্ষ করতে পারছি। সুতরাং লোকেরা (মাহদীকে বলবে যে,) আসুন! আমরা আপনার হাতে বায়আত হব। তখন তিনি বলবেন- আফসোস! তোমরা তো কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ! কত বেশি পরিমাণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছ..! অতপর তিনি মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাদেরকে বায়আত করে নেবেন। (আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন-) ওহে লোকসকল! তোমরা যখন তাকে পেয়ে যাবে, তখন তার হায়ে বায়আত হয়ে যেও!! কেননা, তিনি দুনিয়াতেও মাহদী, আসমানেও মাহদী।

ফায়দা- (১) হাদিসে মিনা প্রান্তরে মহা দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। এত বড় ঘটনা তো আকস্মিক ঘটে যাবেনা; বরং বাতিল শক্তি এর জন্য পূর্বে থেকেই সবকিছু প্রস্তুত করে রাখবে।

(২) ইমাম মাহদীর হাতে প্রথমবার বায়আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা বদর যুদ্ধাদের সংখ্যার পরিমাণ হবে। অর্থাৎ তিনশত তের জন। নুআইম বিন হাম্মাদ স্বীয় গ্রন্থ "আলফিতান"এ এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি এনেছেন :-

ইমাম যুহরী বলেন- ঐ বৎসর (ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বৎসর) দু'জন ঘোষক ঘোষনা করবে। আসমান থেকে একজন ঘোষনা করবে যে, ওহে লোকসকল! তোমাদের আমীর হচ্ছে অমুক ব্যক্তি। আর যমিন থেকে একজন ঘোষনা করবে যে, ওই (আসমানের) ঘোষনাকারী মিথ্যা বলেছে। অতপর যমিনের ঘোষকের সমর্থনকারীগণ যুদ্ধ করবে। ফলশ্রুতিতে বৃক্ষের জড়সমূহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। আর সেদিন (যার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেছেন যে,) এটা ঐ বাহিনী, যাকে جيش البراذع (ঘোড়ার জিণ ধারণকারী সেনাদল) বলা হয়ে থাকে। তারা নিজেদের ঘোড়ার জিণ' (গদি) ছিড়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে। সুতরাং (যখন কাফের এবং মুসলমানদের মধ্যে এ লড়াই হবে) তখন আসমানের ঘোষকের সমর্থনকারীদের মধ্যে

কেবল বদর যুদ্ধাদের সংখ্যা পরিমাণ তিনশত তেরজন লোক বেঁচে থাকবে। অতপর মুসলমানদেরকে সাহায্য করা হবে। অতপর তারা (মুসলমানগণ) তাদের সাথীর কাছে ফিরে আসবে। (ضعيف ، ولكن نعيم بن حماد ذكر بإسناد آخر ذكرا يوافقه ما لا نقص فيه)

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- মদীনার দিকে একদল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হবে। তারা নবী করীম সা. এর বংশীয় লোকদেরকে হত্যা করে ফেলবে। তখন মাহদী ও মুবাইয়ায দু'জনে পালিয়ে মক্কায় চলে আসবে। (كنز العمال،ج:2ص:33)

রমযান মাসে বিকট আওয়াজ...

عن فيروز الديلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في رمضان صوت ، قالوا: يا رسول الله ! في أوله أو في وسطه أو في آخره ؟ قال: لا.. بل في النصف من رمضان ، إذا كانت ليلة النصف ليلة الجمعة يكون صوت من السماء ، يصعق له سبعون ألفا ، ويخرس سبعون ألفا ، ويعمَى سبعون ألفا ، ويَصُمُّ سبعون ألفا ، قالوا: يا رسول الله ! فمَنِ السالم من أمتك ؟ قال: مَن لزم بيته ، وتعوَّذ بالسجود وجهَّر بالتكبير لله ، ثم يتبَعُه صوتٌ آخر ، فالصوت الأول صوت جبريل ، والثاني صوتُ الشيطان. فالصوت في رمضان ، والمعمعة في شوال ، ويميز القبائل في ذي القعدة ، ويُغَارُ على الحُجّاج في ذي الحجة وفي المحرم ، وما المحرم ؟ أوله بلاء على أمتي وآخره فرج لأمتي. الراحلة بقتبها ينجو عليها المؤمن خير له من دسكرة تغل مأة ألف. (المعجم الكبير،ج:18ص:332)

অনুবাদ- হযরত ফিরোজ দাইলামী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- রমযান মাসে একটি বিকট আওয়াজ হবে। সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন- রমযানের শুরুতে ?? মাঝে ?? নাকি শেষে ?? উত্তরে বললেন- বরং রমযানের মাঝামাঝিতে। যখন ১৫ই রমযানের রাত্রিটি জুমা'র রাত্রি হবে, তখন আসমান থেকে একটি বিকট আওয়াজ আসবে। এই আওয়াজ শুনে সত্তর হাজার লোক তৎক্ষনাৎ বেহুশ হয়ে যাবে। অন্য সত্তর হাজার লোক বোবা হয়ে যাবে। অপর সত্তর হাজার অন্ধ হয়ে যাবে। সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন- তাহলে উম্মতের মধ্যে কারা বাঁচতে সক্ষম হবে ?? উত্তরে বললেন- যারা নিজেদের ঘরে অবস্থান করে সেজদায় গিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থণা করবে এবং স্বজোরে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতে থাকবে। এরপর আরেকটি আওয়াজ আসবে। প্রথম আওয়াজটি হবে জিবরাঈলের। দ্বিতীয় আওয়াজটি হবে শয়তানের। (ঘটনার ধারাবাহিকতা এই হবে-) বিকট আওয়াজ আসবে রমযান মাসে। প্রচন্ড যুদ্ধ হবে শাওয়াল মাসে। আরবের গোত্রসমূহ বিদ্রোহ করবে যিলকা'দা মাসে। আর হাজ্বীদেরকে লুট করা হবে যিলহজ্ব মাসে। বাকী রইল মুহাররাম মাস। সুতরাং মুহাররাম মাসের প্রাথমিক দিনগুলি আমার উম্মতের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ হবে। আর শেষ দিনগুলো উম্মতের জন্য মুক্তির দিন হবে। সেদিন মুসলমানদের কাজওয়া'বিশিষ্ট আরোহণগুলি (যার মাধ্যমে তারা মুক্তি পাবে) তাদের জন্য একলাখ দিনারের চেয়েও বেশি দামী বিলাসী বাড়ী অপেক্ষা উত্তম হবে।

(فيه عبد الوهاب بن الضحاك ، متروك ، فالرواية ضعيفة (مجمع الزوائد،ج:7ص:310)

অন্য বর্ণনায়- "সত্তর হাজার বোবা হয়ে যাবে, সত্তর হাজার নারীর কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।" (السنن الواردة في الفتن)

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- রমযান মাসে বিকট আওয়াজ হবে। যিলকা'দা মাসে আরবের সম্প্রদায়সমূহ বিদ্রোহ করবে। যিলহজ্ব মাসে হাজ্বিদেরকে লুট করা হবে। (তাবরানী রহ. বর্ণনাটিকে الأوسط গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যাতে শাহর বিন হাওশাব বর্ণনাকারী যায়ীফ) (

(مجمع الزوائد،ج:7ص:310

ইয়াযিদ ইবনে সিন্দী হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশের নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে- পশ্চিম দিক থেকে ঝান্ডাবাহী লোকেরা আসবে। যার নেতৃত্বে থাকবে বনূ কান্দাহ গোত্রের একজন ল্যাংড়া ব্যক্তি। সুতরাং পশ্চিমারা যখন মিসরে এসে যাবে, তখন শামবাসীদের জন্য মাটির তলদেশ উত্তম হবে।(السنن الواردة في الفتن)

ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ...

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون اختلاف عند موت خليفة ، فيخرج رجل من بني هاشم ، فيأتي مكة ، فيستخرجه الناس من بيته وهو كاره ، فيبايعونه بين الركن والمقام ، فيجهز إليه جيش من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم ، فيأتيه عصائب العراق وأبدال الشام ، وينشأ رجل بالشام أخواله كلب ، فيجهز إليه جيشا ، فيهزمهم الله فتكون الدائرة عليهم ، فذلك يوم كلب ، الخائب من خاب من غنيمة كلب ، فيستفتح الكنوز ، ويقسم الأموال ، ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض ، فيعيش بذلك سبع سنين أو قال تسع سنين. (المعجم الأوسط،ج:2ص:35 ، مسند أبي يعلى:6940 ، مسند ابن حبان:6757 ، المعجم الكبير:931) قال المحقق سليم أسد: رواية مسند أبي يعلى حسن من طريق الإمام المجاهد.

অনুবাদ- উম্মুল মুমেনীন উম্মে ছালামা রা. বলেন যে, আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি, একজন খলীফার মৃত্যুর পর বিরাট মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। অতপর বনী হাশেম গোত্রের একজন ব্যক্তি পলায়ন করে মক্কায় চলে যাবে। লোকেরা (তাকে চিনে ফেলবে যে, সেই হচ্ছে আখেরী যমানার ইমাম মাহদী, তাই) তাকে ঘর থেকে বের করে এনে কা'বা শরীফে হজরে আসওয়াদ এবং মাক্বামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে অনিচ্ছা সত্তেও তার হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। (ঐ বায়আতের খবর শুনে) শাম থেকে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হবে। ঐ বাহিনী যখন "বায়দা" নামক স্থানে এসে পৌছবে, তখন তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। অতপর মাহদীর কাছে ইরাকের ওলীআল্লাহগণ এবং শামের আবদাল ব্যক্তিগণ এসে মিলিত হবে। অতপর শামে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যার মামাদের সম্পর্ক হবে হবে বনূ কালবের সাথে। সে তার বাহিনীকে (বনী হাশেমের) ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করবে। আল্লাহ তা'লা ঐ বাহিনীকে পরাজিত করবেন। ফলে তার উপর কঠিন পরিস্থিতি আবর্তিত হবে। ওটাকেই বলা হবে "জঙ্গে কালব"। আর যে ব্যক্তি বনূ কালবের গনীমত থেকে বঞ্চিত থাকল, সেই আসল বঞ্চিত ব্যক্তি। অতপর সে (মাহদী) যমিনের ভান্ডারগুলো উন্মোচন করে মানুষের মাঝে বন্টন করবে। ইসলাম পূণরায় পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হবে। এভাবে সে (মাহদী) সাত বা নয় বৎসর ইসলামী শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করবে।

বর্ণনাটিকে তাবরানী রহ. الأوسط গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য) (مجمع الزوائد،ج:7ص:315

আবূ দাউদের বর্ণনায় আরো কিছু যোগ হয়েছে- "অতপর সে (মাহদী) ইন্তেকাল করবে, এবং মুসলমানগণ তার জানাযার নামাযে শরীক হবে।"

ফায়দা- বনী হাশেমের ঐ ব্যক্তি, যার হাতে বায়আত করা হবে, তার নাম হবে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ অথবা আহমদ বিন আব্দুল্লাহ। তিনি "মাহদী" উপাধিতে সুপ্রসিদ্ধ থাকবেন।

তাবরানীর বর্ণনায়- প্রাথমিক পর্যায়ে বায়আতকারীদের সংখ্যা (৩১৩) তিনশত তেরজন বর্ণিত হয়েছে। (المعجم الأوسط،ج:9ص:176)

হাদিসে বর্ণিত "মদীনা" বলতে যদি মদীনা মুনাওয়ারা উদ্দেশ্য হয়, তবে মৃত্যুবরণকারী খলীফা সৌদি আরবের খলীফা হবে। তার মৃত্যুর পর খলীফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। আর মাহদী এ মতান্যৈক্য থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে মক্কায় চলে আসবে। অথবা "মদীনা" বলতে কোন বাদশার শহর উদ্দেশ্য। (عون المعبود)

ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের খবর শুনা মাত্রই শাম থেকে একটি বাহিনী প্রেরিত হবে। তার মানে হচ্ছে যে, কাফেরগণ পূর্বে থেকেই ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় থাকবে এবং স্বীয় গোয়েন্দাদের মাধ্যমে হারাম শরীফের উপর পূর্ণ নজর রাখবে। উপরোক্ত বর্ণনায় শুধুমাত্র এতটুকু ইঙ্গিত এসেছে যে, বাহিনী প্রেরণকারীর মামাগণ হবে বনূ কালব সম্প্রদায়ের। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা তূরবাশ্তী রহ. বলেন- "যখন সূফিয়ানী- ইমাম মাহদীর সাথে লড়াই করার ইচ্ছা করবে, তখন সে তার মামাদের থেকে সাহায্য প্রার্থণা করবে"। (عون المعبود) তার মানে- বনূ কালব-ও তখন কোন আরব রাষ্ট্রের শাসনপদে অধিষ্ঠিত থাকবে এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে মিলিত থাকবে। তাবরানীর অন্য বর্ণনায় ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তার সম্পর্ক কুরাইশ বংশের সাথে। অন্যান্য বর্ণনায়- সে "সূফিয়ানী" নামে প্রসিদ্ধ থাকবে। তার সম্পর্কে সামনে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ...।

بيدا (বায়দা) শামের একটি এলাকার নাম। আবার بيداء (বায়দা) জর্ডানের-ও এলাকার নাম। কিন্তু মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম নববী রহ.এর মতে- এখানে "বায়দা" বলতে মদীনা মুনাওয়ারার সন্নিকটে "যুলহুলাইফা" নামক স্থানের "বায়দা" উদ্দেশ্য।

ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে প্রেরিত প্রথম বাহিনীকে যখন বায়দা'য় ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, তখন মাহদী মুজাহিদীনকে নিয়ে শামের দিকে রওয়ানা হবেন। সেখানে তিনি দ্বিতীয় বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করবেন এবং তাদেরকে পরাজিত করবেন। দ্বিতীয় বাহিনীর সাথে কৃত যুদ্ধটিকেই "জঙ্গে কালব" বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যার নেতৃত্বে থাকা "সূফিয়ানী" নামক ব্যক্তিকে ইসরায়েলের بحيرة طبرية (Lake of Tiberius)এর নিকটবর্তী স্থানে হত্যা করা হবে। (السنن الواردة في الفتن)

"আবদাল" ওলী-আউলিয়াগণের একটি স্তরকে বলা হয়। পৃথিবীতে আবদালের সংখ্যা সবসময় সত্তরজন থাকে। তন্মধ্যে চল্লিশজন আবদাল- শামে (সিরিয়া, ফিলিস্তীন, জর্ডান, লেবাননে) অবস্থান করেন। বাকী ত্রিশজন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। আল্লামা সূয়ূতী রহ. جمع الجوامع গ্রন্থে হযরত আলী র. এর উক্তিটি বর্ণনা করেছেন- "আবদালগণ যে এত উচ্চ স্তরে পৌছেছে, তা বেশি বেশি নামায-রোযা করার কারণে নয়; বরং তাদেরকে ঐ মর্যাদা দেয়া হয়েছে তাদের দানশীলতা, উম্মতির প্রতি গভীর দরদ, পরিস্কার অন্তর এবং মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী হওয়ার কারণে।”

অন্য এক বর্ণনায় হযরত মুআয বিন জাবাল রা. বলেন- যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি গুণ পাওয়া যাবে -অর্থাৎ তক্বদীরের প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি, নিষিদ্ধ কথা/কাজগুলো থেকে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য মনে গোস্বা উদয় হওয়া- ঐ ব্যক্তিকে আবদালের তালিকায় গণ্য করা হবে। (مظاهر حق جديد،ج:5ص: 43،44)

"সূফিয়ানী" কে...??

عن عبد الله بن القبطية قال: دخلت أنا والحسن بن علي على أم سلمة رضي الله عنها ، فقال: حدثيني عن جيش الخسف! فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج السفياني بالشام ، فيسير إلى الكوفة ، فيبعث جيشا إلى المدينة ، فيقاتلون ما شاء الله حتى يقتل الحبل في بطن أمه ، ويعوذ

عائذ من ولد فاطمة أو قال: من ولد علي بالحرم ، فيخرجون إليه ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض ، خسف بهم غير رجل ينذر الناس.(علل ابن أبي حاتم،ج:2ص:425)

অনুবাদ- আব্দুল্লাহ বিন কিবতীয়্যা বলেন যে, আমি এবং হাসান বিন আলী রা. উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে ছালামা রা. এর কাছে গেলাম। তখন হাসান রা. বললেন- হে উম্মুল মুমেনীন! আমাদের কাছে ধ্বসিয়ে দেয়া বাহিনীর ব্যাপারে বর্ণনা করুন! তখন উম্মে ছালামা রা. বলতে লাগলেন যে, আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি যে, সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে শাম (বর্তমান জর্ডান, ফিলিস্তীন, ইসরায়েল, সিরিয়া, লেবানন) থেকে। অতপর সে কূফা'র দিকে রওয়ানা হবে। তখন সে মদীনার দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করবে। অতপর তারা এসে যুদ্ধ করতে থাকবে... যতদিন আল্লাহ তা'লা চান- এমনকি মায়ের পেট ফেড়ে বাচ্চাটিকেও পর্যন্ত হত্যা করে দেবে। এমতাবস্থায় ফাতেমা রা. বা আলী রা. এর সন্তানদের মধ্যে একজন ব্যক্তি পালিয়ে হারাম শরীফে এসে আশ্রয় নিবে। (তাকে গ্রেফতার করার জন্য) ঐ বাহিনী মক্কার দিকে রওয়ানা হবে। "বায়দা" নামক স্থানে আসা মাত্রই তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি ধ্বসে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে, যে মানুষকে এসে ধ্বসের সংবাদ দিবে।

قال ابن أبي حاتم: أخبرني أبي أنه عبيد الله بن قبطية. وذكر الإمام حاكم رواية مثله على شرط الشيخين ، وصححه ، ووافقه الإمام الذهبي.

নুআইম বিন হাম্মাদ "আলফিতান" গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, হযরত কা'ব রা. বলেন- আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযিদ গর্ভধারণকাল পরিমাণ শাসক পদে অধিষ্ঠিত থাকবে। তার নাম হবে الأزهر ابن الكلبية (আযহার বিন কালবীয়্যা) অথবা الزهري بن الكلبية (যুহরী বিন কালবীয়্যা)। সে "সুফিয়ানী" নামে প্রসিদ্ধ থাকবে।

হযরত কা'ব রা. বলেন যে, সুফিয়ানীর নাম হবে আব্দুল্লাহ। (الفتن نعيم بن حماد، ج:1ص:279)

"আলফিতান" গ্রন্থের বর্ণনায়- সুফিয়ানী আত্মপ্রকাশ ঘটবে পশ্চিম শামের "ইন্দার" নামক স্থান থেকে। (ج:1ص:278)

ফায়দা- বর্তমান সময়ে "ইন্দার" (Indur) হচ্ছে উত্তর ইসরায়েলের الناصره (আল-নাযেরাত) (Nazareth) জেলার একটি ছোট্ট শহরের নাম। ১৯৪৮ সালের ২৪মে শহরটিকে ইসরায়েল দখল করে নিয়েছিল।

মেশকাতের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ "মাযাহেরে হক জাদীদ"-এ নিম্নোক্ত বর্ণনা আনা হয়েছ- হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- সূফিয়ানী বংশীয় দিক থেকে খালিদ বিন ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান রা.এর সাথে সম্পর্কিত হবে। সে বড়মাথাবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত বিশ্রী চেহারার অধিকারী হবে। তার চোখে সাদা একটি দাগ থাকবে। দামেস্কের দিক থেকে তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তার সাথে বনূ কালব গোত্রের লোক বেশি থাকবে। মানুষের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তার অভ্যাস হবে। এমনকি গর্ভবতি মহিলার পেট ফেঁড়ে সন্তান বের করে হত্যা করে ফেলা হবে। ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের খবর শুনে মাহদীকে হত্যা করার জন্য সে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করবে। (مظاهر حق جديد،ج:5ص:43)

এছাড়াও আরো অন্যান্য বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, সুফিয়ানী ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের কিছু পূর্বে থেকে শাম/জর্ডান/ফিলিস্তীন এর কোন এক জায়াগায় অবস্থান করবে। "ফাইযুল কাদীর" গ্রন্থানুযায়ী- "প্রাথমিক পর্যায়ে সে অনেক মুত্তাকী, পরহেযগার এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে প্রসিদ্ধ থাকবে। এমনকি শামের মসজিদগুলোকে তার নামে খুতবা-ও পাঠ করা হবে। অতপর যখন সে মজবুত হয়ে যাবে, তখন তার অন্তর থেকে ঈমান বের হয়ে যাবে এবং সে জুলুম-অত্যাচার আর খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। (فيض القدير،ج:4ص:128)

তার মানে হচ্ছে- তাকে মুসলমানদের মধ্যে একজন মহান পথপ্রদর্শক এবং হিরো হিসেবে পেশ করা

হবে, যেমনটি বাতিল শক্তির লোকেরা সবসময় করে থাকে। অন্য বর্ণনায়- সে পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করবে। তো হতে পারে যে, পশ্চিমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করার বিষয়টিও একটি ড্রামা হবে, যেন ইসলামী বিশ্বে তাকে মহান বিজেতা বা পথপ্রদর্শক বলে মেনে নেয়া হয়।

এরপর সে তার প্রকৃত চেহারায় প্রকাশ পাবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে দু'দু'টি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করবে। একটি মদীনার দিকে। অপরটি পূর্ব (ইরাকের) দিকে। মদীনায় তার বাহিনী তিনদিন পর্যন্ত লুটতরাজ করে যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হবে এবং "বায়দা" নামক স্থানে এসে পৌছবে, তখন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন জিবরাঈলকে ঐ বাহিনী ধ্বসিয়ে দেয়ার আদেশ করবেন। ফলে ঐ বাহিনী যমিনের নিচে ধ্বসে যাবে। দ্বিতীয় বাহিনী বাগদাদের দিকে যাবে, সেখানেও তারা লুটমার এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালাবে। (تفسير قرطبي،ج:14ص:315) যেই তাদের বিরুদ্ধাচারণ করবে, তাকেই হত্যা করে ফেলা হবে। এমনকি গর্ভবতী মহিলার পেট ফেঁড়ে বাচ্চাকে বের করে বাচ্চাকে পর্যন্ত হত্যা করে ফেলা হবে। (مستدرك،ج:4ص:565)

নুআইম বিন হাম্মাদের "আলফিতান" গ্রন্থের কতিপয় বর্ণনা থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, সূফিয়ানী খোরাসানের মুজাহিদীন এবং আরব মুজাহিদীনের বিপরীতেও বাহিনী প্রেরণ করবে।

النفس الزكية তথা পবিত্র আত্মার শাহাদতবরণ...

مجاهد قال: حدثني فلان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن المهدي لا يخرج حتى تقتل النفس الزكية ، فإذا قتلت النفس الزكية ، غضب عليهم من في السماء ومن في الأرض ، فأتى الناس المهدي ، فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها ، وهو يملأ الأرض قسطا وعدلا ، وتخرج الأرض نباتها وتمطر السماء مطرها ، وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعمها قط. (مصنف ابن أبي شيبة،ج:7ص:514) قال العلامة حسين أحمد المدني: أن جميع رواتها ثقات ، وجعله الألباني منكرا.

অনুবাদ- মুজাহিদ রহ. বলেন যে, আমাকে নবী করীম সা.এর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, মাহদী ততক্ষণ পর্যন্ত আসবেননা, যতক্ষণ না পবিত্র আত্মাকে শহীদ করে ফেলা হবে। সুতরাং যখন পবিত্র আত্মাকে শহীদ করে ফেলা হবে, তখন যমীন-আসমানের সকল বাসিন্দাগণ হত্যাকারীদের উপর রাগান্বিত হয়ে যাবে। এরপর লোকেরা মাহদীর কাছে এসে তাকে এমন সুসজ্জিত (অনুসরণ) করবে, যেমননাকি নববধূকে সাজিয়ে বাসররাতে তার স্বামীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সে (মাহদী) যমিনকে ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের মাধ্যমে ভরে দেবে। তার সময়ে যমিন তার অভ্যন্তরে থাকা উদ্ভিতগুলোকে উত্তমরূপে প্রকাশ করবে এবং আসমান তার বরকতময় বৃষ্টি দ্বারা যমিনকে পূর্ণ করে দেবে। আমার উম্মত তার সময়ে এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করবে যে, এরকম সুখের জীবন তারা ইতিপূর্বে যাপন করেনি।

ফায়দা- পবিত্র আত্মাকে শহীদ করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'লার কাছে সে এতই প্রিয় হবে যে, তার শাহাদতে যমিন-আসমানের বাসিন্দাগণ রাগান্বিত হয়ে যাবে। পাশাপাশি সে ঈমানদারদের কাছেও সুপ্রিয় হবে। (চিন্তার বিষয়...)

উপরোক্ত বর্ণনায় রাসূলে কারীম সা. স্বীয় উম্মতকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, যত প্রিয় ব্যক্তিত্বই শহীদ হয়ে যাক না কেন..!! জিহাদের মিশনকে ছেড়ে দিয়োনা! বরং স্বীয় মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে!! কেননা, বড় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বড় ধরনের ত্যাগ দিতে হয়। ঐ মিশনকে মঞ্জিলে মকসুদে পৌছানোর জন্য আল্লাহ পাক মহামূল্যবাণ পদ্ধতি আমাদেরকে দান করেছেন। যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে রাসূলে আরাবী সা. নিজের দন্ত মুবারক শহীদ করেছিলেন। প্রিয় সাথীদেরকে হারিয়েছিলেন।

মুজাহিদীনকে সবসময় স্মরণ রাখা চাই যে, যত বড় ব্যক্তিই-প্রিয় মানুষ শহীদ হয়ে যাক..!! অতি দ্রুত আপনি-ও তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবেন। অতপর স্বীয় প্রভূর সাথে সাক্ষাত..। জান্নাতী হূরদের

মজলিসে..। এগুলো তো সকল মুজাহিদীনের কাছেই প্রিয় বিষয়। সুতরাং কোন সময় টেনশন করতে নেই, বরং সবসময় স্বীয় মিশনে অটল থাকা চাই। তবে হ্যাঁ..! সবসময় এই দোয়া করা চাই- হে আল্লাহ!! আপনি আপনার প্রিয় ব্যক্তিদের উপর আপনার দুশমনদেরকে হাসিঠাট্টা করার সুযোগ দিয়েননা..!!! (আমীন)

রাসূলে কারীম সা.এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এবং মুসলমানদের দায়িত্ব...

মিসরের বাদশার দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা যখন ইউসুফ আ. প্রদান করেছিলেন যে, তোমাদের উপর সাতটি বৎসর অত্যন্ত কঠিন ও দুর্ভিক্ষপূর্ণ হবে। সাথে সাথে তিনি ঐ সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার জন্য পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে বাদশাহ প্রজাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। ঠিক তেমনি মুহাম্মাদে আরাবী সা.-ও চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই আমাদেরকে খবর দিয়েছেন যে, দেখো!! অমুক অমুক মুসলিম রাষ্ট্রের উপর এরকম এরকম পরিস্থিতি আসবে। তাই পূর্বেথেকেই তোমরা এর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে রেখো!!

কিন্তু হায়...!! মুসলমানগণ যদি রাসূলের এ কথাগুলোর উপর আমল করত..। বরং তা না করে অলসতার গভীর সমুদ্রের পঁচা পানিতে নিমজ্জিত হওয়াকে তকদীরের লিখন বলে তারা নিজেদের অযোগ্যতা নিয়ে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ করছে। অথচ আজ যদি পশ্চিমা মিডিয়ার পক্ষ থেকে এই ঘোষনা করা হয় যে, "অমুক শহরের মধ্যে সামুদ্রিক তুফান আসার সম্ভাবনা রয়েছে" অথবা "অমুক শহরটি দু'দিনের মধ্যে মারাত্মক ভূমিকম্পের সম্মুখীন হবে, তাই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাসিন্দাদেরকে শহর ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে..", তাহলে আপনি দেখবেন যে, ঘোষনার পর শহরে একটি কুকুর-ও নেই। বরং শহরবাসী এমনভাবে সেখান থেকে পলায়ন করবে, মনে হয় যে, লিখিত মরণ থেকেও তারা পলায়ন করতে সক্ষম। এই যদি অবস্থা হয়.. তবে মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর স্পষ্ট হাদিসগুলো শুনেও কি মুসলমানদের মধ্যে কোনরূপ জাগরণ সৃষ্টি হবেনা..???!!!

বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলমানদের সামরিক হেডকোয়ার্টার...

عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. (سنن أبي داود،ج:4ص: 111 ، مستدرك،ج:4ص:532 ، المغني لابن قدامة،ج:9ص:169). فرواية أبي داود صححها الألباني في السلسلة الصحيحة والضعيفة ، وأما رواية المستدرك فصححه الحاكم ، ووافقه الإمام الذهبي.

অনুবাদ- হযরত আবূ দারদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলমানদের তাবু (ফিল্ড হেডকোয়ার্টার) থাকবে শামের উত্তম শহর দামেস্কের নিকটবর্তী "আলগূতা" নামক স্থানে।

আলগুতা এলাকার একটি মনোরম দৃশ্য

ফায়দা- "আলগূতা" (Al ghutah) হচ্ছে শামের প্রসিদ্ধ শহর দামেস্ক থেকে প্রায় সাড়ে আট কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি এলাকা। এখানকার আবহাওয়া সাধারণত গরম ও শুস্ক থাকে। জুলাই মাসে গরমের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ১৬.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আর সর্বোচ্চ ৪০,৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। পক্ষান্তরে জানুয়ারী মাসে গরমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯.৩ ডিগ্রি। এবং সর্বোচ্চ ১৬.৫ ডিগ্রি। এখানে জীবনধারনের উপকরণসমূহ যথা- পানি, বৃক্ষ ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান।

স্যাটেলাইট থেকে নেয়া আলগুতা এলাকার একাংশ

ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ...

ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে একটি ব্যাপার স্মরণ রাখা দরকার, ইমাম মাহদীর সময় বিশ্বযুদ্ধ বা মহাযুদ্ধ হবে। অর্থাৎ হক আর বাতিলের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধ। যেখানে উভয় বাহিনীর কেহই পেছনে পলায়ন করে যাবেনা; উভয় দল'ই আমরণ যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে চাইবে। একারণেই এ বিশ্বযুদ্ধটি কয়েকটি বড় বড় লড়াইয়ে সন্নিবেশিত হবে। পাশাপাশি বিশ্বযুদ্ধটি শুধুমাত্র ইমাম মাহদীর এলাকাতেই হবেনা। বরং একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় মুজাহিদীন ঘাটি গেঁড়ে লড়াই করতে থাকবে। তন্মধ্যে একটিতে স্বয়ং ইমাম মাহদী নিজে নেতৃত্বে থেকে যুদ্ধ করবেন। মুজাহিদীনের দ্বিতীয় ঘাটি থাকবে ফিলিস্তীনে। তৃতীয় ঘাটি থাকবে ইরাকে, একে হাদিসের মধ্যে "দরিয়ায়ে ফুরাত" নামক ঘাটি বলা হয়েছে। মুজাহিদীনের আরো একটি বড় ঘাটি থাকবে হিন্দুস্তানে (ভারতে)। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে আরো ছোট ছোট ঘাটি হতে পারে।

তবে হ্যাঁ...!! মুজাহিদীনের ঘাটিসমূহ বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই থাকুক না কেন!! এর মূল নেতৃত্বে থাকবেন "আলগূতা" প্রান্তরে থাকা ইমাম মাহদী। প্রত্যেক ঘাটির কমান্ডারদের সাথেই ইমাম মাহদীর যোগাযোগ থাকবে। সেনাবিষয়ক জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এগুলো সহজেই বুঝতে পারবেন। কেননা, বর্তমান সময়েও মুজাহিদীন এ পদ্ধতি অবলম্বন করেই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমান্ড হয় এক স্থান থেকে। কিন্তু এর অধীনে থেকে মুজাহিদীন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুশমনদের উপর আক্রমণ করতে থাকে। সুতরাং এসকল ব্যাপারগুলোকে মস্তিস্কে রেখেই সামনের হাদিসগুলোকে অধ্যয়ন করা চাই। পাশাপাশি আরেকটি কথা স্মরণ রাখা চাই যে, যুদ্ধগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে কখনো নবী করীম সা. অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে পূর্ণ ইতিহাসের বিবরণ দিয়েছেন। আবার কখনো কম আলোচনা বা অল্পবিস্তর আলোচনা করে ক্ষান্ত হয়েছেন। একারণেই কখনো কখনো পাঠকদের মনে হাদিসগুলোর মাঝে পারস্পরিক বৈপরিত্ব (Contradiction) অনুভূত হতে পারে। বাস্তবে কোন বৈপরিত্ব নেই।

রূমীদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি এবং যুদ্ধ...

عن ذي مخبر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا ، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم ، فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا

بمرج ذي تلول ، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب ، فيقول: غلب الصليب ، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه ، فعند ذلك تغدر الروم ، وتجمع للملحمة. (مشكاة المصابيح ، الفصل الثاني، رواه أبو داود) قال العلامة الألباني: صحيح.

অনুবাদ- হযরত যি মিখবার রা. (নাজ্জাশীর ভাতিজা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলে কারীম সা.কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা রূমকদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি করবে। অতপর তোমরা এবং রূমকগণ মিলে তৃতীয় কোন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে। ফলে তোমরা প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল অর্জন করবে। অতপর তোমরা নিরাপদে ফিরে আসবে। অতপর যখন তোমরা সবুজ শ্যামল উঁচু টিলাময় এক ভূমিতে অবতরণ করবে। তখন একজন খৃষ্টান ক্রোশ উঁচু করে বলবে যে, ক্রোশের বিজয় হয়েছে। একথা শুনে মুসলমানদের থেকে একজন "বরং আল্লাহর বিজয় হয়েছে" বলে গোস্বায় ক্রোশ ভেঙ্গে ফেলবে। ফলে রূমীগণ পূর্বের কৃত চুক্তি ভেঙ্গে মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। তখন ঈমানদারগণও অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে। মুসলমানদের এ দলটিকে আল্লাহ তা'লা শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করবেন।

সহীহ ইবনে হিব্বান এবং মুস্তাদরাকের বর্ণনায় নিম্নোক্ত বাক্যাবলী সংযোজিত হয়েছে- "অতপর রূমীগণ তাদের বাদশার কাছে বলবে যে, আরবদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে আমরাই যথেষ্ট! অতপর তারা বিশ্বযুদ্ধের জন্য একত্রিত হবে এবং আশিটি ঝান্ডার অধীনে তারা আগমন করবে। প্রতিটি ঝান্ডার নিচে বার হাজার করে সিপাহী থাকবে। (مستدرك، صحيح ابن حبان)

ফায়দা- "সবুজ শ্যামল উঁচু টিলাময় ভূমি" বাক্যটি مرج ذي تلول এর অনুবাদে নেয়া হয়েছে। কেননা, আবূ দাউদের শরাহ "আউনুল মা'বূদ"-এ مرج এর ব্যাখ্যা "সবুজ শ্যামল প্রশস্ত" আর ذي تلول এর ব্যাখ্যায় موضع مرتفع তথা "উঁচু জায়গা" বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে مرج শব্দটিকে যদি শাব্দিক অর্থে না নিয়ে কোন স্থানের নাম হিসেবে ধরা হয়, তবে আরববিশ্বে একাধিক স্থানের নাম مرج বলে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তিনটি-ই হচ্ছে লেবাননে।

উপরোক্ত যুদ্ধের বর্ণনা হুযায়ফা রা.এর হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত দেয়া আছে যে, যুদ্ধটি ইমাম মাহদীর যুগে হবে। আর নিরাপত্তামূলক এ চুক্তিটি-ও ইমাম মাহদী ও রূমী বাদশার মাঝে সম্পাদিত হবে। সুতরাং উক্ত যুদ্ধটিকে ইমাম মাহদীর পূর্বে অন্য কোন যুদ্ধের জন্য সাব্যস্ত করা সঠিক নয়।

মুসলমান এবং রূমীগণ নিরাপত্তা চুক্তি করবে। এখন স্পষ্ট নয় যে, খৃষ্টানদের কোন কোন রাষ্ট্র এ চুক্তিতে অংশগ্রহণ করবে। তবে একটি কথা অবশ্যই বাস্তব যে, বর্তমান সময়ে যদিও অধিকাংশ খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলোকে ইহুদী এবং আমেরিকার সাথে জোটবদ্ধ মনে হয়। কিন্তু সাধারণ রোমান ক্যাথলিক জনগণ এ মুহুর্তে আমেরিকার সাথে নেই। আর তারাই হচ্ছে ঐ সকল লোক, যারা মুসলমানদের সাথে নিরাপত্তামূলক চুক্তি সম্পাদন করবে।

অতপর মুসলমান এবং রূমীগণ মিলে পেছনের শত্রুদের সাথে লড়াই করবে। নুআইম বিন হাম্মাদ কর্তৃক রচিত "আলফিতান" গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে একটি বর্ণনায় এই পেছনের শত্রুদের পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। ঐ হাদিসে " وتغزون أنتم وهم عدوا من وراء القسطنطينية" বাক্য এসেছে। অর্থাৎ তারা হচ্ছে কুস্তানতীনীয়্যার পেছন দিকের শত্রু। (الفتن نعيم بن حماد،ج:2ص:438)

আপনি যদি পৃথিবীর নকশায় (গ্লোব) আরববিশ্ব আর ইটালী (রূম) কে সামনে রাখেন, তাহলে পেছনের শত্রু হিসেবে মোটামোটি আমেরিকাকেই চোখে ভাসে।

মুসলমান আর রূমীগণ মিলে পেছনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধটি কোথায় সংঘটিত হবে -

এক্ষেত্রে আবশ্যক নয় যে, শত্রুরা নিজেদের ভূমিতে অবস্থান করে যুদ্ধ করবে; বরং তখনকার সময় যে বিশ্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে বলে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পেছনের ঐ শত্রুরা পূর্বে থেকেই এতদাঞ্চলে বিদ্যমান থাকবে।

নয় লক্ষ ষাট হাজার রূমী (পশ্চিমা) যুদ্ধা বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে।

আ'মাক-এর যুদ্ধ এবং ফযীলত...

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يَنـزِلَ الرومُ بالأعماق أو بِدَابِقَ ، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ ، فإذا تَصَافُّوا قالت الروم: خَلُّوا بيننا وبين الذين سَبَوْا منا ، نقاتلْهم ، فيقول المسلمون: لا والله.. لا نخلّي بينكم وبين إخواننا ، فتقاتلونهم ، فينهزم ثلثٌ لا يتوب الله عليهم أبدا ، ويُقتلُ ثلثهم وهم أفضل الشهداء عند الله عزّ وجلّ ، ويَفتتحُ ثلثٌ لا يُفتنون أبدًا ، فيفتتحون قُسْطَنْطِينِيّةَ ، فبينما هم يقتسمون الغنائمَ ، قد علّقوا سَيوفهم بالزّيتون ، إذ صاح فيهم الشيطانُ: إن المسيحَ قد خلفكم في أهليكم ، فيَخرجون وذلك باطلٌ ، فإذا جاؤوا الشامَ ، خرج ، فبينما هم يُعدّون للقتال ويُسَوّونَ الصفُوفَ إذ أُقيمتِ الصلاة ، فيَنـزِل عيسَى بنُ مريم ، فأمّهم ، فإذا رآه عدوٌّ الله ذاب كما يذوب الملح في الماء ، فلو تركه لَانْذَابَ حتى يَهلكَ ، ولكن يقتله الله تعالى بيده ،فيريهم دمه في حربته. (مسلم،ج:4ص:2221 ، ابن حبان،ج:15ص:224)

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন যে, কেয়ামতের পূর্বে এ ঘটনাটি অবশ্যই সংঘটিত হয়ে থাকবে যে, রূমান সৈনিকেরা "আ'মাক" বা "দাবেক" প্রান্তরে এসে একত্রিত হবে। তখন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি মুসলিম বাহিনী রূমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মদীনা থেকে রওয়ানা হবে। অতপর যখন উভয় দল'ই যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হবে, তখন রূমীগণ মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্যে বলবে যে, তোমরা আমাদের এবং ঐ সকল লোকদের মধ্যে বাধা হয়ে এসোনা! যারা আমাদের লোকদেরকে বন্দি করে নিয়ে এসেছে। তখন মুসলমানগণ বলবে যে, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমরা আমাদের ভাইদেরকে ছেড়ে সরে যাবনা। অতপর তোমরা (মুসলমানগণ) তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধের মধ্যে (মুসলমানদের) একতৃতীয়াংশ ব্যক্তি পালিয়ে যাবে, যাদের তাওবা'কে আল্লাহ তা'লা কখনো কবুল করবেননা। আর একতৃতীয়াংশ ব্যক্তি শহীদ হয়ে যাবে, আল্লাহ তা'লার কাছে তারা সর্বোত্তম শহীদ হিসেবে বিবেচিত হবে। অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশের হাতে আল্লাহ পাক বিজয় দান করবেন, যাদেরকে পরবর্তীতে কখনোই ফেতনা গ্রাস করতে পারবেনা। অতপর তারা কুস্তানতীনীয়্যা বিজয় করবে। (অন্য বর্ণনায়- রূমও বিজয় করবে) অতপর তারা স্বীয় তরবারীগুলো যাইতুন বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে যুদ্ধলব্ধ মালকে বন্টন করতে থাকবে, এমনসময় শয়তান এসে ঘোষনা করবে যে, "ওদিকে দাজ্জাল এসে তোমাদের ঘরবাড়ীতে প্রবেশ করে ফেলেছে"। তা শুনামাত্রই ওখান থেকে বাহিনী রওয়ানা হয়ে যাবে। যদিও সংবাদটি তখন মিথ্যা হবে, কিন্তু মুসলমানগণ যখন শামে এসে পৌছবে, তখন ঠিকই দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে ফেলবে। অতপর মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি এবং কাতারগুলি সোজা করতে থাকবে, এমতাবস্থায় ফজরের নামাজের জন্য একামত দেয়া হবে, ঠিক তখনই ঈসা বিন মরয়ম আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং মুসলমানদের আমীর (মাহদী) কে ফজরের নামাজে ইমামতি করার আদেশ করবেন। আল্লাহর দুশমন (দাজ্জাল) ঈসা আ.কে দেখে এমনভাবে গলে যাবে, যেমননাকি লবণ পানিতে পড়ে গলে যায়। তিনি যদি তাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিতেন, তাহলে সে সম্পূর্ণ গলে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তা'লা তাকে ঈসা আ. এর হাতেই হত্যা করবেন। হত্যার পর তিনি মানুষের কাছে এসে স্বীয় বর্শায় দাজ্জালের রক্ত দেখাবেন।

ফায়দা- أعماق (আ'মাক) এবং دابق (দাবেক) হচ্ছে শামের প্রসিদ্ধ "হালব" এর নিকটবর্তী দু'টি স্থানের

নাম। (شرح مسلم للنووي)

"দাবেক" (আ'মাক) এর প্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থান :-

"দাবেক" শামের শহর -হালব- থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার উত্তরে তুরস্কের সীমান্তের কাছাকাছি একটি ছোট এলাকার নাম। তুরস্কের সীমান্ত ওখান থেকে প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার। ওখানকার নিকটবর্তী বড় শহর হচ্ছে عزاز (A'zaz)। আর أعماق- عمق তথা "আ'মাক" এলাকাটিও দাবেকে'র খুব নিকটে।

দাবেক' শহরের প্রশস্ততা উত্তর দিক থেকে ৩৬৩১ রয়েছে। আর দৈর্ঘতা পূর্ব দিক থেকে ৩৭১৬ রয়েছে। জুলাই মাসে ওখানকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে ৪০.৪ ডিগ্রি। সর্বনিম্ন থাকে ২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। পক্ষান্তরে জানুয়ারী মাসে সর্বনিম্ন ০.৪ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ ৯.২ ডিগ্রি থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ওই এলাকার উচ্চতা ৫০ মিটার থেকে কিছু কম।
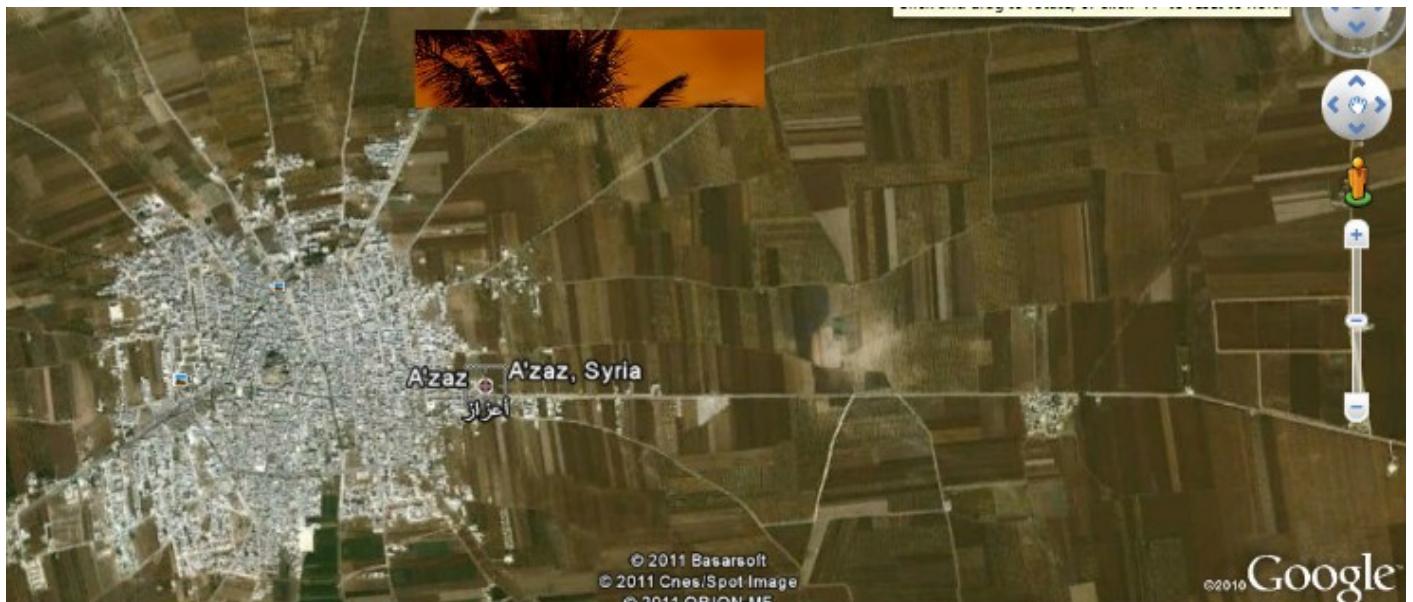
স্যাটেলাইট থেকে নেয়া আযায এলাকার চিত্র

"কাফেরগণ তাদের বন্দীদেরকে ফেরত চাইবে"। এখানে বন্দী (কয়েদী) বলতে কোন ধরনের বন্দী উদ্দেশ্য। তারা কি ঐ সকল বন্দী.. যাদেরকে প্রথমে কাফেরগণ বন্দী করে ফেলেছিল, অতপর মুজাহিদীন তাদেরকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছে..?? নাকি তারা কাফেরদের মধ্যথেকে বন্দী, যাদেরকে মুজাহিদীন বন্দি করে নিয়ে আসবে আর কাফেরগণ তাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করতে চাইবে..?? এবং কাফেরগণ শুধুমাত্র ঐ সকল লোকদের সাথেই যুদ্ধ করতে চাইবে, যারা আপন লোকদেরকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে..??

মুহাদ্দিসীনের মতে- এখানে উভয় প্রকার পরিস্থিতিই উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে- এখানে প্রথমোক্ত পরিস্থিতিটি উদ্দেশ্য। আর ইমাম নববী রহ. উভয় পরিস্থিতিকে একসাথে একই সময়ে সম্ভব বলেছেন।

সুতরাং মুসলমানদের আমীর ঐ সকল লোকদেরকে কাফেরদের হাতে ফেরত দিতে অস্বীকার করে দেবেন। কেননা, কোন মুসলমানকে কাফেরদের কাছে হস্তান্তর করে দেয়া ইসলামে জায়েয নেই। হতে পারে যে, ঐ সময়ও নামীদামী বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবর্গ থাকবে, যারা বলবে যে, মুষ্টিমেয় লোকদের কারণে সকলকেই হুমকির মুখে ঠেলে দেয়া কি কোন বিবেকবান লোকের কাজ হতে পারে..??!!

মুসলমানদের উপরোক্ত বাহিনী "মদীনা" থেকে রওয়ানা হবে। এখানে মদীনা বলতে "মদীনা মুনাওয়ারা"-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার যদি তা শাব্দিক অর্থে নেয়া হয়, তবে এখানে শামের প্রসিদ্ধ শহর দামেস্কের "আলগূতা"-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলমানদের প্রধান সেনা-

হেডকোয়ার্টার থাকবে দামেস্কের নিকটবর্তী "আলগূতা" নামক স্থানে।

নুআইম বিন হাম্মাদ রহ. স্বীয় গ্রন্থ "আলফিতান"-এ উপরোক্ত যুদ্ধের ব্যাপারে এক লম্বা হাদিস বর্ণনা করেছেন, যার একাংশ নিম্নরূপ:- "অতপর রূমীগণ চুক্তি ভঙ্গ করে জোটবদ্ধ হয়ে সমুদ্রপথ দিয়ে আসবে এবং শামের জলভাগ ও স্থলভাগের সকল এলাকা দখল করে নিবে। শুধুমাত্র দামেস্ক এবং মু'তাক (معتق) এলাকাদ্বয় রক্ষা পাবে। বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম)কে তারা ধ্বংস করে ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন- তখন আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! দামেস্কে কতজন মুসলমানের জায়গা হবে ?? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন- আল্লাহর শপথ করে বলছি- সে সময় দামেস্ক মুসলমানদের জন্য এমনভাবে প্রশস্ত হয়ে যাবে, যেমননাকি মায়ের পেটের ভেতর সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে গর্ভস্থল-ও বড় হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! মু'তাক (معتق) কি ?? বললেন- শামের একটি পাহাড়, যা "হিমসে"র أرنط (Orontes) সাগরের কিনারায় অবস্থিত। তখন মুসলমানদের পরিবার-পরিজন ঐ মু'তাক পাহাড়ের উপর অবস্থান করবে। আর মুসলমানদের বাহিনী "আরনাত" সাগরের কিনারায় অবস্থান করবে।

(الفتن نعيم بن حماد،ج:1ص:418) فيه ابن لهيعة ، فهو ضعيف بعد تحريق الكتب

এরপরও কি বলবেন- "জেগে উঠার সময় আসেনি"..???

নবী করীম সা. কর্তৃক উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অধ্যয়ন করার পর এখন যদি শাম এবং লেবাননের মানচিত্র প্রত্যক্ষ করেন, তবে অলসতার চাদরে শুয়ে থাকা মুসলমানদের এখনই জাগ্রত হওয়া উচিত...!!! শামের বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে যে, একদিকে রয়েছে ইরাক, যাকে জোটবদ্ধ কুফুরী শক্তি দখলে করে রেখেছে। পশ্চিমে রয়েছে লেবানন, যেখান থেকে শামী যুদ্ধাদের চলে যাওয়ার পর ত্রিপলী থেকে নিয়ে "গুলান" পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা একই বাহিনীর দখলে এসে যাবে। "হিমস" এর নিকটবর্তী আরনাত সমুদ্র লেবাননের সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর দামেস্ক থেকে মু'তাক তথা হিমস শহরের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্তই লেবাননের পাহাড় অবস্থিত।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أفضل الشهداء عند الله تعالى شهداء البحر ، وشهداء أعماق أنطاكية ، وشهداء الدجال. (الفتن نعيم بن حماد،ج:2ص:493) فيه إسحاق بن أبي فروة ، متروك.

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহ তা'লার কাছে সর্বাধিক মর্যাদাশীল শহীদ হচ্ছে- সমুদ্রপথে যুদ্ধকারী শহীদ, এন্টাকিয়ার আ'মাক প্রান্তরে যুদ্ধকারী শহীদ এবং দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী শহীদ।

উপরোক্ত যুদ্ধে শহীদদের ব্যাপারে অপর বর্ণনায় এসেছে- "অতপর সে যুদ্ধে নিহত একতৃতীয়াংশ শহীদ বদর যুদ্ধের দশজন শহীদের সমান মর্যাদা পাবে। কেননা, বদর যুদ্ধের শহীদগণ হাশরের মাঠে সত্তরজন লোককে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন। আর এ যুদ্ধের শহীদনগণ সাতশত লোকের সুপারিশ করতে পারবেন।" (الفتن نعيم بن حماد،ج:1ص:419)

উপরোক্ত বর্ণনায় যে মর্যাদার কথা উল্লেখ হয়েছে, তা প্রাসঙ্গিক মর্যাদা। অন্যথায় সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বদর যুদ্ধের শহীদগণ সমস্ত শহীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

ফেদাঈ যুদ্ধ বা আত্মঘাতী হামলা...

قَالَ ابن مسعود رضي الله عنه: إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى لاَ يُقْسَمَ مِيرَاثٌ وَلاَ يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ. ثُمَّ قَالَ

بِيَدِهِ هَكَذَا - وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّامِ - فَقَالَ عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإِسْلاَمِ. قُلْتُ الرُّومَ تَعْنِى قَالَ نَعَمْ وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِىءُ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِىءُ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا فَيَفِىءُ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً - إِمَّا قَالَ لاَ يُرَى مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا - حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيْتًا فَيَتَعَادُّ بَنُو الأَبِ كَانُوا مِائَةً فَلاَ يَجِدُونَهُ بَقِىَ مِنْهُمْ إِلاَّ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِأَىِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ أَوْ أَىُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِى ذَرَارِيِّهِمْ فَيَرْفُضُونَ مَا فِى أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنِّى لأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ.(مسلم،ج 4ص:2223 ، مستدرك،ج:4ص:523 ، مسند أبي يعلى،ج 9ص:259)

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন যে, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত ঘটনাবলী অবশ্যই ঘটবে- মীরাছ (মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্যসম্পদ) বন্টনের সুযোগ থাকবেনা, যুদ্ধলব্ধ মাল পেয়ে আনন্দ উল্লাস করার সুযোগ হবেনা। কেননা, শামে অবস্থানকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী একত্রিত হয়ে আসবে। এদের সমোচিত জবাব দেয়ার জন্য মুসলমানগণও একত্রিত হবে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করেন- তারা (মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগত বাহিনী) কি রূমবাসী ?? উত্তরে বললেন- হ্যাঁ...। সুতরাং সেখানে উভয় দলের মাঝে তুমুল লড়াই হবে। মুসলমানগণ তাদের মধ্য থেকে একটি বিশেষ দলকে নির্বাচন করবে, যাদের শর্ত থাকবে যে, হয়ত মৃত্যু.. নয়ত বিজয় (খালী হাতে ফিরে আসা যাবেনা) অর্থাৎ আত্মঘাতী মুজাহিদীন বাহিনী। সুতরাং তারা গিয়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত রাত হয়ে যাবে এবং উভয় বাহিনী-ই নিজেদের ঘাটিতে ফিরে আসবে। কোন পক্ষই বিজয়ী হবেনা। আর আত্মঘাতী দল যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাবে। অতপর দ্বিতীয় দিন মুসলমানগণ পূণরায় একদল আত্মঘাতী দল নির্বাচন করে পাঠাবে এই শর্তে যে, হয়ত বিজয়... নয়ত মৃত্যু (খালী হাতে ফিরে আসা যাবেনা)। তারা গিয়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে। শেষপর্যন্ত রাত হয়ে যাবে কোন দলই পিছু হটবেনা। এদিনও কোন পক্ষ বিজয়ী হবেনা এবং আত্মঘাতী দল শহীদ হয়ে যাবে। অতপর তৃতীয় দিন মুসলমানগণ আবার একদল নির্বাচন করে পাঠাবে এই শর্তে যে, হয়ত বিজয়... নয়ত মৃত্যু (খালী হাতে ফিরে আসা যাবেনা)। সুতরাং তারা গিয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত হয়ে যাবে... উভয় বাহিনী-ই ঘাটিতে ফিরে যাবে, কোন পক্ষই বিজয় অর্জনে সক্ষম হবেনা। আত্মঘাতী দল শহীদ হয়ে যাবে। অতপর চতুর্থ দিন অবশিষ্ট সকল মুসলমান লড়াইয়ের জন্য বের হয়ে যাবে। এবার আল্লাহ তা'লা কাফেরদের মূলোৎপাটন করে মুসলমানদেরকে মহাবিজয় দান করবেন। এদিন এত মারাত্মক ও ভয়ানক পর্যায়ের যুদ্ধ সংঘটিত হবে যে, এরকম যুদ্ধ ইতিপূর্বে পৃথিবীবাসী কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে এত অসংখ্য পরিমাণ লাশ পড়ে থাকবে যে, এসকল লাশের উপর দিয়ে পাখি উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু (লাশগুলি এত বিস্তৃত ময়দান পর্যন্ত পড়ে থাকবে বা এত মারাত্মক দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে যে, ময়দানের অপর প্রান্তে পৌছার পূর্বেই পাখি মরে পড়ে যাবে। বাহিনী প্রেরণকারীগণ মৃতের সংখ্যা গণনা করে দেখবে যে, একশভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগেই মারা পড়েছে, একভাগ মাত্র বেঁচে আসতে সক্ষম হয়েছে। অতপর ইবনে মাসউদ রা. বলেন যে, এখন বলো..! যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে কি তখন আনন্দ উল্লাস করার সুযোগ থাকবে..??!! মৃতদের ত্যাজ্যসম্পদ বন্টন করার জন্য কি তখন মন চাইবে...??!!

অতপর তিনি বলেন- ঠিক তখন তারা এমন যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পাবে, যা পূর্বের যুদ্ধ থেকেও বেশি ভয়ানক। সংবাদটি হবে যে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। সে আত্মপ্রকাশ করে মুসলমানদের

পরিবারগুলিকে ফেতনায় ফেলার চেষ্টা করছে। এ সংবাদ শুনামাত্রই মুসলমানগণ সকল যুদ্ধলব্ধ মালসম্পদ ফেলে দেবে। পরিবার-পরিজনের পরিস্থিতি আর দাজ্জালের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুসলমানগণ দশসদস্য বিশিষ্ট একটি অগ্রগামী দল প্রেরণ করবে। রাসূলে কারীম সা. এদের ব্যাপারে বলেন যে, "আমি তাদের নাম, তাদের পিতাদের নাম, এমনকি তাদের ঘোড়ার রংগুলি পর্যন্ত খুব ভাল করে চিনি। তারাই হচ্ছে ওই সময়কার শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী।"

ফায়দা-

(১) উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম তিনদিন সম্পূর্ণ আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে।

(২) কাফেরদের সৈন্যদল শামবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আসবে। বর্তমান সময়ে যে আমেরিকা এবং জোটবদ্ধ সেনাদল আরবদ্বীপে এসে নোঙ্গর ফেলেছে, তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে, ফিলিস্তীন এবং সারা আরববিশ্ব থেকে ইসরায়েলবিরোধী শক্তিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। যাতে করে সাম্প্রতিককালে ইহুদীদের প্রধান পরিকল্পনা- "মসজিদে আকসা"কে শহীদ করে একে প্রাচীন সূলেমানী আকৃতিতে পূণর্নির্মান করার কাজটি সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়।

(৩) যুদ্ধ কি তখন শুধু তরবারীর মাধ্যমে হবে...??!!

উপরোক্ত হাদিসে যুদ্ধ শুধুমাত্র দিনের বেলায় হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। রাত্রিকালীন যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু উল্লেখ নেই। তাহলে কি হাদিসের মর্ম হচ্ছে যে, যুদ্ধগুলি প্রাচীন যুগের যুদ্ধের মত তীর-তরবারীর মাধ্যমে সংঘটিত হবে...??!! কেননা, রাত্রিকালীন যুদ্ধ সংঘটিত না হওয়ার বিষয়টি এদিকেই ইঙ্গিত বহন করে।

জনসাধারণের মাঝে একটি কথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত যে, ইমাম মাহদীর সময় বর্তমান অত্যাধুনিক টেকনোলোজী নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর যুদ্ধ শুধুমাত্র তীর-তলোয়ারের মাধ্যমে হবে। সাধারণত এই ধারণার মূলে রয়েছে- سيف শব্দটি, যা হাদিসের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। কেননা, سيف শব্দের অর্থ হচ্ছে তলোয়ার। কিন্তু শুধুমাত্র এর উপর ভিত্তি করেই অকাট্যভাবে বলে দেয়া যায়না যে, ইমাম মাহদীর যুগে তরবারীর মাধ্যমেই যুদ্ধ হবে। কেননা, سيف শব্দটির মাধ্যমে সাধারণ অস্ত্রও উদ্দেশ্য নেয়া যেতে পারে। নিম্নোক্ত প্রমাণাদী লক্ষ করুন :-

১ - একাধিক হাদিসে একথা স্পষ্ট করে বলা আছে যে, ইমাম মাহদীর যুগে সংঘটিত যুদ্ধগুলির মধ্যে মৃতের সংখ্যা অত্যাধিক হবে। পাশাপাশি এটাও উল্লেখ আছে যে, ইতিপূর্বে কখনো এধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

২ - দাজ্জালের আরোহীর ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসে দাজ্জালের আরোহীর গতি অস্বাভাবিক দ্রুত হওয়া এবং তার আরোহীর দুই কানের মাঝে সত্তর হাজার লোক আশ্রয় গ্রহণ করার কথা উল্লেখ হয়েছে। এটিও ইঙ্গিত বহন করে যে, এখানে "দাজ্জালের গাধা" বলতে অত্যাধুনিক কোন বাহন উদ্দেশ্য।

৩ - হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, "আ'মাক" এর যুদ্ধে আল্লাহ পাক ফুরাত নদীর তীর থেকে খোরাসানী কামানের সাহায্যে কাফেরদের উপর গোলা বর্ষন করবেন। আর "আ'মাক" থেকে ফুরাত নদীর সবচে' নিকটবর্তী উপকূলটি-ও ৭৫ (পচাত্তর) কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানেও স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে, এখানে কামান বলতে ক্ষেপনাস্ত্র বা আধুনিক রকেট লাঞ্চার উদ্দেশ্য। এছাড়াও আরো অনেক প্রমাণাদী এবং অসংখ্য ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, দাজ্জাল কর্তৃক ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডগুলো ছড়ানোর আগপর্যন্ত অত্যাধুনিক টেকনোলোজী স্বমূলে নিঃশেষ হবেনা। (আল্লাহই ভাল জানেন..)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, অত্যাধুনিক টেকনোলোজী যদি না-ই ধ্বংস হয়, তবে ওই সময় রাত্রিকালীন যুদ্ধ

সংঘটিত না হওয়ার কি কারণ হতে পারে..?? হতে পারে, তখনকার পরিস্থিতি-ই এমন হবে যে, রাতে অভিযান চালানো সম্ভব হবেনা। পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে, রাত্রীকালে ওই এলাকায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করা দুস্কর হবে। ফলে সকল প্রকার অভিযানই দিনের বেলায় পরিচালনা করা হবে। কেননা, রাতে যদি বের হয়, তবে পাহারাদারী বেশি হওয়ার কারণে মুজাহিদীনকে তারা চিনে ফেলতে পারে। এভাবে সম্পূর্ণ অভিযানই বাঞ্চাল হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। এর বিপরীতে দিনের বেলায় পাহারাদারী কম থাকে, শহরবাসী সকলেই রাস্তার উপর ব্যস্ত থাকে। এই সুযোগে সহজেই অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে যায়। পাশাপাশি শত্রুসেনারা নিজেদের ক্যাম্প থেকে দিনের বেলায়-ই বের হয়।

এমনটি সাধারণত শহরাঞ্চলের অভিযানগুলোতে হয়ে থাকে। যেমন বর্তমান সময়ে আমরা ফিলিস্তীন এবং ইরাকে প্রত্যক্ষ করছি যে, মুজাহিদীন তাদের ফেদাঈ অভিযানগুলি অধিকাংশ সময় দিনেরর বেলায়-ই সম্পন্ন করে আসছে।

বর্তমান বিশ্বে কুফর-ইসলামের মধ্যকার চলমান মহাযুদ্ধের মূল নিয়ন্ত্রণ শত্রুদের হাত থেকে ফসকে গেছে। এখন আর এটি তাদের হাতে নেই যে, যখন যেখানে মন চাইবে সেখানেই গিয়ে হামলা করে আসবে। বরং ময়দানের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন মুজাহিদীনের হাতে। যখনই মুজাহিদীন যেখানে হামলা করার ইচ্ছা করে, সেখানেই অভিযান শুরু হয়ে যায়। অতপর কার্যক্রম শেষে অন্য এলাকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়।

ইমাম মাহদীর সময় ঘটিত যুদ্ধ আর বর্তমান সময়ের যুদ্ধগুলোতে মুসলমানদের শক্তিগুলোকে সামনে রেখে আধুনিক সেনানী ধাচেঁ যদি পরিস্থিতি চিন্তা করা যায়, তবে তখনকার পরিস্থিতি অনেকাংশেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। (আল্লাহই ভাল জানেন)

উপরোক্ত ব্যাখ্যার সারমর্ম হচ্ছে যে, নিজের পক্ষ থেকে অকাট্য যুক্তিসমূহ খাড়া করে যুদ্ধ তখন তরবারীর মাধ্যমেই হবে। অতপর মতামতটিকে হাদিসের আলোকে সাব্যস্ত করা, এটি ঠিক নয়। কেননা, নবী করীম সা. এর যুগে একমাত্র তরবারীর মাধ্যমেই যুদ্ধ সংঘটিত হত। সুতরাং নবী করীম সা. যদি অন্য কোন কথা দ্বারা ব্যক্ত করতেন, যা তখনকার যুগে বুঝে উঠা সম্ভব ছিলনা, তবে সাহাবায়ে কেরামের মনযোগ মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যেত। পাশাপাশি যে কথা নবী করীম সা. তাদেরকে বুঝাতে চেয়েছিলেন, এমন হলে সেটি তারা বুঝে উঠতে পারতনা।

(৪) হাদিসে শেষ (চতুর্থ) দিন এমন এক যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করা হয়নি। হতে পারে, এতে নতুন অত্যধুনিক কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, যা পূর্বে কোন যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়নি। আর লাশের সংখ্যা অত্যাধিক হওয়ার বিষয়টি-ও সেদিকে ইঙ্গিত করে।

(৫) এ যুদ্ধে বিজয়ার্জনের পর মুজাহিদীন দু'টি সংবাদ শুনতে পাবে। এক- সামনে আরো একটি মরণযুদ্ধ অপেক্ষা করছে। দুই- দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। বাহ্যিকভাবে হাদিসটি পড়ে এমন মনে হয় যে, দাজ্জাল এ যুদ্ধের তাৎক্ষনিক পরেই আত্মপ্রকাশ করে ফেলবে। অথচ ব্যাপারটি তেমন নয়; বরং মুসলিম শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস এবং অন্যান্য হাদিস দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে মুসলমানদের রূম (ভ্যাটিকেনসিটি) বিজয়ের পরক্ষণে। উপরোক্ত হাদিসে শুধু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এসেছে, এর ডিটেইল হচ্ছে- প্রথম সংবাদটি একটি আগত মারাত্মক যুদ্ধের সংবাদ হবে। আর সেটি কুস্তানতীনীয়্যা বিজয়ের যুদ্ধও হতে পারে।

(৬) হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ যখন দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের খবর শুনতে পাবে, তখন যুদ্ধলব্ধ সকল প্রকার সম্পদ ফেলে দেবে। এ ব্যাপারে নুআইম বিন হাম্মাদ - হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন, যেখানে গুরুত্ব সহকারে এই কথা বলা হয়েছে যে, নবী করীম সা. বলেন- তোমাদের মধ্যে যারা তখন ঐ যুদ্ধে গনীমত অর্জন করবে, সে যেন (দাজ্জালের সংবাদ শুনে) কিছুই ফেলে না দেয়। কেননা, পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে এগুলোই তোমাদের জন্য শক্তির যোগান হবে। (الفتن نعيم بن حماد،ج:1ص:421)

আফগানিস্তানের বর্ণনা...

ইমাম যুহরী রহ. বলেন- আমার কাছে এই সংবাদ পৌছেছে যে, কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা আত্মপ্রকাশ করবে। সুতরাং তারা যখন খোরাসানের ঘাটিতে অবতরণ করবে, তখন ইসলাম কায়েমের জন্যই অবতরণ করবে। কোন বাহিনীই তাদের পথে বাধা হয়ে দাড়াতে পারবেনা, কিন্তু অনারবদের একটি বাহিনী, যা পশ্চিম দিক থেকে আসবে। (كنز العمال 11-162 ، الفتن نعيم بن حماد)

অর্থাৎ আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ব্যতিত তাদের আর কোন উদ্দেশ্য হবেনা। সুতরাং ইবলিসী শক্তিগুলো কি করে এদেরকে সহ্য করে নেবে ?? তাদেরকে দমন করার জন্য তো বিশ্বের সকল কুফুরী শক্তি একত্রিত হবেই..!! আরো দশগুণ বেশি শক্তি নিয়ে এদের মুকাবেলার জন্য আসলেও কোন কাজ হবেনা ইনশাআল্লাহ। কারণ :-

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : إذا أقبلت الرايات السود من قبل المشرق ، فلا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء. (مسند أحمد:8760 ، ترمذي:2269)

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরয়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- "যখন কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা পূর্বদিক থেকে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন কেউই তাদেরকে প্রতিহত করতে পারবেনা। শেষপর্যন্ত তারা বাইতুল মাকদিসে এসে ঝান্ডা গাড়বে (খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবে)।

রাসূলে কারীম সা. এর যমানায় খোরাসানের সীমানা ইরাক থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (নিচের ম্যাপে লক্ষ করুন -লাল সীমারেখা-)

(১) বর্তমান সময়ে আফগানিস্তানের মাটিতে সেই বাহিনী একত্রিত হচ্ছে। দাজ্জালী শক্তির সকল প্রচেষ্টা তাদেরকে দমন করতে সক্ষম হয়নি। বরং মুজাহিদীন এখন উল্টা তাদের উপর চড়াও হয়ে আছে। আরব মুজাহিদীনের (আলকায়েদা) ঝান্ডাও কালো রঙ্গের। সুতরাং সকল কুফুরী শক্তির বক্ষ চিড়ে অচিরেই তারা বাইতুল মাকদিস বিজয় করে রাসূলে কারীম সা.এর সুসংবাদকে সত্যয়িত করবে ইনশাআল্লাহ..!! (আল্লাহই ভাল জানেন)

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, ইহুদীরা এসকল হাদিসকে সামনে রেখেই সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। অথচ রাসূলে কারীম সা. উম্মতে মুসলিমার জন্য হাদিসগুলি বর্ণনা করেছিলেন- এই আশায় যে, উম্মতে মুসলিমা তাদের দুর্দশার দিনগুলিতে এসকল হাদিসকে সামনে রেখে নিশানা ঠিক করতে সক্ষম হবে।

গণসংবর্ধণা পাওয়ার যোগ্য ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ, যারা রাসূলে কারীম সা. এর হাদিসগুলোকে বুঝে পাহাড়ের গর্তসমূহকে নিজেদের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিয়েছে। হাদিসে ঐ সকল মুজাহিদীনের জন্য সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে যে, দাজ্জালী শক্তিসমূহ আফগানের মাটিতে আগুণের বৃষ্টি নিক্ষেপ করে অগ্নিসাগরে যতই পরিবর্তন সাধন করে ফেলুক না কেন... মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর সত্য খোদা অবশ্যই এমন এক বাহিনী তৈরী করবেন, যারা ইতিহাসের ধারা এবং দুনিয়ার নকশাকে পরিবর্তন করে ছাড়বে।

এ সকল হাদিসে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের, যারা মুজাহিদীনের সাময়ীক পরীক্ষা দেখে উদাসীনতার মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়েছিল যে, এখন আর মন ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন নেই..! বরং ঐ সেনাদলের মধ্যে শামিল হয়ে যাও.., যাদের ভাগ্যে বিজয় লিখে দেয়া হয়েছে। এটা সুসংবাদ ঐ সকল বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য, যাদের বাহু অস্ত্র উঠাতে অক্ষম, কিন্তু তারা তো হিন্দুস্তান ও বাইতুল মাকদিস বিজয়কারীদের দৈনন্দিন প্রয়োজনাদী পূরণ করতে সক্ষম..! এটা হচ্ছে কামনা বাসনা ঐ সকল মা-বোনদের, যারা আফগানের মাটিতে মুজাহিদীনের সাময়ীক পরাজয় দেখে এবং "শাবারগান" থেকে "কিউবা" পর্যন্ত মজলুম-নিপীড়িত ভাইদের কান্নার আঁওয়াজ শুনে পেরেশানীর অতল গহবরে নিমজ্জিত ছিল। মুহাম্মাদ বিন কাসিম আর তারেক বিন যিয়াদের বোনেরা..! এখন খুশি হয়ে যাও!! কান্নার মাতম এখন বন্ধ কর!! এবার হিন্দু আর ইহুদীদের ঘরবাড়ীগুলোতে মাতম শুরু হওয়ার সময়...!! প্রিয় মায়েরা !! এবার আপনি সন্তানটিকে সর্বশেষ যুদ্ধের জন্য সাজিয়ে তুলুন। কেননা, বরযাত্রীর লোকেরা তো এখন দিল্লী আর বাইতুল মাকদিসের দিকে রওয়ানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকল বাদশার বাদশাহী ধ্বংসের সম্মুখীন..। আরে ওই দিকে দেখো..! আমাদের প্রিয় ভাইয়েরা.., যারা আমাদের পূর্বেই শাহাদাতের তাজ মাথায় দিয়ে দুলহান সাজিয়ে আমাদেরকে সংবর্ধণা দেয়ার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত রয়েছে। হ্যাঁ.. আমার বোনেরা!! স্বীয় ভাইদেরকে বর বানানোর সময় এসে গেছে...। সুতরাং এখন তো আনন্দ করার সময়, চেহারায় উদাসীনতা নয়; বরং সন্তুষ্টির নিদর্শন থাকা চাই..। আঁখিতে অশ্রু নয়; বরং বিজয়ের মহা উৎফুল্লতার চমক থাকা চাই..। এখন তো আমাদের পালা....!!

আল্লাহর এ সকল খাটি বান্দাগণ দুনিয়ার ফেরাউনদেরকে, কবরস্থানে ঝান্ডা গেঢ়ে খুশির ধ্বনি উচ্চারণকারীদেরকে শিখিয়ে দেবে যে, বিজয় কি জিনিস....!! যুদ্ধ কাকে বলে ...!! আর ইনসাফের সংজ্ঞা কি...!!

(২) উপরোক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবেনা। এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তাদের পথে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি আসবেনা। বরং বাধা-বিপত্তি তো অনেক আসবে, কিন্তু সকল বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে অবশেষে বাইতুল মাকদিসে এসে বিজয়ের পতাকা উড়াবে।

আফগানের মাটিতে দাজ্জালী শক্তিসমূহ তাদের সর্বপ্রকার শক্তি মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে ছেড়েছে। এখন আর তাদের হাতে নতুন কোন কিছু বাকি নেই। তালেবান শাসনের উপর আগ্রাসণকালে তালেবানদের জন্য মার্কিন বোমারো বিমানগুলি ছিল টেনশনের কারণ। কেননা, উঁচু আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া দ্রুত গতির এ প্লেনগুলোকে ব্লাষ্ট করার মত কোন হাতিয়ার তখন তাদের হাতে ছিলনা। কিন্তু তালেবানদের পতনের পর এ বিষয়গুলি এখন আর কোন গুরুত্বই রাখেনা। এখন শুধু তালেবানরা মার্কিন বাহিনীর উপর একের পর এক সফল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে তাদের ক্যাম্পে আক্রমণ করে মার্কিন সেনাদেরকে জীবিত ধরে নিয়ে আসছে। তাদের থেকে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জন করছে। মুজাহিদীনের এ সকল কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে মার্কিন আকাশপথের শক্তিটুকু শুধুমাত্র রোনাজারী আর লাশবহনের কাজে লাগছে, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। যুগের ফেরাউনতুল্য এ শক্তি একদিকে আকাশপথে ঘুরতে থাকে, অপরদিকে মুজাহিদীন নিচে বসে সাথীদেরকে যুদ্ধের নমুনা শিক্ষা দিতে থাকে।

বাস্তবেই মার্কিন প্লেনগুলি মুজাহিদীনের কি-ইবা ক্ষতি করতে পারে..!! এমনকি তাদের উপর যদি বোম্বিং-ও করা হয়, তবে এর মাধ্যমে তাদের কোন উপকার নেই, বরং আরো ক্ষতি হচ্ছে। কেননা, অভিযানের পর যতক্ষণে মার্কিন হেলিকপ্টার এসে পৌছায়, ততক্ষণে মুজাহিদীন ঐ এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়ে দেয়। ঈমানী শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে, আল্লাহর উপর ভরসা আর ফেরশ্তাদের সাহায্যকে সঙ্গী করে বিশ্বের অত্যাধুনিক টেকনোলজী ক্ষমতাসম্পন্ন বাহিনীর সামনে দিয়ে মুজাহিদীন অতিক্রম করে চলে যায়।

যদিও এখন পর্যন্ত মুজাহিদীনের হাতে হেলিকপ্টার বিধ্বংসী কোন অস্ত্র বিদ্যমান নেই। কিন্তু অতিসত্বর ইনশাআল্লাহ.. এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মুজাহিদীন যখন বিজয়ী বেসে ফিরে আসতে শুরু করে, তখন মার্কিন হেলিকপ্টার তাদের পিছু ধাওয়া করে, কিন্তু আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে ফেরেশ্তাদের পাখার নিচে গোপন করে রাখেন। মাত্র কয়েক মিটার দূরে থাকা সত্তেও তারা মুজাহিদীনকে দেখতে সক্ষম হয়না।

আপনি যদি মার্কিন বাহিনী আর মুজাহিদীনের মনোবলের প্রসঙ্গ তুলেন, তবে মুজাহিদীনের অবস্থা হচ্ছে যে, তারা মার্কিন ক্যাম্পগুলোতে আক্রমণ করতে থাকে, এগুলোকে ধ্বংস করে গনীমতের মাল নিয়ে আসে। তারা এ সংকল্প নিয়ে অভিযানে বের হয় যে, মার্কিনীদেরকে জিন্দা গ্রেফতার করে নিয়ে আসব।

পক্ষান্তরে মার্কিন সিপাহীদের অবস্থা হচ্ছে যে, একবার হামলার সময় একজন মুজাহিদ জনৈক মার্কিন সেনার এতই নিকটবর্তী পৌছে গিয়েছিল যে, মাত্র দশ মিটার দুরত্বের ব্যাপার। মুজাহিদ এত দূর থেকে এসে ক্যাম্পের একদিকের দরজা কাটতেছিল। কিন্তু এ মার্কিন সেনার এতটুকু দুঃসাহস হল না যে, ট্রিগার পর্যন্ত আঙ্গুলটি নিয়ে মুজাহিদের দিকে ফায়ার করে দেবে। বরং তার অবস্থা এই ছিল- নিজের উত্তর দিকে বসে থাকা সেনাটিকেও পর্যন্ত মুখে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিলনা, দম বন্ধ হয়ে আসছিল। জ্বি হ্যাঁ....! এরা হচ্ছে ঐ বাহিনীর বাঘ, যারা শুধুমাত্র ভরসাহীন কিছু কাগজের দিকে নিশানা লাগিয়ে ফায়ার করে অভ্যস্ত, - যারা ইরাকের নিরীহ নারী-শিশুদের বুককে নিশানা বানিয়ে ফায়ার করে নিজেদেরকে বীরবীক্রম মনে করে থাকে।

এরা হচ্ছে মিডিয়ার বানানো ঐ হিরো, যাদের হুমকি-ধমকি শুধুমাত্র ঐ সকল নিরপরাধ শিশুদের জন্য হয়ে থাকে, যাদের হাত এখন পর্যন্ত গান তো দূরের কথা; ফুল উঠানোর-ও পর্যন্ত যোগ্য হয়ে উঠেনি। আবূ গারীব কারাগারের ভেতরে নিঃস্ব লোকদের সাথে বাহাদুরী দেখানো তো খুবই সহজ। ফিল্ম আর পত্র-পত্রিকার রিপোর্টের মাধ্যমে হিরো হওয়া তো কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আল্লাহর সৈনিকদের মুকাবেলা করা ফিল্ম বা সিনেমার কোন কাহিনী নয়; বরং এখানে তো আসল গুলী চলে..., যা লাগলে পরে অনেক যন্ত্রণা সইতে হয়। এভাবে যখনই কোন মুজাহিদীন বাহিনী মার্কিন বহরের উপর আক্রমণ করে, তখন সেনারা তো গাড়ীর ভেতরেই জীবিত পুড়ে ছাই হয়ে যায়, অথবা আহত হয়ে জীবনদাতা হেলিকপ্টারের অপেক্ষায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। তাদের মধ্যে এতটুকু বীরত্বের লক্ষণ নেই যে, পুরুষে পুরুষে মুকাবেলা হচ্ছে, তাহলে অস্ত্রটি হাতে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে এসে একটু জবাব দেয়া যাক..!!

عن الزهري قال: تقبل الرايات السود من قبل المشرق ، يقودهم رجال كالبخت المجللة ، أصحاب شعور أنسابهم القرى وأسمائهم الكنى ،يفتتحون مدينة دمشق ، ترفع عنهم الرحمة ثلاث ساعات. (رواه نعيم بن حماد في الفتن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،ج:1ص:206)

অনুবাদ- ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা পূর্ব দিক থেকে আসবে। যার নেতৃত্ব থাকবে এমন লোকদের হাতে, যারা দেখতে খোরাসানী কাপড়পরিহিত উটনীগুলোর মত দেখাবে। তারা লম্বা লম্বা চুল বিশিষ্ট হবে। তাদেরকে নিজ নিজ এলাকার দিকে সম্মোদন করে ডাকা হবে। তাদের নামগুলি উপাধির মাধ্যমে প্রসিদ্ধ থাকবে। তারাই দামেস্ক শহরকে বিজয় করবে। তিনটি মুহূর্তে তাদের থেকে রহমত উঠিয়ে নেয়া হবে।

المجاهدون يتجهون إلى خنادق القتال في ولاية غزني

ফায়দা- উপরোক্ত বর্ণনায় পূর্বদিক থেকে আসা লোকদের কতিপয় নিদর্শন বলা হয়েছে :- (১) তাদের পোশাক ঢিলেঢালা হবে। (২) লম্বা চুল তথা বাবড়ীওয়ালা হবে। (৩) তাদেরকে আরবদের মত বংশীয়ভাবে নয়; বরং নিজ নিজ এলাকার দিকে সম্মোদন করে ডাকা হবে। (৪) তারা প্রকৃত নামের পরিবর্তে উপনামে (Surname) প্রসিদ্ধ থাকবে। সুতরাং জ্ঞানবান ব্যক্তিদের উচিত- উপরোক্ত চারটি গুণে গুনান্বিত ব্যক্তিদের খুজে বের করা। (আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন)

উপরোক্ত হাদিসে ঐ সেনাদল থেকে তিনটি মুহূর্তে রহমত উঠিয়ে নেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তাদের উপর পরীক্ষাস্বরূপ হবে। যাতে করে আল্লাহ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুত বিষয়াবলীর উপর সত্যায়নকারীগণকে ভাল করে পরখ করে নিতে পারেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. হতে বর্ণিত যে, কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা পূর্ব দিক থেকে আর হলুদ ঝান্ডাবাহী লোকেরা পশ্চিম দিক থেকে আসবে। শেষপর্যন্ত তাদের মধ্যকার চূড়ান্ত লড়াইটি দামেস্কে সংঘটিত হবে। সেটিই হবে প্রকৃত লড়াই। (আলফিতান-নুআইম বিন হাম্মাদ)

عن هلال بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من وراء النهر يقال له: الحارث حراث على مقدمته رجل يقال له: منصور ، يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله ، وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته. (أبو داود: 4290)

অনুবাদ- হযরত হিলাল বিন আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি আলী রা.কে বলতে শুনেছেন যে, নবী করীম সা. বলেন- "মাওয়ারউন নাহর" অঞ্চল থেকে একজন ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যাকে "হারেস হাররাস" বলে ডাকা হবে। তার বাহিনীর সম্মুখদলে একজন ব্যক্তি নেতৃত্বে থাকবে, যার নাম হবে "মানসূর", সে রাসূলের বংশীয় লোকের (ইমাম মাহদী) জন্য পথপ্রশস্ত করবে, ঠিক যেমন কুরাইশ গোত্র মুহাম্মাদ সা.কে আশ্রয় দিয়েছিল। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উপর আবশ্যক হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে সহযোগীতা করা (অথবা বলেছেন) প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক হচ্ছে তার ডাকে সাড়া দেয়া।

ফায়দা- "মাওয়ারাউন নাহর" (Transoxiana) বলতে بحر قزوين তথা কাস্পিয়ান সাগরের পাদদেশে অবস্থিত মধ্যএশিয়ার (Central Asia) অঞ্চলসমূহকে বুঝায়। যেমন- কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বদিকে কাজাখিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান- আর পশ্চিমদিকে চেচনিয়া, আযারবাইজান ইত্যাদি এলাকা হচ্ছে এর অন্তর্ভূক্ত। হয়ত এ সেনাদল চেচনিয়া, উজবেকিস্তান বা এতদাঞ্চল থেকে ইমাম মাহদীর দলকে শক্তিশালী করার জন্য যাবে। অথবা "হারেস" নামক মুজাহিদ ঐ দলের সাথে থাকবে, যার উল্লেখ পূর্বোক্ত হাদিসে এসেছে। (আল্লাহই ভাল জানেন)

এটাও জেনে রাখা দরকার যে, বর্তমানে খোরাসানে (আফগানিস্তান) দাজ্জালী শক্তিগুলোর আরামের ঘুম হারামকারী মুজাহিদীনের একটি বিশাল অংশ উজবেক মুজাহিদীনের মাধ্যমে ঘটিত। যারা আফগানের ভূমিতে এ যাবৎ আমেরিকার বিরোদ্ধে সংঘটিত সকল অপারেশানে এমন দুঃসাধ্য ও বিরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন, যা দেখে আরব মুজাহিদীন পর্যন্ত হতবাক হয়ে রয়েছে। পাশাপাশি তালেবানদের পতনের সময় আমীরুল মুমেনীন- বহির্বিশ্ব থেকে আগত মুজাহিদীনের সকল দায়ভার উজবেক মুজাহিদীনের উপর ন্যস্ত করে রেখেছিলেন। এটাও হতে পারে যে, আফগানিস্তানের মাটি থেকেই তারা উপরোক্ত সেনাদলের নেতৃত্বে ইমাম মাহদীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।

আল্লাহ তা'লা এই জাতিকে অনেক সৌভাগ্যশীল বানিয়েছেন। আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এদের ব্যাপারে লেখেন- "সত্তর বৎসর পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের গোলামী করা সত্তেও ঈমান বাচিয়েঁ রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। এটা হচ্ছে তাদের একটি মহান বৈশিষ্ট। অন্যথায় এদের স্থলে অন্য জাতি হলে হয়ত তারা ঈমান রক্ষা করতে সক্ষম হতনা।

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان ، فائتوها ، فإن فيها خليفة الله المهدي. (مسند أحمد،ج:5ص:277 ، كنز العمال 14-264 ،باب أشراط الساعة)

অনুবাদ- হযরত ছাউবান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- যখন তোমরা দেখতে পাবে যে, কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা খোরাসানের দিক থেকে আগমন করেছে, তখন তোমরাও তাতে শামিল হয়ে যেও!! কেননা, তাদের মধ্যেই আল্লাহর খলীফা "মাহদী" বিদ্যমান।

ফায়দা- আল্লাহর রাসূল পূর্বেথেকেই উম্মতকে বলে দিচ্ছেন যে, ঐ সেনাদলে এসে শরীক হয়ে যেও..!! আখেরাতের মহা বাণিজ্য লাভের আশায় দুনিয়ার তুচ্ছ বাণিজ্যকে ত্যাগ করে সফলতার পরিচয় দিও..!! লক্ষ রেখো ! মায়ের কোমল মমতা.. জীবনসঙ্গীনীর সিক্ত অশ্রু.. অথবা নয়নের মণির চেহারাটুকু.. যেন আমার এবং আমার জন্য আত্মোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামের ভালবাসার পথে কোনরূপ বাধা না হয়ে দাড়ায়..!! শহরের বড় বড় প্রাসাদ আর চাকচিক্যপূর্ণ বিলাসবহুল ভবনগুলো তোমাদেরকে পাহাড়ের অন্ধকার

গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করা থেকে যেন বাধার সৃষ্টি না করে..!! ইট আর মাটি দিয়ে বানানো ঘরগুলোকে বাঁচানোর লক্ষে আখেরাতের চিরস্থায়ী প্রাসাদগুলোকে নষ্ট করে দিওনা..!! কারাগারের কালো ঠুকরিগুলোতে আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে দাজ্জালী শক্তিগুলোর সামনে মাথা নত করে দিওনা..!! মনে রেখো! কবরের চেয়ে কালো ঠুকরি আর ভয়ানক কারাগার কিন্তু দ্বিতীয়টি নেই..!! রাসূলে কারীম সা. বলছেন- "যা হওয়ার হোক.. কোনকিছুকেই পরোয়া করবেনা.. বরং অবশ্যই ঐ সেনাদলে এসে শরীক হয়ে যেও..!!"

হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, ইমাম মাহদী তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, দলটি ইমাম মাহদীকে শক্তিশালীকারী দল হবে। তারা আরবে পৌছে ইমাম মাহদীর দলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। অথবা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, ইমাম মাহদী স্বয়ং তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবেন, কিন্তু তখন কেউ তাকে চিনবেনা। কিন্তু পরে যখন তিনি হারাম শরীফে পৌছবেন, তখন লোকেরা তাকে চিনে ফেলবে। (আল্লাহই ভাল জানেন)

ফায়দা- বরফের উপর চলা খুব কঠিন হয়। দিনের বেলায় যখন বরফের উপর সূর্য পড়ে, তখন মনে হয়- কেউ যেন আগুনের আংড়া চোখের দিকে তাক করে রেখেছে। বেশিক্ষণ সময় যখন বরফের উপর দিয়ে চলা হয়, তখন পা জ্বলে যাওয়ার আশংকা থাকে। আর বরফের জ্বলা আগুনের জ্বলা থেকেও বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়। এতদসত্তেও নবী করীম সা. বলেছেন যে, "ঈমান বাঁচানোর তাগিদে যদি বরফের উপর দিয়েও হেটে আসতে হয়, তবুও এসে তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেও..!!" (ছুবহানাল্লাহ...)

عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم ، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه ، وتغير لونه قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه! فقال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا ، حتى يأتي قوم من قبل المشرق ، معهم رايات سود ، فيسألون الخير ، فلا يعطونه ، فيقاتلون فينصرون ، فيعطون ما سألوا ، فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملؤوها جورا ، فمن أدرك ذلك منكم ، فليأتهم ولو حبوا على الثلج.(سنن ابن ماجة،ج:2ص:1366) وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو سيء الحفظ اختلط في آخر عمره وكان يقلد الفلوس. (المار المنيف،ج:1ص:150) ولكن الحاكم رواه عن طريق عمر بن قيس عن الحكم عن إبراهيم في المستدرك.

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন- একদা আমরা রাসূলে কারীম সা.এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় বনূ হাশেমের কতিপয় নওজোয়ান উনার কাছে আসলে তাদের দেখে রাসূলের চোখ লাল হয়ে যায় এবং চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ বলেন- আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার চেহারায় অপছন্দনীয় বিষয় লক্ষ করছি..! রাসূল বলতে লাগলন- আমার পরিবারস্থ লোকজন... আল্লাহ পাক তাদের জন্য দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন- অবশ্যই আমার (মৃত্যুর) পর তারা অনেক বিপদাপদ, দেশান্তর এবং বঞ্চিতকরনের সম্মুখীন হবে। শেষপর্যন্ত পূর্ব দিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী (মুজাহিদীন) লোকেরা আসবে। তারা এসে নেতৃত্ব চাইবে। কিন্তু তখনকার নেতৃস্থানীয়রা তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করবে। ফলে তারা যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে তাদেরকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য করা হবে। ফলে তারা বিজয়ী হয়ে যাবে। অতপর তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়া হবে। কিন্তু এবার তারা এটাকে গ্রহণ না করে আমার পরিবারস্থ একজন লোকের হাতে নেতৃত্ব সোপর্দ করে দেবে, যে যমিনকে ন্যায়-নিষ্ঠতার মাধ্যমে ভরে দেবে, ঠিক যেমনভাবে ইতিপূর্বে জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে ভরে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারাই তখন উপস্থিত থাকবে, সে যেন তাদের (কালো ঝান্ডাবাহী মুজাহিদীনের) দলে এসে শরীক হয়ে যায়..!! চায় তা করার জন্য তোমাদেরকে বরফের উপর দিয়ে হাটুগেড়ে আসা পড়ুক..!!

ফায়দা- কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা আরবে এসে নেতৃত্ব চাইবে। অতপর তাদের কাছে নেতৃত্ব হস্তান্তর করতে অস্বীকার করা হলে তারা যুদ্ধ করবে। এখানে রাসূল যুদ্ধের কথা বলেছেন। আর যুদ্ধে তাদেরকে

আল্লাহর পক্ষ থেকে সহযোগীতা-ও করা হবে। এখানে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তারা-ও আরব্য তথা নামে-বংশে মুসলমান। তখন সারাবিশ্বের মিডিয়া হয়ত মুসলমানদের মাঝে একথা প্রচার করে বেড়াবে যে, এরাই হচ্ছে প্রকৃত সন্ত্রাসী। ইতিপূর্বে তারা বিভিন্ন স্থানে হামলা করে সারাবিশ্বের নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিঘ্ন করেছে। এখন আবার মুসলমানদের মাতৃভূমি আরবে এসেও তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করছে, বিভিন্ন রকম নাশকতামূলক কর্মকান্ডের জন্ম দিচ্ছে। একথা প্রচার করে করে সারাবিশ্বকে বিশেষত সরলমনা মুসলমানদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা করবে। আর বিষয়টি তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যখন মুজাহিদীন যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে রাসূলের বংশীয় একজন লোকের হাতে নেতৃত্ব হস্তান্তর করে দেবে। ওহে আমার মুসলমান ভাইয়েরা..!! এহেন পরিস্থিতিতে উক্ত হাদিসে বর্ণিত রাসূলে কারীম সা.এর শেষোক্ত বাণীটি স্মরণ রাখবেন- " তোমাদের মধ্যে যারাই তখন উপস্থিত থাকবে, সে যেন তাদের (মুজাহিদীনের) দলে এসে শরীক হয়ে যায়..!! চায় তা করার জন্য তোমাদেরকে বরফের উপর দিয়ে হাটুগেড়ে আসা পড়ুক..!!" (আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন)

বিজয়ের পূর্বে মুজাহিদীন কর্তৃক নেতৃত্ব চাওয়ার যে বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে, সেক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে যদি ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গতার দৃষ্টিতে ফায়সালা করা হয়- তবে ইসলামী বিশ্ব বিশেষত আরববিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি কারা ..!!??

আরববিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার প্রকৃত হক্বদার কারা...??!!!

কে আছে..?? যে নিজের জানকে বাজী রেখে ইসলাম নামক ঐ নৌকাটিকে কাফেরদের বেষ্টনী থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে..!! কোন সে আন্তরিক বন্ধু..?? যারা রাত-দিনকে এক করে উম্মতের দরদ নিয়ে ছটফট করতে থাকে..!! তারা কারা..?? যারা ফিলিস্তীনের নিরীহ শিশুদের নিরাপত্তার জন্য... ইরাকের দুর্বল বৃদ্ধ বাসিন্দাদের কাকুতির জন্য... আল্লাহর ঘরের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে... কাশ্মীরের মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার স্বার্থে... নিজের জানকে কুরবান করে দিয়েছে..?? নিজের অন্তরের মধ্যে হাঙ্গামার চীতা জ্বালিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর দরদ দিয়ে তাকে আবাদ করেছে..?? স্বীয় মা-বোনদের তরতাজা খুন আর অশ্রুকে বুকে নিয়ে পাহাড়ের গর্তের দিকে পাড়ি জমিয়েছে..?? তারা কোন সে জন..??- যারা মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর পবিত্র শহরকে দুশমনদের হাত থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে নিজেদের শহর ছেড়ে দিয়েছে..?? ওহে জ্ঞানীব্যক্তিবর্গ !! বলো..! তারা কোন সে জন..??- যারা নিজেদের সকল আনন্দ-উল্লাসে আগুনে জ্বালিয়ে উম্মতের চিন্তাকে স্বীয় অন্তরে স্থান দিয়েছে..?? যারা নিজেদের যৌবনকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করে প্রেম-ভালবাসাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে..?? যারা উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতিটি পরিবারের টেনশানকে মাথায় নিয়ে দিনবদিন তাদের থেকে জুলুম অত্যাচার দূর করে চলেছে..??

তারা কি আরবের প্রতাপশালী শাসকবর্গ..?? যাদের অন্তরে ফিলিস্তীনের নিরীহ শিশুদের চাইতে ইহুদীদের প্রতি ভালবাসা আর নমনীয়তা অধিক পছন্দনীয়..?? যারা ইরাকের দুর্বল বয়োবৃদ্ধ লোকদেরকে সান্ত্বনার বাণী শুনানোর পরিবর্তে তাদের হত্যাকারীদের গলায় স্বর্ণের ক্রোশ ঝুলিয়ে দিচ্ছে..?? তারা কি বাস্তবেই ইসলামের দরদী ব্যক্তিবর্গ.. যারা একজন কাফেরের মৃত্যু সংবাদ শুনে ছটফট করতে থাকে.. আর এদিকে লাখো মুসলমানের মাতম আর কান্নার আওয়াজগুলো তাদের উপর কোনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনা..??

মুজাহিদীন ভারত বিজয় করবে...

عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار ، عصابة تغزو الهند ، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم

عليهما السالم. (سنن النسائي المجتبى،ج:6ص:42 ، ومسند أحمد)

অনুবাদ- হযরত ছাউবান (নবী করীম সা.এর আযাদকৃত গোলাম) রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি দল, যাদেরকে আল্লাহ পাক জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। প্রথমটি হচ্ছে, যারা হিন্দুস্তান (ভারত) এর সাথে যুদ্ধ করবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যারা ঈসা বিন মারয়াম আ. এর সাথে থাকবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند ، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي ، فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء ، وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر. (سنن النسائي المجتبى،ج:6ص:42)

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন যে, নবী করীম সা. আমাদেরকে হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (আবূ হুরায়রা রা. বলেন-) আমি যদি ঐ যুদ্ধটি পেয়ে যাই, তবে তার জন্য আমি আমার জান-মাল সব কুরবান করে দেব। ফলশ্রুতিতে আমি যদি সেখানে শহীদ হয়ে যাই, তবে আমি সর্বোত্তম শহীদদের মধ্যে হব। আর যদি বেঁচে ফিরে আসি, তবে আমি আবূ হুরায়রা ১০০% জাহান্নাম থেকে মুক্ত গ্যারান্টি নিয়ে ফিরব।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وذكر الهند فقال ليغزون الهند لكم جيش يفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفر الله ذنوبهم فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم بالشام.قال أبو هريرة إن أنا أدركت تلك الغزوة بعت كل طارف لي وأقلد غزوتها فإذا فتح الله علينا وانصرفنا فأنا أبو هريرة المحرر يقدم الشام فيجد فيها عيسى بن مريم فلأحرصن أن أدنوا منه فأخبره أني قد صحبتك يا رسول الله ، قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم وضحك ثم قال هيهات هيهات. (الفتن نعيم بن حماد،ج:1ص:410) إسناده ضعيف.

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. হিন্দুস্তানের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে একটি বাহিনী হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। শেষপর্যন্ত তারা হিন্দুস্তানের প্রতাপশালী সম্রাটদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে বন্দী করে নিয়ে আসবে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ পাক তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। অতপর তারা যখন ওখান থেকে ফিরে আসবে, তখন শামে ঈসা বিন মারয়াম আ.কে পেয়ে যাবে।

অতপর আবূ হুরায়রা রা. বলেন- আমি যদি ঐ যুদ্ধকালীন সময়টি পেয়ে যাই, তবে আমি আমার নতুন-পুরাতন সকল আসবাবপত্র বিক্রি করে হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চলে যাব। সুতরাং আল্লাহ পাক যখন আমাদেরকে বিজয় দান করবেন, আর আমরা ফিরে আসব, তখন আমি আবূ হুরায়রা জাহান্নাম থেকে মুক্ত হব। অতপর আমি যখন শামে আসব, তখন ঈসা বিন মারয়াম আ.কে পেয়ে যাব। ঐ মুহূর্তে আমি ঈসা আ.এর সন্নিকটে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ব। অতপর ঈসা আ. এর কাছে গিয়ে বলব যে, আমি হলাম শেষনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সা.এর সাহচার্যপ্রাপ্ত একজন সাহাবী। রাসূলে কারীম সা. আবূ হুরায়রার একথা শুনে মুচকি হেসে দিয়ে বলতে লাগলেন যে, (হে আবূ হুরায়রা! এ ঘটনা) অনেক দূরে... অনেক দূরে...।

ফায়দা- হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফযীলত উপরোক্ত হাদিস দ্বারা আন্দাজ করা যেতে পারে যে, সেখানকার মুজাহিদীনের মর্যাদা ঐ সকল মুজাহিদীনের সমান হবে, যারা ঈসা আ.এর সাথে থেকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করবে। রাসূলে কারীম সা. কথাটি এজন্যই বলেছেন- এমনটি যাতে না হয় যে, বিশ্বের সকল মুজাহিদীন ইমাম মাহদীর সাথে যুদ্ধ করার আশায় আরববিশ্বে গিয়ে একত্রিত হয়ে যাবে আর হিন্দুস্তান থেকে সবাই গাফেল হয়ে যাবে। অথচ হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মিশনটিও সেই মিশন, যা সফল করার জন্য ইমাম

মাহদী যুদ্ধ করবেন। সুতরাং হিন্দুস্তান তথা ভারতের মুজাহিদীনের জন্য-ও একই রকম মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। সাথে সাথে সুসংবাদ-ও দেয়া হয়েছে- যাতে করে হিন্দুস্তান বিজয়কারীদের মনে কোনরূপ বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি না থাকে যে, ইমাম মাহদী বা ঈসা আ.এর সাথে থেকে জিহাদ করার সৌভাগ্য নসীব হলনা। আর তাই রাসূলে কারীম বলছেন যে, ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই, ফিরে এসে তারা ঠিকই ঈসা বিন মারয়াম আ.কে পেয়ে যাবে।

এসকল হাদিসে ইসলামের বিরোদ্ধে হিন্দুস্তানের কঠোর মনোভাবের বিষয়টির-ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পাশাপাশি দাজ্জালের জোটবদ্ধ সেনাদলের সাথে ভারতের সখ্যতার ব্যাপারটি-ও আন্দাজ করা যায়। একারণেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের জন্য স্বয়ং দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের সমান মর্যাদার কথা উল্লেখ হয়েছে। চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইহুদীদের সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারত। পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার উপর পরিপূর্ণ কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রতিক ভারতকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে ইহুদীদের পূর্ণ জোর হচ্ছে ভারতকে শক্তিশালী করার প্রতি। কেননা, এতদাঞ্চলেই ঐ বরকতময় স্থান বিদ্যমান, যেখান থেকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে একটি দল বের হয়ে ইমাম মাহদীর দলকে শক্তিশালী করবে। এর পূর্বেই ইহুদীরা ভারতকে মহাপরাশক্তি (Undefeatable) হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং ঐ সকল শক্তিগুলোকে নিঃশেষ করে দিতে চায়, যারা ভারতের জন্য হুমকি হয়ে দাড়াতে পারে।

পাকিস্তানের উপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আর ভারতের জন্য একের পর এক মহানুভূবতার বিষয়টিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। কাশ্মীর যুদ্ধের সমাপ্তি, পাকিস্তানে মুজাহিদীনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, পাকিস্তানের পাহাড়ী অঞ্চল ও আফগানিস্তানের মুজাহিদীনের উপর একের পর এক চাপ বৃদ্ধি। এসকল বিষয়গুলিকে দেখেও কি আমাদের অন্তরে উদয় হয়না যে, আমাদের দুশমনেরা আমাদের পূর্বেই এসকল হাদিসের উপর আমল করা শুরু করে দিয়েছে। আর আমরা সবকিছু ভুলে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছি।

কিন্তু এতসব সত্তেও রাসূলে কারীম সা.এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর উপর বিশ্বাসস্থাপনকারী ব্যক্তিবর্গকে কোনরূপ পেরেশানীর সম্মুখীন হওয়ার দরকার নেই। বরং তাদেরকে পুর্বের তুলনায় আরো পূর্ণ মনোবল নিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে দেয়া চাই। হিন্দু আর ইহুদীদের রাজনৈতিক পন্ডিতগণ সত্যধর্মকে নিঃশেষ করার জন্য যতই চাল চালানোর, চালতে থাকুক..!! কিন্তু মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর সত্য খোদা আসমানের মধ্যে এর ব্যবস্থাপনা তৈরী করছেন। হিন্দু আর ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্র এবং তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টা তাদের নিজেদের উপর এসেই পতিত হবে, যার মাধ্যমে মুজাহিদীন নতুন রাস্তা বের করতে সক্ষম হবে। মাঝে দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ পাক তার সত্যায়নকারী বান্দাদেরকে একটু পরখ করে নিতে চাইবেন।

অপরদিকে হিন্দুস্তানের জিহাদের ক্ষেত্রে মালসম্পদ ব্যয় করার বিষয়টিকে এতই গুরুত্বের সাথে বলা হচ্ছে যে, স্বয়ং আবূ হুরায়রা রা. বলতেছেন- "ঐ জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য আমি আমার সকল নতুন-পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রি করে দেব।"

عن كعب رضي الله تعالى عنه قال: يبعث ملك في بيت المقدس جيشا إلى الهند ، فيفتحها ويأخذ كنوزها ، فيجعله حلية لبيت المقدس ، ويقدموا على ملوك الهند مغلولين ، يقيم ذلك الجيش في الهند إلى خروج الدجال.(الفتن نعيم بن حماد،ج:1ص:402)

অনুবাদ- হযরত কা'ব রা. বলেন- বাইতুল মাকদিসের একজন বাদশা হিন্দুস্তানের দিকে একটি বাহিনী পাঠাবেন। ঐ বাহিনী হিন্দুস্তানকে বিজয় করবে। ওখানকার সকল ভান্ডার উদ্ধার করে এগুলো দিয়ে বাইতুল মাকদিস সাজিয়ে তুলবে। তারা হিন্দুস্তানের বাদশাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসবে। ঐ বাহিনী দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে।

ফায়দা-

(১) জিহাদের বিরুদ্ধাচারণকারীগণ মন্তব্য করে থাকে যে, দিল্লীর লাল কেল্লায় ইসলামের ঝান্ডা উড়ানোর কথাগুলো পাগলের প্রলাপ আর পেঁচার দিবাস্বপ্ন বৈ কিছুই নয়। অথচ উপরোক্ত হাদিস এবং পূর্বোল্লিখিত হাদিসগুলোতে আপনি স্পষ্ট পড়ে এসেছেন যে, এটা কোন পাগলের স্বপ্ন নয়; বরং এটা হচ্ছে ঐ সত্য প্রতিশ্রুতি, যা সত্যনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সা.শেষযমানার মুজাহিদীনকে দিয়ে গেছেন। আর যে প্রতিশ্রুতি আমাদের নবী বলে গেছেন, তা অবশ্যই মিথ্যা হবেনা। ভারত যতই শক্তিশালী হয়ে উঠুক না কেন.. যত বিশাল পরিমাণ সেনাবাহিনী-ই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত করুক না কেন... মহান আল্লাহ পাক ঐ দিন অবশ্যই এনে ছাড়বেন, যেদিন দিল্লীর লালকেল্লাতে ইসলামের কালেমাখচিত ঝান্ডা পত পত করে উড়তে থাকবে।

হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, বাইতুল মাকদিস থেকে একজন বাদশা (শাসক) হিন্দুস্তানের দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করবে। আমরা যদি ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তবে দেখতে পাই যে, বাইতুল মাকদিস থেকে প্রেরিত কোন বাহিনী এ পর্যন্ত হিন্দুস্তান বিজয় করার জন্য আসেনি। সুতরাং রাসূলের এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এখন পর্যন্ত পূরণ হয়নি। বাইতুল মাকদিস থেকে আসা বাহিনীতে সমস্ত মুজাহিদীন শামিল থাকতে পারে। বর্তমান কাশ্মীর যুদ্ধে সুমহান ত্যাগের যে দীর্ঘ ধারাবাহিকতা আমরা লক্ষ করছি, ইনশাআল্লাহ...!! তা শেষ হয়ে যাবেনা; বরং আল্লাহ চাহেন তো এই ধারাবাহিকতাই প্রতিশ্রুত মহাবিজয় পর্যন্ত পৌছে যাবে।

(২) আজকাল ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থান ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগুচ্ছে। বিশ্বের ধনভান্ডারগুলি ভারতের দিকে ঝুকে পড়ছে। উক্ত হাদিসে মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে যে, পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই- এই সমস্ত ধনভান্ডার যুদ্ধলব্ধ মাল হয়ে মুজাহিদীনেরই পদচুম্বন করবে ইনশাআল্লাহ...!!

(৩) এ সেনাদল দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে। কেননা, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পর কুফর-ইসলামের মধ্যকার যুদ্ধ পূণরায় শুরু হয়ে চূড়ান্ড পর্যায়ে উন্নীত হবে।

শুনে নাও মোর ফরিয়াদ...!!

এখানে মুজাহিদীনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রস্তাবনা পেশ করতে চাই। বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চলমান কুফর-ইসলামের মধ্যকার যুদ্ধে মুজাহিদীন জিহাদে লিপ্ত আছেন। কিছু মুজাহিদীন হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে জিহাদে ব্যস্ত আছেন, আর কিছু মুজাহিদীন আফগানিস্তানে মার্কিনীদের ঘাড়ে কুঠারাঘাত করছেন, এভাবে চেচনিয়া, ফিলিস্তীন, ইরাক এবং অন্যান্য এলাকায় মুজাহিদীন জিহাদরত রয়েছেন। যদি হিন্দুস্তান এবং খোরাসানের উল্লেখবিশিষ্ট হাদিসগুলোকে সামনে রাখা হয়, তবে খোরাসানের মুজাহিদীন এবং কাশ্মীর-হিন্দুস্তানের মুজাহিদীনের মাঝে গভীর সম্পর্কের বন্ধন লক্ষ করা যায়। সুতরাং হাদিসে ইঙ্গিতকৃত ঐ সুসম্পর্কের ব্যাপারটি উভয়াঞ্চলের মুজাহিদীনকে অবশ্যই সদা মাথায় রাখতে হবে। যাতে এমনটি না হয় যে, পরিস্থিতির শিকার হয়ে বা সরকারী কর্মকর্তাদের কূটনৈতিক পলিসিতে পড়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত না হই। এমনটি হলে তো আমাদের সম্ভবানাগুলো কাফেরদের পরিবর্তে মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়াগুলোতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমাদেরকে শুধু এতটুকু দেখতে হবে যে, যে সকল অঞ্চলে মুজাহিদীন যুদ্ধরত আছেন, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি..!! সুতরাং যদি তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হয়- ইসলামের কালেমাকে উঁচু করা। তবে অবশ্যই বহির্বিশ্বের কোন সহযোগীতার প্রেক্ষিতে একে অবৈধ বলা যাবেনা। হ্যাঁ... যদি কোন সংগঠনের মাঝে কোনপ্রকার কপটতা বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে সকল মুজাহিদীন মিলেই এটাকে খতম করা চাই। একে কেন্দ্র করে সকল মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার থেকে বিরত থাকা চাই।

আমরা যদি কাশ্মীরের যুদ্ধকে এই বলে অবৈধ ঘোষনা করি যে, ওখানে সরকারীভাবে সহযোগীতা করা হয়, তবে এভাবে জিহাদের বিরুদ্ধাচারণকারীদের অন্তরকে পৃথিবীর বুকে চলমান কোন জিহাদের ক্ষেত্রেই সন্তুষ্ট করা যাবেনা। গতকাল পর্যন্ত কাশ্মীরের যুদ্ধ যদি ফরয থেকে থাকে যে, ওখানে মুসলিম মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হত। মায়েদের লাল শাড়ীগুলোকে শরীর থেকে টেনে ফেলে দেয়া হত।

বোনদের উড়নাগুলো নিয়ে সমাজে ছেড়াছেড়ি করা হত। একটি মুসলিম অঞ্চলকে কাফের সম্প্রদায় দখল করে বসেছিল। তবে এসকল শর্তাবলী আজ-ও সেখানে বিদ্যমান। বরং এখন তো ওই বিষয়গুলি আগের চেয়ে বেশি আশংকাজনক। পাশাপাশি বহির্বিশ্বের সহযোগীতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা তো আরো বেশি মজলুম হয়ে পড়বে। তাহলে আজ কোন যুক্তিতে কাশ্মীরের জিহাদকে অবৈধ বলা যেতে পারে...???!!

যে জিহাদের ফযীলত স্বয়ং নবী করীম সা.এর যবানে মুবারক থেকে বের হয়েছে, সেটি একটি চরম বাস্তবতা, যা অবশ্যই অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। পারস্পরিক বিরুদ্ধাচারণ বা এ সম্পর্কে কোন ত্রুটি খুজে বের করা... এগুলো সত্যনিষ্ঠ মুজাহিদীনের পথে কোনই বাধা হয়ে দাড়াতে পারবেনা। তবে একটি কাজ তো অবশ্যই হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করে চলেছি। যেখানে বিশ্বের সকল মুসলিম সংগঠনগুলোকে একত্রিত করার দরকার ছিল, সেখানে একে অন্যের ত্রুটি বের করে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার হাত প্রশস্ত করেছি। যদি তাই করা হয়, তবে এটাও স্মরণ রাখবেন যে, জিহাদের রাস্তায় পূণরায় সেই ভুলগুলোতে লিপ্ত হলে অবশ্যই তা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হবে।

বর্তমান সময়ে ভারত সরকার যদি স্বীয় পলিসিগুলো পরিবর্তন করতে থাকে, কাশ্মীরের মুজাহিদীন অস্ত্রসস্ত্র থেকে খালী হয়ে তারা তো বিরাট কুফুরী শক্তির সামনে সম্বলহীন হয়ে পড়বে। এমন সময় তো তারা অন্যান্য মুসলিম সাথীদের থেকে সহযোগীতা এবং দোয়ার কাঙ্খী ছিল। না পারস্পরিক তুহমত এবং তিরস্কার আশা করেছিল। আমরা একদিকে নিজেদেরকে মুজাহিদ মনে করব, অপরদিকে অন্যান্য মুসলিম ভাইদের জিহাদকে অবৈধ বলে ঘোষনা করব- তাহলে আমাদের এবং অমুসলিমদের মাঝে পার্থক্য রইল কোথায়...???!!

এ দু'টি অঞ্চলের মুজাহিদীনকে দ্বিমুখী বলা কোনভাবেই মেনে নেয়া যাবেনা। কেননা, আমরা যে অঞ্চলে অবস্থান করছি, সেখানে ভারতকে দৃষ্টিসীমার ভেতরে আবদ্ধ রাখার মাধ্যমে উদ্দেশ্য হল যে, এখন পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রাধান্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে নির্ধারণ করে নিতে পারিনি যে, আমাদের উদ্দেশ্য কি..??!! বর্তমান সময়ে চায় খোরাসানের মুজাহিদীন হোক- চায় কাশ্মীরের মুজাহিদীন হোক, এতদাঞ্চলে অবস্থানকারী সকল মুজাহিদীনকে প্রথমে ভারত বিজয় করতে হবে। এরপর সর্বশেষ দুশমন ইহুদীদের সাথে বুঝাপড়ার জন্য যেতে হবে। ইহুদীরা এই বাস্তবতাকে খুব ভাল করেই জানে বিধায় ভারতকে তারা মহাপরাশক্তি বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং আপনি যতই ভারত থেকে অমনযোগী হয়ে পড়ুন.. অতিশিগ্রই আল্লাহ পাক এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন যে, আপনাকে ভারতের দিকে মনযোগ দিতেই হবে..!! মুজাহিদীন কি কখনো চিন্তা করেছেন যে, "গাযওয়ায়ে হিন্দ"ওয়ালা হাদিসটি তারা ভুলতে বসেছে, যেখানে যুদ্ধ করাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মুজাহিদীনকে এখন সর্বপ্রকার দলাদলি বা সংগঠনভিত্তিক কার্যকলাপকে পরিহার করতে হবে। পাশাপাশি স্বার্থপরতা বা আঞ্চলিক কোন টানকেও অন্তরে স্থান দেয়া যাবেনা। ইতিপূর্বে আমাদের থেকে এরকম অনেক ভূল-ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে এখনই সতর্ক হয়ে যেতে হবে। ইসলামকে সকল প্রকার দলাদলি এবং সব ধরনের স্বার্থের উর্ধ্বে রাখতে হবে। বরং পরিস্থিতি বুঝে সবাইকে পর্যায়ক্রমে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পুরাতন সব দুঃখ-দুর্দশা আর মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে ভুলে গিয়ে সবাইকে একসাথে জিহাদের অভিযান পরিচালনা করতে হবে। কোরআনে কারীমে যে জিহাদের উল্লেখ রয়েছে, সে জিহাদকে বুকে নিয়ে সামনে এগুতে হবে। অন্যথায় মনে রাখবেন- আল্লাহ তা'লা কিন্তু কারো মুকাপেক্ষী নন। আল্লাহর কাছে এরকম বান্দা-ই বেশি পছন্দ, যাদের ভেতরে অপারগতা, নম্রতা আর একনিষ্ঠতার গুণাগুণ বিদ্যমান।

হিন্দুস্তানের ব্যাপারে শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ.এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ...

ছারহাদ প্রদেশ এবং পাকিস্তানের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ. রচিত ভবিষ্যদ্বানীগুলো অবশ্যই ঈমানদারদের অন্তরে সান্ত্বনা এবং শক্তি সঞ্চার করবে। এ ভবিষ্যদ্বানীগুলোকে শাহ

ইসমাঈল শহীদ রহ.-ও স্বীয় গ্রন্থ الأربعين এ বর্ণনা করেছেন। ভবিষ্যদ্বানীগুলো কাব্যাকৃতিতে রচিত। যদিও এগুলো অকাট্য কোন দলীল বহন করেনা, কিন্তু কতিপয় অংশ রাসূলের হাদিসের সাথেও মিলে যায়। এখানে এগুলোর অনুবাদ উল্লেখ করা হল :-

"হঠাৎ মুসলমানদের মাঝে কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে হৈ চৈ পড়ে যাবে। অতপর তারা কাফেরদের (ভারত) সাথে একটি বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করবে। অতপর মহররম মাসে তারা মুসলমানদের হাতে তরবারী তুলে দেবে। অতপর তারা অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে আহত প্রাণীর ন্যায় আক্রমণ করে বসবে। অতপর হাবীবুল্লাহ নামক একজন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ পাকের রহমতে কোরআনের অধিকারী হবেন, তিনি আল্লাহর সাহায্যে তলোয়ারকে কোষমুক্ত করবেন।"

"ছারহাদ প্রদেশের বীরবিক্রম গাজী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীর জাগরণে যমিন আন্দোলিত হয়ে যাবে। লোকেরা পাগলের মত হয়ে জিহাদের জন্য আগে বাড়তে থাকবে এবং রাতারাতি তারা পিপীলিকা ও পঙ্গপালের ন্যায় হামলা করে বসবে। এভাবে আফগান জাতি বিজয় অর্জন করে ফেলবে। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ও সমুদ্রের পথগুলো দিয়ে তারা দ্রুতগতিতে বন্যার পানির মত আক্রমণ করে বসবে। এভাবে তারা পাঞ্জাব, দিল্লী, কাশ্মীর এবং জম্মুকে আল্লাহর গায়েবী সাহায্যে বিজয় করে ফেলবে। দ্বীনে ইসলামের সকল দুশমন মারা পড়বে। এভাবে সারা হিন্দুস্তান হিন্দুয়ানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যাবে। হিন্দুস্তানের মত ইউরোপের ভাগ্য-ও খারাপ হয়ে যাবে। এভাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। এ ভয়ানক যুদ্ধ ও মরণলড়াই কয়েক বৎসর পর্যন্ত জলে-স্থলে মারাত্মক পর্যায়ে চলতে থাকবে। বেঈমানী শক্তি সারাবিশ্বকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। শেষপর্যন্ত তারা জাহান্নামের চিরস্থায়ী ইন্ধন হয়ে যাবে। হঠাৎ হজ্বের মওসুমে ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।"

ছারহাদ প্রদেশ এবং সাধারণ জনগণ...

আল্লাহ তা'লা যখন স্বীয় পছন্দনীয় ধর্মকে শক্তিশালী ও কাফেরদের উপর বিজয়ী করার ইচ্ছা করেন, তখন এই কাজটির জন্য আল্লাহর রহমত সকল সৃষ্টির উপর বর্ষিত হয়। যখনই কোন মানুষ বা কোন জাতি আল্লাহ তা'লার এ রহমতকে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র অলসতা দেখায়, তখনই সেই রহমত অন্য এলাকার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এ মহান রহমতকে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে কতিপয় শর্ত আরোপিত হয়েছে :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (سورة المائدة:54)

অনুবাদ- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের থেকে যারাই দ্বীন (জিহাদ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'লা এমন সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'লা মহব্বত করেন এবং তারাও আল্লাহ তা'লাকে মহব্বত করে। তারা মুসলমানদের জন্য খুবই নম্রতাপরায়ণ এবং কাফেরদের জন্য খুবই কঠোর হবে। তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে থাকবে। পাশাপাশি জিহাদ করতে গিয়ে তারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবেনা। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে একটি রহমত, যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই দান করেন।

উসামানী খেলাফত ভেঙ্গে যাওয়ার পর অর্ধশতাব্দীর অধিক সময় পর্যন্ত আল্লাহ পাকের ইসলামী জীবনব্যবস্থা নামক মহান রহমতটি অনেক ব্যক্তিত্ব ও অসংখ্য জাতির দিকে ধাবিত হয়েছে। যাতে করে জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের একটি আশ্রয়স্থল মিলে যায়। এ রহমত কখনো হিন্দুস্তানের মুসলমানদের দিকে ধাবিত হয়েছে, আবার কখনো পাকিস্তানের দিকে এসে গেছে। কখনো মিসরের

ঐতিহাসিক শিক্ষাস্থলের দরজায় কড়া নেড়েছে। কখনো হেজাযের গবেষণাগারগুলোতে গিয়ে আশ্রয়স্থল খুজেছে। মোটকথা, আল্লাহর রহমতটি সর্বস্থানে এবং সকল স্তরের জাতির কাছে গিয়েছে। কিন্তু সকল প্রকার ইসলামী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাস্থল, অত্যাধুনিক ষ্টাডিজ সিষ্টেম এবং যোগাযোগ মাধ্যম থাকা সত্তেও কোথাও ইসলামের আশ্রয় মিলেনি।

অতপর ইসলাম সিধেসাধা আফগান জাতির কাছে এসে বলেছে যে, অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত আমি গরিব তথা "অপরিচিত" হয়ে রয়েছি। দেড়শত কোটি মুসলমান পৃথিবীর বুকে বাস করলেও কেহই আমাকে আশ্রয় দিতে রাজী হয়নি। একথা শুনে আফগান দরিদ্র জাতি গা থেকে স্বীয় চাদরটি খুলে বলেছিল- হে ইসলাম! আমরা যেখানেই যে অবস্থাতেই থাকব, তোমাকে আর একা থাকতে দিবনা, আমরাও তোমার সাথে থাকব। যদিও এরজন্য নিজের প্রাণনাশের ভয় থাকে।

আর কি চাই..!! মহান রাব্বুল আলামীন তো এরকম সাধাসিধে আর নম্র কথাকেই বেশি পছন্দ করেন। আফগান জাতির একথাকেও তিনি পছন্দ করে নিলেন। ফলে ঈমানদারগণও এটাকে পছন্দ করতে লাগল। এভাবে আল্লাহ তা'লা আফগান জাতিকে বিশ্বের দেড়শত কোটি মুসলমানদের জন্য ইমাম এবং মুহাম্মাদী কাফেলার আমীর বানিয়ে দিলেন।

এ সিধেসাধা আল্লাহর ওলীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপোষনকারীদের জিহবা যতই লম্বা হয়ে যাক; কথাগুলো দুপুরের তাজা রোদের মত অটল সত্য। আরবীতে একটি প্রবাদ রয়েছে :- لوم الخفاش لا يضر الشمس وعواء الكلب لا يظلم البدر অর্থাৎ পেঁচার তিরস্কারের প্রেক্ষিতে সূর্যের কিরণ কমে যাবেনা এবং কুকুরের ঘেও ঘেও হেতু পূর্ণিমার চাদেঁ কোন প্রভাব পড়বেনা।"

আফগান জাতিও উম্মতে মুসলিমার জন্য সূর্য ও চন্দ্রের মত। কান্দাহারের দিগন্তে উদিত এ চাঁদ অন্ধকার রাতের মুছাফিরদের জন্য আলো বিকিরণ করছে। এ নবচাদেঁর আলো দেড়শ কোটি মুসলমানদের নিস্তব্ধতার সমুদ্রে জাগরণের জোয়াড় সৃষ্টি করেছে। গতকাল-ও এ চাঁদ চমকাচ্ছিল, আজও সেই চাঁদ নবী করীম সা.এর আনীত দ্বীনকে মহব্বতকারী প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে চমকাতে থাকবে। এই চন্দ্রে এখন পর্যন্ত গহণ শুরু হয়নি; বরং ইনশাআল্লাহ.. আগামীকাল দিল্লীর লাল কেল্লার উপর ইসলামের আলো বিচ্ছোরণ করে আগ্রার তাজমহলকে তাওহীদের পানি দিয়ে স্নান করানো হবে। এই চাদেঁর বিকিরণ দিয়েই প্রথম কেবলার উপর পতিত অশুভ কালো ছায়াকে চিরদীনের জন্য সরিয়ে দেয়া হবে। কুফুরী শক্তির ভয়ে ঠিট্টির কাঁপতে থাকা উম্মতের রগরেশায় গরম উত্তাপ সৃষ্টি করবে।

সুতরাং ইসলামের রক্তে রাঙ্গায়িত এ বাতি দাজ্জালী মিডিয়ার ফুৎকারের দ্বারা নিভে যাবেনা। কারো গ্রহণ না করাকে কেন্দ্র করে প্রকৃত বাস্তবতায় কোন প্রভাব পড়বেনা। প্রকৃত বাস্তবতা সেটাই, যা নিজ চোখে দেখা সম্ভব। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে পরম দয়া, যাকে পছন্দ করেন, তাকেই একমাত্র দান করেন।

এ জাতির ভেতরে ঐ সকল গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটেছে, যা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে পছন্দীয় হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যাদের ভেতরে ধর্মীয় অনুভূতি, ঈমান রক্ষা, "আহলে কূবা"র মত পূতপবিত্রতা, মেহমানদারী, ইসলামী মৌলিক স্তম্ভগুলোর প্রতি অগাধ ভালবাসা, শক্তিশালী সামাজিক ব্যবস্থাপনা, মডার্ন মুর্খতাখচিত কুসংস্কার থেকে পবিত্র ইত্যাদি গুণাবলী বিদ্যামান।

কাপুরুষেরা শুনে অত্যন্ত খুশি হয় যে, তালেবান খতম হয়ে গেছে। লাঠির জোরে গঠিত তোমাদের এ ইসলামী শাসনব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু অন্তরাত্মার অধিকারীগণ ভাল করেই বুঝেন যে, তালেবান শেষ হয়ে যায়নি; বরং আজও তারা ঈমানদারদের অন্তরে শাসক হয়ে আছে। আমি মনে করিনা যে, কোন ঈমানদারের হাত তালেবানদের জন্য দোয়া করা ছাড়াই নিচে নেমে যায়। এটা আমার চাঁপাবাজী বা ফালতু কথা নয়; বরং এটা জীবন্ত বাস্তবতা। শাসনকার্য শেষ হয়ে যাওয়ার পরও মুসলমানদের মধ্যে তাদের প্রতি

ভক্তিশ্রদ্ধার নিদর্শন হচ্ছে যে, তালেবানরা যখন মার্কিনীদের বিরুদ্ধে অপারেশানের জন্য বের হয়। যখনই ফায়ারিংয়ের আওয়াজ স্থানীয় লোকদের ঘরগুলোতে পৌছে, তখন ঘরের ভেতরে থাকা মা-বোনেরা দৌড়ে গিয়ে চায়ের ডেগটি চুলার উপরে বসিয়ে দেয়। তারা মনে করে যে, কুফুর-ইসলামের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধের একজন মুজাহিদ অপারেশান শেষে হয়ত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে তার বাড়ীর পাশের রাস্তাটি দিয়ে ফিরে যাবে। এমন সময় তাদেরকে চা-নাস্তা খাইয়ে নিজের নামটিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেবে। একটি-দুটি ঘর নয়; বরং হামলার স্থান থেকে পেছনের কেন্দ্রীয় ঘাটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘরে ঐ রাতে বিয়ে-শাদীর মত আনন্দ উদযাপন করা হয়।

হক-বাতিলের এ চূড়ান্ত লড়াইয়ে আল্লাহ তা'লা এ জাতিকে বিরাট অংশ দান করেছেন। সুতরাং তাদের উপর বিরাট এক দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। প্রথমত- জিহাদ নামক ঝান্ডাটিকে সবসময় সমুন্নত রাখা। পাশাপাশি ঐ সকল ব্যাধি থেকে সবসময় দূরে থাকা, যা বিজয়ী জাতির উপর প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এই ঝান্ডার অধীনে চলা সকল কাফেলা ও সংগঠনকে একজোট ও সুসংগঠিত রাখা।

মানবতা ও মনুষত্ব নিয়ে গবেষনাকারী ইহুদীদের মস্তিস্ক একথা ভাল করেই জানে যে, পাকিস্তানের ছারহাদ প্রদেশে থাকা মুসলমানগণ হিন্দু ও ইহুদীদের জন্য বিরাট বড় দেয়াল। আর তাই এ দেয়ালটিকে ভেঙ্গে ফেলা বা দুর্বল করার জন্য ভারত এবং ইসরায়েলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ দ্রুতগতিতে ঘটে চলেছে। এজন্য ছারহাদ প্রদেশের প্রতিটি মসজিদের দায়িত্বশীলদেরকে তৎপর বানানো জরুরী হয়ে পড়েছে।

বিশ্বযুদ্ধে মুসলমানদের প্রধান ঘাটি...

عن مكحول رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للناس ثلاثة معاقل ، فمعقلهم من الملحمة الكبرى التي تكون بعمق أنطاكية دمشق ، ومعقلهم من الدجال ببيت المقدس ، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج طور سيناء. (السنن الواردة في الفتن ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء،ج:6ص:146) مرسل ، ولكن أبا نعيم رواه أيضا عن طريق محمد بن علي بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

অনুবাদ- মাকহুল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- মুসলমানদের জন্য তিনটি ঘাটি রয়েছে। এক- আন্তাকিয়া অঞ্চলের আ'মাক প্রান্তরে সংঘটিত বিশ্বযুদ্ধে মুসলমানদের ঘাটি হবে দামেস্ক। দুই- দাজ্জালের সময় মুসলমানদের ঘাটি হবে বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম)। তিন- ইয়াজূজ-মাজূজ প্রকাশকালে মুসলমানদের ঘাটি হবে তূর পাহাড়।

উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, الملحمة الكبرى তথা বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে عمق প্রান্তরে। এটা হচ্ছে ঐ আ'মাক (বা أعماق) যা "হালাব" এর নিকটবর্তী।

عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الملحمة وفتح القسطنطينية ست سنين ، ويخرج الدجال في السابعة. (ابن ماجة،ج:2ص:137)

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুছর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- বিশ্বযুদ্ধ এবং কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের মাঝে ছয় বৎসরের ব্যবধান হবে। আর সপ্তম বৎসরে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে।

ফায়দা- বিশ্বযুদ্ধ এবং কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের ব্যাপারে দু'টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। একটির মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ আর কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের মাঝে ছয় মাস ব্যবধানের কথা উল্লেখ হয়েছে। আর অপর বর্ণনায় ব্যবধানটি ছয় বৎসর বলা হয়েছে। সনদের দিক থেকে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. "ফাতহুল বারী"তে ছয় বৎসরের হাদিসকে শক্তিশালী আখ্যা দিয়েছেন। (فتح الباري،ج:6ص:278 حاشية)

পাশাপাশি আবূ দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ عون المعبودএ মোল্লা আলী ক্বারী রহ.এর নিম্নোক্ত মতামত পেশ করা হয়েছে :- "বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের মাঝে সাত বৎসর উল্লেখিত হাদিসটি অধিক শক্তিশালী। অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ আর কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের মাঝে ছয় বৎসরের ব্যবধান। আর সপ্তম বৎসর দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে।" (عون المعبود،ج:11ص:272)

((হাফেয ইবনে কাছীর রহ. النهاية في الفتن والملاحم গ্রন্থে উভয় হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেন যে, "হতে পারে- যুদ্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। ছয় বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ এভাবেই চলতে থাকবে। আর চূড়ান্ত বিশ্বযুদ্ধটি হবে ষষ্ঠ বৎসর। এর কিছুদিন পরই কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় হবে এবং একই বৎসরের শেষের দিকে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে।" কারণ, সাত বৎসরের কথা উল্লেখিত হাদিসে শুধু الملحمة "অর্থাৎ যুদ্ধ" বলা হয়েছে। আর সাত মাসের কথা উল্লেখিত হাদিসে الملحمة الكبرى "তথা বিশ্বযুদ্ধ বা চূড়ান্ত যুদ্ধ" বলা হয়েছে। -মুতারজিম))

قال نافع بن عتبة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب ، فيفتحها الله ، ثم فارس فيفتحها الله ، ثم تغزون الروم فيفتحها الله ، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله.(مسلم،ج:4ص:2225 ، صحيح ابن حبان:6672)

অনুবাদ- নাফে' বিন উতবা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- তোমরা আরবদ্বীপে যুদ্ধ করবে, অতপর আল্লাহ তা'লা তোমাদের (হাতে আরবদ্বীপ)কে বিজয় করবেন। এরপর তোমরা পারস্য সাম্রাজ্যে যুদ্ধ করবে, সেখানেও আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। এরপর তোমরা রূম সাম্রাজ্যে যুদ্ধ করবে, সেখানেও আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। সর্বশেষ তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেখানেও আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকেই বিজয়ী করবেন।

ফায়দা-

(১) উপরোক্ত হাদিসে নবী করীম সা. সংক্ষিপ্ত কথায় সম্পূর্ণ ইতিহাস বলে দিয়েছেন। আরবদ্বীপ এবং পারস্য (ইরাক-ইরান) হযরত উমর রা. এর শাসনকালে বিজয় হয়েছিল। রূম সাম্রাজ্যের ব্যাপারে বলতে গেলে :- ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে রোমান বাদশা থিউডোসিস (Theodosius)এর মৃত্যুর পর রূম সাম্রাজ্য (Roman empire) দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এক- পূর্ব রূমক সাম্রাজ্য, যার রাজধানী হয় কনষ্ট্যান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তামবুল)। রূম সাম্রাজ্যের এ অংশটি "বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দুই- পশ্চিম রূমক সাম্রাজ্য, যার রাজধানী হয় বর্তমান ইটালীর শহর "রূমে"।

সুতরাং হাদিসে "রূম বিজয়" বলতে যদি পূর্ব রূমক সাম্রাজ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে তা উসমানী শাসনকালে সুলতান ফাতেহ মুহাম্মাদের নেতৃত্বে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে বিজয় হয়েছে। আর যদি সম্পূর্ণ রূম সাম্রাজ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটি এখনও বাকী। অচিরেই সেটিও বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ...!!
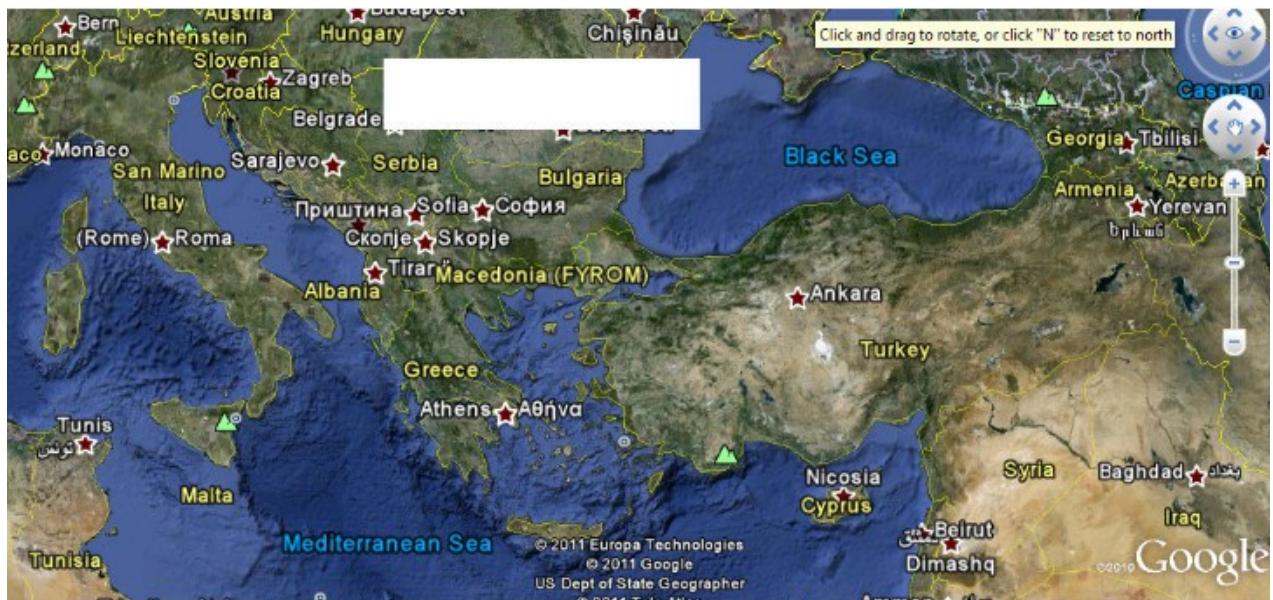
স্যাটেলাইট থেকে নেয়া তুরস্ক এবং ইটালীর মানচিত্র

(২) উপরোক্ত হাদিসে নবী করীম সা. পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, সবগুলি বিজয় যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হবে। আল্লাহ তা'লা মুজাহিদীনের হাতে বিজয়গুলি পূর্ণ করাবেন। সুতরাং প্রত্যেকটি মুসলমানের এ বিশ্বাস থাকা চাই যে, নবী করীম সা. বলে গেছেন- কুফুরী শক্তির পরাজয় একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই হচ্ছে এবং হতে থাকবে। সুতরাং কারো মুখ থেকে একথা বের হওয়া যে, কুফুরী শক্তি কখনো মুসলমানদের হাতে পরাজয় বরণ করেনি। এটা সমস্ত ইসলামী ইতিহাসের সম্যক অস্বীকার তো বটেই; বরং আল্লাহ তা'লার নাযিলকৃত আয়াতসমূহ, নবী করীম সা.এর সীরাত এবং সাহাবায়ে কেরামের অগণিত আত্মোৎসর্গমূলক ত্যাগসমূহের সাথে ঠাট্টা বৈ কিছু নয়। আর তাই কারো অন্তরে যদি ষরিষার দানা পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান থাকে, তবে তার মুখ থেকে যেন এধরনের নাস্তিকতাপূর্ণ কথা না বের হয়। অন্যথায় ঈমান চলে যাওয়ার শংকা রয়েছে।

মুজাহিদীনের "আল্লাহু আকবার" ধ্বনিতে কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়...

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِى الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِى الْبَحْرِ ». قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِى إِسْحَاقَ فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلاَحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا ». قَالَ ثَوْرٌ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ « الَّذِى فِى الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخَرُ ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. فَيُفَرَّجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ. فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَىْءٍ وَيَرْجِعُونَ. (رواه مسلم،ج:4ص:2238)

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন- "তোমরা এমন একটি শহরের নাম শুনেছ, যার একপ্রান্ত জলে আর অপর প্রান্ত স্থলে..?? সাহাবায়ে কেরাম বললেন- হ্যাঁ..!! তখন রাসূলে কারীম সা. বলতে লাগলেন- কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না বনূ ইসহাকের হাজার মানুষ ওখানকার লোকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। সুতরাং যখন বনূ ইসহাকের সকল যুদ্ধারা লড়াইয়ের জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবতরণ করবে, তখন অস্ত্রের মাধ্যমে তারা যুদ্ধ করবেনা এবং একটি তীরও তাদের দিকে নিক্ষেপ করবেনা; বরং স্বজোরে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস ভারী করে তুলবে। ফলে শহরের দুইদিকের প্রাচীরের একটি ভেঙ্গে পড়বে। (এখানে এসে বর্ণনাকারী ছাউর বিন ইয়াযিদ বলেন যে, আমার ধারণা- আবূ হুরায়রা রা. এ স্থলে সমুদ্র দিকের প্রাচীরটির

কথা বলেছেন) এরপর রাসূলে কারীম সা. আরো বলেন- অতপর তারা দ্বিতীয়বার "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করলে অপরপ্রান্তের প্রাচীরটিও ভেঙ্গে পড়বে। এরপর তৃতীয়বার "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিলে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রধান ফটক তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ফলে তারা শহরের ভেতরে প্রবেশ করে যুদ্ধলব্ধ মাল একত্রিত করবে। তারা মাল-সম্পদ বন্টন করতে থাকবে, হঠাৎ আওয়াজ আসবে- যে, "দাজ্জাল বের হয়ে গেছে"। এ ঘোষনা শুনে মুসলমানগণ সকল গনীমত ফেলে (দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে) ওখান থেকে চলে আসবে। (মুসলিম শরীফ)

যে সকল হাদিসে প্রাচীরের কথা উল্লেখ হয়েছে, এর মাধ্যমে প্রকৃত প্রাচীর-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার ওখানকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনাও উদ্দেশ্য হতে পারে। তেমনি দরজা বা ফটক বলতে শহরে প্রবেশের সড়ক-ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

তাহলে এ সকল যুদ্ধে কি ইসরায়েল ধ্বংস হয়ে যাবে...??

এখানে মনে মনে প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে, দাজ্জাল প্রকাশের পূর্বে এতদাঞ্চলে অবস্থিত জোটসেনাদের কি সম্পূর্ণ পতন হয়ে যাবে..?? যদি সম্পূর্ণ পতন হয়েই যায়, তবে ইসরায়েল থাকবে নাকি শেষ হয়ে যাবে..??!!

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলতে গেলে- এ বিষয়ে হাদিসগুলো অধ্যয়ন করলে পরে বুঝা যায় যে, এতদাঞ্চলে অবস্থিত সকল দুশমন সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করবে। কেননা, সহীহ হাদিসের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত যে, ইমাম মাহদীর যুগে সম্পূর্ণ শান্তি, নিরাপদ ও স্বচ্ছলতার জীবন ফিরে আসবে। আর এটি তখনই সম্ভব, যখন ইসলামের দুশমনেরা এতাদঞ্চল থেকে সম্পূর্ণরূপে পলায়ন করে চলে যাবে। পাশাপাশি কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় এবং রূম বিজয়ের কথা উল্লেখিত হাদিসগুলিতেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আরবাঞ্চলে বিদ্যমান শত্রুপক্ষ পরাজয় বরণ করবে। বাকী রইল ইসরায়েল প্রসঙ্গ..!! স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, জোটবদ্ধ কাফেরদের যখন সম্পূর্ণ পতন হয়ে যাবে, তখন ইসরায়েলের শক্তিও নিঃশেষ হয়ে যাবে।
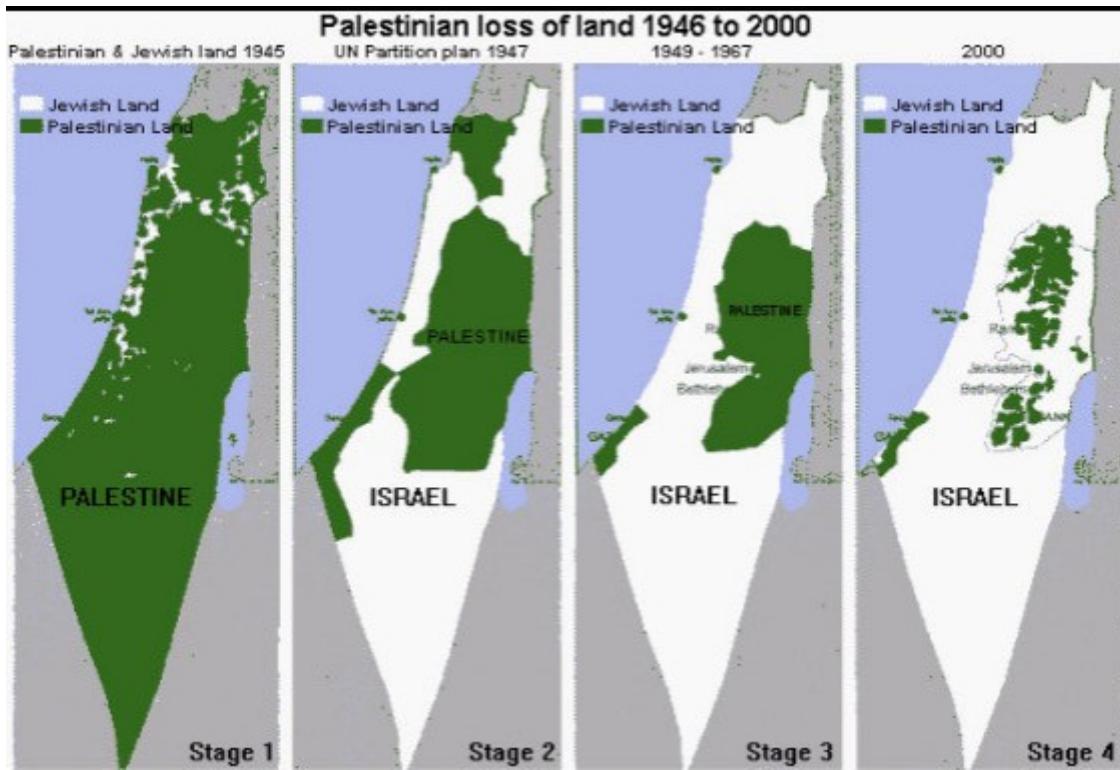
দাজ্জালের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, "সে কোন একটি বিষয়ে রাগান্বিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।" হতে পারে- যখন কুফুরী শক্তি সম্যক পরাজয়ের সম্মুখীন হবে, তখন দাজ্জাল গোস্বা অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে ফেলবে। ফলে পরাজিত কুফুরী শক্তি পূণরায় তার সাথে একত্রিত হবে। এখানে আমি ইহুদীদের কিতাব

(তাওরাত) থেকে কতিপয় উদ্বৃতি পেশ করছি, যেখানে পরিস্কারভাবে বলা আছে যে, ইহুদীদের অপবিত্র কর্মকান্ডের কারণে আল্লাহ তা'লা ইসরায়েলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবেন।

যদিও ইহুদী সম্প্রদায় এসকল আয়াতে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। ইসরায়েল অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করার জন্য ইহুদীরা যে দিনটির প্রহর গুণছে, সে দিনের ব্যাপারে স্বয়ং তাদের কিতাবে বড় আশ্চর্য ধরনের নকশা টানা হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা তাদের চিরাচরিত স্বভাব ও ধোকাবাজীর আশ্রয় নিয়ে এগুলোকে ভুল অর্থে ব্যাখ্যা করে লোকদেরকে ধোকায় ফেলার চেষ্টা করে। তাদের কিতাবের "ইযাখীল" অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে :-

"অতপর আল্লাহ তা'লা বলেন যে, কেননা- তোমরা আমার কাছে অত্যন্ত বখাটে ও লম্পট সাব্যস্ত হয়েছ। সুতরাং তোমাদেরকে আমি জেরুজালেমে একত্রিত করব। যেমননাকি মানুষেরা স্বর্ণ, রোপা, লোহা আর টিনকে আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য একত্রিত করে, তেমনি আমিও গোস্বা ও রাগান্বিত হয়ে তোমাদেরকে সেখানে একত্রিত করব। অতপর তোমাদেরকে আমি গলিয়ে দেব। আমি তোমাদের উপর স্বীয় রোষাগ্নিকে উছলিয়ে দেব। তোমরা এ অগ্নিতে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। ফলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, প্রভূ তোমাদের উপর স্বীয় গোস্বা অবতরণ করেছেন।" (২২:১৯-২২)

তাদের কিতাবের "জেরমিয়া" (Jeremiah)অধ্যায়ে এথেকেও বেশি ধমকি বর্ণিত হয়েছে :-

"তাদের উপর শাস্তি ও ধ্বংস অনিবার্য হওয়ার পর..। যার পর তাদের লাশগুলি খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকতে দেখা যাবে, সেখানে গাধা আর কীড়া-মাকড়ের দল তাদের লাশগুলি খেয়ে ফেলবে। এমনকি তাদের বাদশা এবং লীডারদের হাড্ডিগুলো পর্যন্ত বিগলিত হয়ে যাবে। ফলে হাড্ডিগুলো পঁচা কাষ্ঠের ন্যায় ছড়িয়ে পড়বে।" (৮:৩)

ইহুদীরা জেরুজালেমে তাদের একত্রিত হওয়াকে নিজেদের স্বাধীনতা ও বিজয়ের দিবস মনে করে থাকে। অথচ তাদের কিতাবের ভাষ্য অনুযায়ী এই দিনটি তাদের জন্য ধ্বংস ও পতনের দিন। ইসরায়েলের বর্তমান পরিস্থিতিও বিষয়টিকে সত্যায়ন করে যাচ্ছে যে, ইসরায়েল অঞ্চলে ইহুদীদের আবাদ হওয়া এবং একত্রিত হওয়া মানেই হচ্ছে ইসরায়েলের ধ্বংস সন্নিকটে হওয়া। সামনের দিনগুলোতে কত ইহুদীকে ইসরায়েলের বিভিন্ন সড়কের ধারে কুকুর-বিড়ালের ন্যায় পড়ে থাকতে দেখা যাবে..!! ঐ সকল ইহুদী, যারা সমস্ত পৃথিবী থেকে বুক ভরা আশা আর বড়ত্বকে সঙ্গী করে ইসরায়েলে এসেছিল, আজ কিনা তাদের স্বপ্নিল এলাকাটিই তাদের জন্য জিন্দা কবরস্থান প্রমাণিত হয়েছে।

তাদের কিতাব "ইয়ারমিয়া"তে আল্লাহ তা'লা বলেন :-

"বৃক্ষগুলিকে কেটে ফেলো এবং জেরুজালেমের বিরুদ্ধে একটি কেল্লা নির্মাণ কর। এটা হচ্ছে ঐ শহর, যেখানে শাস্তি দেয়া হবে। এর ভেতরে অন্যায়-অবিচারে ভরে উঠেছে। যেমননাকি ঝর্ণা থেকে পানি ভরে উঠতে থাকে, তেমনি সেখান থেকেও পাপাচার উতলিয়ে উঠছে। এর ভেতর থেকে অত্যাচার আর প্রচন্ড অবাধ্যতার আওয়াজ ভেসে আসছে। আর আমার (প্রভূর) সামনে আঘাত ও দুঃখ-দুর্দশার ধারাবাহিক অশুভ বাতাস আসতে শুরু করেছে।"

"হে ইহুদীর মেয়ে !! ভালো করে তাকিয়ে দেখো !! উত্তর দিক থেকে একটি জাতি উঠে আসতে শুরু করেছে। ঠিক তেমনি যমিনের শেষভাগ থেকেও একটি জাতিকে উঠিয়ে আনা হবে, তাদের কাছে তীর আর কামান থাকবে। তাদের অন্তরে কোণরূপ দয়ামায়া থাকবেনা। তাদের ধ্বনিগুলো সমুদ্রের ঢেওয়ের মত (সবকিছু তছনছ করে দেবে)। ঘোড়ার উপর চড়ে দ্রুতবেগে তারা দৌড়ে আসছে। যেমন মনে হয়- তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আসছে।"

তাদের কিতাব "যীফেনিয়াহ" (Zephaniah)তে এসেছে :-

"তোমরা নিজেদেরকে একত্রিত করো! হ্যাঁ... একত্রিত করো নিজেদেরকে হে আল্লাহর অপছন্দনীয় সম্প্রদায়!! -আল্লাহর ফায়সালা আসার পূর্বেই অথবা ঐ সময় আসার পূর্বেই, যখন দিবসগুলি ভূসিঁর মত উড়ে

যেতে থাকবে অথবা আল্লাহর গযব তোমাদের উপর নাযিল হতে থাকবে অথবা আল্লাহর শাস্তির দিন তোমাদের সামনে এসে পড়বে।"

এই অপবিত্র ও অশুভ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সর্বশেষ অংশটি "ইযাখীল" থেকে তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে করে ইহুদীদের পা-চাটা গোলামেরা বুঝে নিতে পারে যে, তাদের মনিবতুল্য লোকেরা কতটুকু সম্মানিত ও ভদ্রতাপরায়ণ জাতি।

ইযাখীলে এসেছে :-

"তোমরা আমার পবিত্র বস্তুগুলো নষ্ট করেছ এবং আমার অসংখ্য বিধানকে লাঞ্চিত করেছ। তোদের মধ্যেই ঐ সকল লোক বিদ্যমান, যারা রক্ত প্রবাহিত করার জন্য বাহানা খুজতে থাকে। তোদের মধ্যে থেকেই তারা বেশ্যাখানা পরিচালনা করে থাকে। তোদের মধ্যেই ঐ সকল বিদ্যমান, যারা স্বীয় পিতাদের লজ্জাস্থানকে খুলে থাকে। তোদের মধ্যে বিদ্যমান লোকেরাই ঋতুস্রাবরত মহিলাদের থেকে ভোগ উঠানোর চেষ্টা করে। কেউ নিজের প্রতিবেশীর সাথে যিনা করে, কেউ আপন বোনের সাথে খারাপ আচরণ করে থাকে, কেউ শালীর সাথে প্রেমবাহানা করে থাকে, আর কেউ নিজের বাপের মেয়ের সাথে ভ্যাবিচারী করে থাকে। তারা সুদ গ্রহণ করে ফুলে উঠতে থাকে। তাদের পথপ্রদর্শনকারীরা আমার বিধানগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলে থাকে। তারা লোকদেরকে ভুলপথে পরিচালিত করে থাকে এবং আমার নামদিয়ে মিথ্যা ভ্রষ্ট পথ অবলম্বন করে থাকে। তারা বলে যে, এটাই হল আল্লাহর আদেশ, অথচ আল্লাহ তা'লা কখনো এমনটি আদেশ করেননি।" (ইযাখীল ২২:১-৯)-(ডক্টর ছফর আলহাওয়ালী কর্তৃক রচিত "দি ডে অফ রিথ" এর অনুবাদ يـوم الغضبথেকে সংগৃহীত)

কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে :- فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شـديد فجاسوا خلال الديار. অর্থাৎ হে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়! যখন ঐ দু'টি প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে একটি এসে পড়বে, তখন আমি তোমাদের উপর আমার এমন যুদ্ধবাজ বান্দাদেরকে প্রেরণ করব, যারা তোমাদের বস্তিগুলোর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়বে।" ঐ যুদ্ধবাজ লোকদের গুণাবলী হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা খোরাসানের দিক থেকে এসে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবে।

কুফুরী শক্তির অত্যাধুনিক রণতরী...

হযরত কা'ব রা. বলেন- সমুদ্রের কোন একটি দ্বীপদেশে এক জাতি বাস করে, যারা খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী। প্রতি বৎসর তারা একহাজার যুদ্ধ জাহাজ তৈরী করে। তৈরী করার পর বলে যে, আল্লাহ চান বা না চান- তোমরা জাহাজগুলিতে উঠে রওয়ানা হয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন- যখন চালকগণ এগুলোকে সমুদ্রের বুকে পরিচালিত করে, তখনই আল্লাহ তা'লা প্রবল বাতাস প্রেরণ করে এগুলোকে ধ্বংস করে দেন। বর্ণনাকারী বলেন- প্রত্যেক বারই তারা এভাবে জাহাজ তৈরী করে, আর ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। অতপর আল্লাহ তা'লা যখন এ ধারাবাহিকতার সমাপ্তি টানার ইচ্ছা করবেন, তখন তারা এমনসব জাহাজ তৈরী করবে, যা সমুদ্রের বুকে ইতিপূর্বে পরিচালিত হয়নি। অতপর বলবে যে, ইনশাআল্লাহ..! তোমরা জাহাজে চড়ে রওয়ানা হয়ে যাও! বর্ণনাকারী বলেন- অতপর তারা সমুদ্রের বুকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তারা কনষ্ট্যান্টিনোপলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে শহরবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। তারা জিজ্ঞাসা করবে- তোমরা কারা..?? তারা উত্তরে বলবে- আমরা খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়। আমরা ঐ সকল এলাকার দিকে যাচ্ছি, যার বাসিন্দারা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে স্বদেশ দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। কা'ব রা. বলেন- অতপর কনষ্ট্যান্টিনোপলবাসী নিজেদের জাহাজের মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগীতা করবে। এরপর বলেন- তারা عكا (আ'কা) নামক বন্দরে এসে অবতরণ করে ওখানকার জাহাজগুলিকে বের করে জ্বালিয়ে দেবে। বলবে- এটা হচ্ছে আমাদের বাপ-দাদার এলাকা। কা'ব রা. বলেন- এসময় মুসলমানদের আমীর বাইতুল মাকদিসে অবস্থান করবে। সুতরাং

আমীর মিসরবাসী, ইরাকবাসী এবং ইয়েমেনবাসীদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে দূত প্রেরণ করবেন। বর্ণনাকারী বলেন- অতপর দূত মিসরবাসীদের কাছে পয়গাম নিয়ে আসলে মিসরবাসী উত্তরে বলবে যে, আমরা তো সমুদ্রের কিনারে বাস করি। আর সমুদ্রপথ তো এখন (শত্রুসেনাদের কন্ট্রোলে থাকায়) আশংকাজনক হয়ে গেছে। সুতরাং মিসরবাসী আমীরুল মুমেনীনকে সাহায্য করবেনা। অতপর দূত ইরাকবাসীদের কাছে পয়গাম নিয়ে আসলে তারাও মিসরবাসীদের ন্যায় জবাব দিয়ে সাহায্য প্রেরণে অস্বীকৃতি জানাবে। বর্ণনাকারী বলেন- ইয়েমেনবাসীগণ নিজেদের উটগুলির উপর আরোহন করে সাহায্যের জন্য আসবে এবং তাদেরকে সাহায্য করবে। হযরত কা'ব রা. বলেন- এ সংবাদটি গোপন করে ফেলা হবে। বর্ণনাকারী বলেন- অতপর দূত "হিমস" (শামের প্রসিদ্ধ শহর) শহরের কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে। হিমসের পরিস্থিতি এই হবে যে, ওখানে বিদ্যমান অনারব কাফের সম্প্রদায়ের জ্বালাতনে স্থানীয় মুসলমান অতিষ্ঠ থাকবে। তখন দূত স্থানীয় আমীরের কাছে পয়গাম নিয়ে গেলে সে বলবে- এখন আর আমরা কোন জিনিষের অপেক্ষায় রয়েছি, অথচ সর্বদিক থেকে আমাদের উপর জুলুম-নির্যাতন করা হচ্ছে। অতপর সকলে মিলে হিমসবাসীদের দিকে এগুবে। সুতরাং একতৃতীয়াংশ মুসলমান সেখানে শহীদ হয়ে যাবে। অপর একতৃতীয়াংশ উটের লেজ ধরে ঘরে বসে পড়বে (অর্থাৎ জিহাদে যাবেনা) তারা এমন অজানা ভূমিতে মরতে থাকবে, যেখানে তাদের কোন খোজও পাওয়া যাবেনা। না তারা স্বীয় ঘরবাড়ীগুলোতে ফিরে যেতে সক্ষম হবে আর না জান্নাতের ধারেকাছে যেতে পারবে। অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশ কাফেরদের উপর বিজয়ী হবে। অতপর লেবাননের পাহাড়ে কাফেরদের পিছু ধাওয়া করতে করতে তারা উপসাগরীয় এলাকায় পৌছে যাবে। নেতৃত্ব পূর্বের আমীরের হাতেই সোপর্দ করা হবে। ঝান্ডা ধারণকারী ব্যক্তি ঝান্ডা উত্তোলন করে মাটিতে গেড়ে ফজরের নামাযের জন্য অযু করতে (সমুদ্রের) পানির কাছে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন- অতপর পানি তাথেকে দূরে সরে যাবে। সে পূণরায় পানির কাছে গেলে পানি আরও দূরে সরে যাবে। যখন সে এ পরিস্থিতি লক্ষ করবে, তখন স্বীয় ঝান্ডা উত্তোলন করে পানির পিছু পিছু আসতে আসতে সে উপসাগর পার হয়ে যাবে। অতপর সেখানে ঝান্ডা গেড়ে দিয়ে স্বজোরে ঘোষনা করবে যে, ওহে লোকসকল! তোমরা উপসাগর পার হয়ে যাও! কেননা, আল্লাহ তা'লা তোমাদের জন্য সমুদ্রের বুক ফেড়ে এমনভাবে রাস্তা তৈরী করে দিয়েছেন, যেমননাকি বনীইসরাইলের জন্য রাস্তা তৈরী করে দিয়েছিলেন। অতপর মুসলমানগণ উপসাগর পার হয়ে যাবে। (السنن الواردة في الفتن،ج:6ص:1136)

(বর্ণনাটি নুআইম বিন হাম্মাদও কতিপয় শব্দ পরিবর্তনে বর্ণনা করেছেন)

ফায়দা-

(১) প্রথমবার যখন মুসলমানদের আমীরের কাছ থেকে পানি দূরে সরে যাবে। তখন অযু করার জন্য পানির পিছু গেলে পূণরায় পানি দূরে সরে যাবে। এভাবে কয়েকবার পানি দূরে যেতে থাকবে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারবেননা যে, পানি কেন দূরে চলে যাচ্ছে..!! এভাবে যখন তিনি এক কিনারা পার হয়ে যাবেন, তখন তিনি বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ তা'লা তাদের জন্য সমুদ্রকে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি এসে সকলকে এ সম্পর্কে সংবাদ দিলে সকলেই সমুদ্র পার হয়ে ওপারে চলে যাবে।

(২) উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় (১৯৯১) আমেরিকা ও জোটবদ্ধ সেনাদের অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজগুলি যেভাবে পৃথিবীবাসীর সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিপূর্বে এ ধরনের জাহাজ এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠে দেখা যায়নি। তবে একথা জানা নেই যে, এটাই কি তাদের প্রথম প্রচেষ্টা !!? নাকি পূর্বেও তারা যুদ্ধ জাহাজ বানিয়ে রওয়ানা করেছে আর আল্লাহর আদেশে এগুলো ধ্বংস হয়েছে।

পশ্চিমাদের একটি বিশেষ গুণ যে, তারা কোন কাজে ব্যর্থ হয়ে মন ভেঙ্গে বসে পড়েনা; বরং এখেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পূণরায় স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে আরো কঠোর হয়ে যায়। আর একারণেই নবী করীম সা. তাদের ভাল গুণগুলোকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুস্তাওরিদ কুরাশী হযরত আমর বিন আস রা. এর সামনে বলেন যে, আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি- কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না বিশ্বজোড়ে রূমী (পশ্চিমা)দের সংখ্যা অধিক হয়ে যাবে। একথা শুনে আমর বিন আস বলতে লাগলেন- ভাল করে চিন্তা করে দেখ কি বলছ..!! মুস্তাওরিদ বলতে লাগলেন- আমি ঠিক সেই কথাটিই বলছি, যা আমি নিজে রাসূলে কারীম সা.এর মুখ থেকে শুনেছি। একথা শুনে আমর বিন আস বললেন- যদি তাই হয়, তবে এটিও শুনে রাখ যে, তাদের মধ্যে চারটি গুণ রয়েছে :- (১) ফেতনার সময় তারা মানুষের মধ্যে সবচে' বেশি তৎপর থাকবে। (২) কোন বিপদাপদ আসলে খুব দ্রুতই তারা তা কাটিয়ে উঠতে পারে। (৩) পলায়ন করলে খুব দ্রুত তারা ফিরে আসে। (৪) এতিম, অনাথ আর দুঃস্থদের বিপদে পাশে দাড়িয়ে থাকে। আর সর্বোত্তম পঞ্চম গুণটি হচ্ছে তাদের এই- তারা কোন অত্যাচারী বাদশার অত্যাচারকে খুব দ্রুত নিঃশেষ করে দিতে পারে। (مسلم،ج:4ص: 2222 ، التاريـــخ الكـــبير،ج:8ص:16)

সুতরাং অসম্ভব না যে, তারা অনেক বৎসর যাবত সামুদ্রিক রণতরী বানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর প্রতিবারই আল্লাহ তা'লা তাদের এ প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দিতেন। যেহেতু বর্তমান বিশ্বের মিডিয়া শক্তি তাদের দখলে, তাই তাদের মর্জির বাইরে কোন সংবাদ বিশ্বের কোথাও পৌছতে পারেনা। অতপর যখন আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রিয় বান্দাদের মাধ্যমে এই পরাশক্তিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছেন, তখন তাদেরকে আরবদ্বীপে নিয়ে এসেছেন। সাথে সাথে বিশ্ব কুফুরীশক্তিও নিজেদের তাকত আর রণতরীগুলো নিয়ে এতদাঞ্চলে অবতরণ করেছে।

এ রণতরীগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে "আব্রাহাম লিঙ্কন"। এটি হচ্ছে বিমানবাহী জাহাজ (Air Craft Carrier)। বাস্তবে এটি হচ্ছে পানির উপরে থাকা একটি ছোট শহর। তার দৈর্ঘ্য- ১১০৮ ফিট। আর প্রশস্ততা- ২৫৭ ফিট। জাহাজটিতে ৫৫০০ (পাঁচহাজার পাঁচশত) জন লোকের স্থায়ী বসবাসের জন্য কোয়ার্টারের ব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে তিন মাস পর্যন্ত বাহির থেকে কোন প্রকার সাহায্য ছাড়াই জীবনযাপন

করার মত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। জাহাজটির নিজস্ব টিভিষ্টেশান ও রেডিওকেন্দ্র রয়েছে। নিজস্ব ডাকঘর ছাড়াও দু'টি বিশাল শপিং মল রয়েছে। আরো রয়েছে দু'টি নিউক্লেয়ার রিয়েক্টার। ৮০ টি জঙ্গি বিমান সবসময় তাতে দাড়ানো থাকে। প্রতি একমিনিটে চারটি জঙ্গি বিমান হামলার জন্য আকাশে উড্ডয়ন করতে পারে। সমুদ্রের দ্বীপদেশের কথা বলতে গেলে যেখানে খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসীগণ বাস করে থাকে- বর্তমানে সময়ে তালিকার প্রথমে রয়েছে ব্রিটেন ও আমেরিকার নাম।

এ দু'টি দেশে কত শত শত দ্বীপ এমন রয়েছে, যেগুলি সম্পর্কে বহির্বিশ্বের কারো কোন জ্ঞান নেই। এগুলি থেকে আসা কোন সংবাদকেও বহির্বিশ্বে প্রচার করতে দেয়া হয়না। এছাড়াও আটলান্টিক ওসিয়ানে কত অজানা দ্বীপ রয়েছে, যেখানে কুফুরী শক্তির গোপন তৎপরতা বিদ্যমান। বিশ্ববাসীর কাছে এসম্পর্কে কোন সংবাদই পৌঁছুতে পারেনা। এমনি একটি এলাকা সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল- অবশ্যই আলোচনাটি পাঠকদের জন্য হুশিয়ারীর কারণ হবে :-

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল (Bermuda Triangle)...

এলাকাটি আটলান্টিক মহাসাগরে কিউবার কিছু পূর্বে "পোর্টোরিকো"র সন্নিকটে অবস্থিত। এলাকাটি সম্পর্কে আজপর্যন্ত বহু আশ্চর্য ও রহস্যময় তথ্য লোকমুখে শুনা যায়। কিন্তু এতসব গবেষনা চালু থাকা সত্তেও অদ্যাবধি এ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য ও সঠিক ব্যাখ্যা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে দেয়া হয়নি। এর মাধ্যমেই এলাকাটির রহস্য ও ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যেতে পারে। এখন পর্যন্ত সেখানে বহু সামুদ্রিক জাহাজ গায়েব হয়েছে। আবার এগুলোর তদন্তে যাওয়া অনেক বিমানও ঐ এলাকায় পৌছার পর চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়েগেছে।

সর্বপ্রথম যে সংবাদটি বিশ্বাবাসীর কানে পৌছেছিল, তা ছিল ১৮৭৪ সালে প্রথম সামুদ্রিক জাহাজ গায়েবের ঘটনার মধ্য দিয়ে। যাতে ক্যাপ্টেনসহ তিনশর-ও বেশি কর্মচারী কর্মরত ছিল। কিছুদিন পর আবার জাহাজটি কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই তীরবর্তী এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছিল। অপর একটি ঘটনায় সমস্ত যাত্রীদেরকে অচেতনাবস্থায় উপকূল থেকে উদ্ধার হয়েছিল, কিন্তু তাদের জাহাজটি ঐ ভয়ঙ্কর এলাকায় গায়েব হয়েছিল। যাত্রীদের ভাষ্য অনুযায়ী- জাহাজটি বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের সীমানায় প্রবেশ করার সাথে সাথে যাত্রীদের মস্তিস্কে এক ধরনের ঝটকা অনুভূত হয়। এরপর তারা আর কিছু বলতে পারেনা যে, অবশেষে কিভাবে তারা উপকূলে পৌছেছে। তেমনি আকাশের উড়ন্ত প্লেনের সাথেও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রতিটি দুর্ঘটনার পরই কিন্তু বিশেষজ্ঞ আর গবেষকদের দিয়ে তদন্ত টীম গঠন করা হয়েছে। কিন্তু তাদের দেওয়া রিপোর্টগুলোকে জনগণ পর্যন্ত পৌছতে দেয়া হয়নি; বরং জনসাধারণের মনযোগকে এখেকে সরানোর

জন্য আন্তর্জাতিক ধোকাবাজগণ প্রসিদ্ধ জাদুগীরদের দিয়ে এমন সব কল্পিত কাহিনীর বিবরণ দিয়েছে, যা শুনে বিশ্ববাসী এগুলোকে দেউভূতের পুরাতন গল্প বলে মনে করতে শুরু করেছে। এভাবেই ইবলিসের চেলাগণ চরম একটি বাস্তবতাকে পৃথিবীবাসী থেকে গোপণ করে রেখেছে। উক্ত এলাকার ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে একটি কথা প্রচারিত হয়ে থাকে যে, অধিকাংশ সময় ওখানকার পানি থেকে আগুন বের হয়ে পূণরায় তা পানির ভেতরে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। বিশ্ব ইবলিসী শক্তি আর আন্তর্জাতিক ধোকাবাজদের প্রতারণাকে যদি নিরীক্ষা করা হয়, তবে একটি কথা বহু প্রমাণ সাপেক্ষে বলা যায় যে, এলাকাটি বিশ্ব কুফুরী শক্তির গোপন আস্তানা। যেখান থেকে বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চক্রান্ত প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবলিস তার সিংহাসনকে পানির মধ্যে গোপন করে ফেলে। সুতরাং স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, ইবলিসের সিংহাসন তথা কেন্দ্র এমন একটি এলাকাই হবে, যা কুফুরের গভীরে অবস্থিত। পাশাপাশি কোরআন-হাদিসের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত যে, ইবলিস তার মানুষ বন্ধুদেরকে বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়ে থাকে। শুধু পরামর্শই না; দরকার হলে মানুষের আকৃতিতে এসে তাদেরকে সহযোগীতা-ও করে থাকে। বদর যুদ্ধে বনূ কেনানা গোত্রের সরদার "সূরাকা বিন মালেক"এর আকৃতিতে ইবলিস আবূ জাহেলের সাথে বিদ্যমান ছিল। সে আবূ জাহেলকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ধারাবাহিকভাবে উত্তেজিত করছিল।

সুতরাং ইবলিসের কেন্দ্র সমুদ্রে এমন স্থানের নিকটবর্তী হওয়া চাই, যেখান থেকে বর্তমান সময়ে সকল ইবলিসী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল আমেরিকার খুব নিকটে অবস্থিত। আর আমেরিকা হচ্ছে বর্তমান বিশ্ব কুফুরী শক্তির মূলকেন্দ্র। সুতরাং হতে পারে- বারমুডার ঐ ভয়ঙ্কর এলাকাটি ইবলিসের মারকায। ওখান থেকে সে তার মানুষ-জ্বীন বন্ধুদেরদেরকে নিয়মিত কারগুজারী শুনিয়ে তাদেরকে হেদায়েত দিয়ে থাকে। আর বিশ্ববাসীকে এথেকে অপরিচিত রাখার জন্য উক্ত এলাকাকে ভয়ানক এলাকা হিসেবে ঘোষনা করে দেয়া হয়েছে। আর যে সকল রিপোর্ট তাদের হাতে এসেছে, বিশ্বকুফুরী শক্তির মর্জি ব্যতিত জনসমক্ষে তা আসতে পারেনি।

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে আমরা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের একটি উদ্বৃতি উল্লেখ করতে পারি, যা সে তার নবী হওয়ার ঘোষনাকালে বর্ণনা করেছিল- "আমার কাছে আমার প্রভূর পক্ষ থেকে নিয়মিত হেদায়েত এসে থাকে।" সুতরাং অসম্ভব নয় যে, ইবলিসই নিয়মিতভাবে তাকে হেদায়েত দিয়ে থাকে। অথবা দাজ্জাল অন্য কোন স্থান থেকে তাকে পথপ্রদর্শন করে থাকে। দাজ্জালের ব্যাপারটি আমি এজন্য উল্লেখ করলাম- কারণ, একদল খৃষ্টানদের ধারণা- দাজ্জাল ভূপৃষ্টে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে সে নিজের জন্য বিশ্বপরিস্থিতিকে তৈরী করে নেবে এবং স্বীয় এজেন্টদের দিয়ে তার বিরুদ্ধাচারণকারীদেরকে নিঃশেষ করতে চাইবে। বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য "বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং দাজ্জাল" গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

উপরোক্ত হাদিসের পরবর্তী ভাষ্য হচ্ছে- অতপর কনষ্ট্যান্টিনোপলবাসী তাদেরকে সহযোগীতা করবে। তো বর্তমান সময়ে তুরস্ককে এমন লোকেরাই শাসন করছে, যারা মনে মনে মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদেরকে বেশি ভালবাসে। আর এটাও সম্ভব যে, তুরস্ক সম্পূর্ণই কাফেরদের দখলে চলে যাবে।